নগর সংস্করণ

বুধবার

৩০ অক্টোবর ২০২৪

১৪ কার্তিক ১৪৩১, ২৬ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র অধুনাসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৪৯

ইসি গঠনে অনুসন্ধান কমিটি হচ্ছে বিচারপতি জুবায়েরের নেতৃত্বে

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নতুন নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনে যোগ্য ব্যক্তি বাছাইয়ের জন্য আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে সভাপতি করে ছয় সদস্যের অনুসন্ধান (সার্চ) কমিটি গঠন করা হচ্ছে। সরকারি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। এ কমিটি নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য প্রতি পদের বিপরীতে দুজন করে ব্যক্তির নাম সুপারিশ করবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অনুসন্ধান কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকছেন প্রধান বিচারপতি মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান এবং রাষ্ট্রপতি মনোনীত দুজন বিশিষ্ট নাগরিক। তাঁরা হলেন পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিন্নাতুননেসা তাহমিদা বেগম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক সি আর আবরার। এ ছাড়া আইন অনুযায়ী পদাধিকারবলে সদস্য হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

চালের দাম বাড়ছেই, সরকারি মজুত কমছে

খাদ্যের বাজার

চলতি আমন মৌসুমে অতিবৃষ্টি ও ঢলে উৎপাদন ক্ষতি হতে পারে ৮ লাখ টনের বেশি। বাজারে নতুন করে দাম বেড়েছে।

- ঢাকায় চালের দাম প্রতি কেজি মানভেদে ৫২-৮০ টাকা।
- ভারত থেকে আমদানিতে শুল্ক-করসহ ব্যয় হবে কেজিতে ৭৫-৭৮ টাকা।
- থাইল্যান্ড থেকে আমদানিতে কেজিতে খরচ পড়বে ৯২-৯৫ টাকা।

ফখরুল ইসলাম ও রাজীব আহমেদ, *ঢাকা*

বাজারে চালের দাম বাড়ছে। এর মধ্যে উদ্বেগজনক খবর হলো, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও ভারতসহ উজানের দেশগুলো থেকে আসা ঢলে আমনের আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে প্রায় ৮ লাখ ৩৯ হাজার টন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সরকারের কাছে দেওয়া একটি প্রতিবেদনে বলেছে, চাল আমদানি বাড়াতে শুল্ক-কর পুরোপুরি তুলে নেওয়া দরকার।

চাল সরকারের জন্য একটি সংবেদনশীল পণ্য। গরিব মানুষের খাদ্য ব্যয়ের একটি বড় অংশ যায় চালের পেছনে। চালের দাম এমন সময় বাড়ছে, যখন ভোজ্যতেল, চিনি, সবজি, ডিম, মুরগির মাংসসহ প্রায় সব নিত্যপণ্যের দাম চড়া।

আমন চাল উৎপাদনের দ্বিতীয় প্রধান মৌসুম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, বছরে দেশে চার কোটি টনের মতো চাল উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে দেড় কোটি টনের মতো হয় আমনে। সপ্তাহ তিনেক পর থেকে আমন চাল বাজারে আসা শুরু করতে পারে।

দেশে কোনো মৌসুমে উৎপাদন ব্যাহত হলে চালের বাজার অস্থির হয়ে ওঠে। ২০১৭ সালে হাওরে আগাম বন্যায় বোরো মৌসুমের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তখন এক সপ্তাহে প্রতি কেজি মোটা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পেঁয়াজের আমদানি কম, দাম বাড়তি

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

বছরের এ সময়ে বাজারে দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ কম থাকে। তাতে আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। তবে নির্ভরশীলতা বাড়লেও পেঁয়াজ আমদানি গত বছরের তুলনায় কম। এতে সরবরাহ কমে দেশে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে।

খুচরা বাজারে এখন ভারত থেকে আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহ আগে ছিল ১১০ টাকা। আবার দেশি পেঁয়াজের দাম ১৩০ থেকে বেড়ে ১৫০ টাকায় উঠেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নিয়ে আঁকা গ্রাফিতি দেখছেন। গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

নারী সাফ ফুটবল ফাইনাল আজ

আরও একবার সেই উৎসবের আশা

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

কাঠমান্ডু এমন উদ্‌গ্রীব ছিল দুই বছর আগেও। ২০২২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ নারী সাফের ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে শিরোপা-স্বপ্ন দেখেছিল নেপাল; কিন্তু পারেনি। সেই ফাইনালে নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়েন বাংলাদেশের মেয়েরা। প্রথমবার সাফ জিতে দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে বাফুফে ভবনে যাত্রা মনিকা-মারিয়াদের...আজীবন মনে রাখার মতো দৃশ্য! আরও একবার বাংলাদেশের মেয়েদের এভাবে বরণ করতে পারবে পুরো দেশ? আরও একবার হবে কি সেই ফুটবল-উৎসব?

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ট্রাম্প শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, বিশ্বের জন্যও হুমকি

হাসান ফেরদৌস
নিউইয়র্ক থেকে

ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেন, এই ভেবে যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় মিত্রদের ঘুম প্রায় হারাম হওয়ার জোগাড়। তারা এই ভেবে ভীত, ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় এলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথাগত বৈদেশিক নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। সবচেয়ে লাভ হবে রাশিয়ার একনায়ক ভ্লাদিমির পুতিনের। এই দুজনের চলতি সখ্য রাতারাতি কৌশলগত অংশীদারত্বে পরিণত হতে পারে, যার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ন্যাটোভিত্তিক যে আন্ত-আটলান্টিক নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা হয় ভেঙে যাবে, নয়তো দুর্বল হবে।

ইউরোপের দক্ষিণমুখী মোড়

ট্রাম্প জিতলে সবচেয়ে উৎসাহী হবেন ইউরোপের সেসব রাজনীতিক, যাঁরা নিজ দেশে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ইতালিসহ ডজনখানেক ইউরোপীয়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১ আরও খবর পৃষ্ঠা ১১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলকার টুর্ক

জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ নানা বিষয়ে বললেন শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক ঢাকা সফরের প্রথম দিনে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে জুলাই অভ্যুত্থান হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

» আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় জোর দিচ্ছেন টুর্ক পৃষ্ঠা ৩

আজকের আবহাওয়া

রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র আংশিকভাবে মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২০ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৪ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনীতে ৩৪.৮° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : শ্রীমঙ্গলে ২১.৬° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪ :৪৮	মাগরিব	৫ :২৪
জোহর	১১ :৪৫	এশা	৬ :৩৯
আসর	৩ :৪৪	কাল ফজর	৪ :৪৮

খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়া হবে শিগগিরই

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খালেদা জিয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য শিগগিরই বিদেশে নেওয়া হবে। তাঁকে প্রথমে নেওয়া হবে যুক্তরাজ্যে। বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও জানানো হয়েছে।

বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র আরও জানিয়েছে, এরই মধ্যে খালেদা জিয়ার চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে লন্ডনে কয়েকটি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

জানতে চাইলে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন গতকাল মঙ্গলবার *প্রথম আলো*কে বলেন, 'লন্ডনে তীব্র শীত পড়ার আগেই আমরা খালেদা জিয়াকে সেখানে নিতে চাই। এ জন্য বিশেষায়িত এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দরকার। সেই এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করার চেষ্টা চলছে।'

খালেদা জিয়ার নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা রয়েছে। তাঁকে যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে বিদেশে নেওয়া হবে, সেখানে সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসকেরা। এ জেড এম জাহিদ হোসেন আরও বলেন, তাঁর (খালেদা জিয়া) বিদেশ যাওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরদিন (৬ আগস্ট) খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দুর্নীতির দুই মামলায় তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তখন দুই বছরের বেশি সময় তিনি কারাবন্দী ছিলেন।

২০২০ সালের ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেয়।

প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে

২৫ অক্টোবর *প্রথম আলো*য় প্রকাশিত 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় নেই প্রেস কাউন্সিল' শিরোনামের প্রতিবেদনের একটি অংশের প্রতিবাদ পাঠিয়েছে সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)। সংগঠনটির সভাপতি এ কে আজাদ স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বেশির ভাগ সময় প্রেস কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল দলীয় বিবেচনায়।' প্রতিবেদনে সর্বশেষ প্রেস কাউন্সিলের সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে ছিলেন নোয়াবের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং দৈনিক *বণিক বার্তা*র সম্পাদক ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ।

প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে প্রেস কাউন্সিল বিধি অনুযায়ী সদস্য হিসেবে নোয়াবের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি চাওয়া হয়েছিল। নোয়াবের পর্ষদ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দেওয়ান হানিফ মাহমুদকে মনোনীত করে।

সাক্ষাৎ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আবদুল্লাহ খাসিফ আল হামুদি। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। ছবি : পিআইডি

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে দেশ সফল হলেই ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হবে

ব্যবসায়ী বিনোদ খোসলার নিবন্ধ

ভারতীয় গণমাধ্যম *দ্য ওয়্যার*-এ প্রকাশিত নিবন্ধে বাংলাদেশ কীভাবে একটি সফল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে, তা তুলে ধরেছেন মার্কিন এ ব্যবসায়ী।

বাসস, *ঢাকা*

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফল হলেই ভারতের সর্বোত্তম স্বার্থ সুরক্ষিত হবে বলে মনে করেন ভারতীয় মার্কিন ব্যবসায়ী বিনোদ খোসলা। ২৭ অক্টোবর ভারতীয় গণমাধ্যম *দ্য ওয়্যার*-এ তাঁর লেখা একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অধীন বাংলাদেশ কীভাবে একটি সফল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে প্রতিবেশী ভারতের একটি শক্তিশালী মিত্র হয়ে উঠতে পারে, তা তুলে ধরেন।

নিবন্ধে বিনোদ খোসলা বলেন, 'মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বকে ঘিরে বাংলাদেশে যে ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, একজন গর্বিত আমেরিকান ও ভারতের সন্তান হিসেবে আমি তা নিয়ে আশাবাদী।'

গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার তিন দিন পর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেন।

খোসলা বলেন, 'ইউনূস, যাকে আমি বন্ধু মনে করি এবং কয়েক দশক ধরে চিনি, শিক্ষার্থী আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা ছাত্রদের অনুরোধে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'

এই ব্যবসায়ী নিজেকে একজন উদ্যোক্তা, নতুন চিন্তাভাবনার শক্তিতে বিশ্বাসী এবং স্থায়িত্ব ও প্রভাব নিয়ে বেশ উৎসাহী উল্লেখ করে বলেন, 'ইউনূস তাঁর জীবনে যা কিছু অর্জন করেছেন, তাতে আমি বিস্মিত।' বিনোদ খোসলা উল্লেখ করেন, ১৯৯৬ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কয়েক হাজার দরিদ্র নারীর হাতে মুঠোফোন তুলে দিতে সফল হয়েছিলেন। যাতে তাঁরা নিজ উদ্যোগে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

নিবন্ধে বলা হয়, 'আমি পরিবেশ রক্ষায় বেশ উৎসাহী। অধ্যাপক ইউনূস ১৯৯৫ সালে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি ১ দশমিক ৮ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেম এবং ১ মিলিয়ন ক্লিন কুক স্টোভ স্থাপন করেছে। এটিও মূলত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেই হয়েছে।'

নিবন্ধে বলা হয়, গ্রামীণ ব্যাংকের অবদানও এখানে স্মরণীয়, যা ১ কোটির বেশি দরিদ্র নারীকে ৩ হাজার ৯০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছে। এই ক্ষুদ্রঋণ থেকে অনেকেই উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। ভারত ও অন্য অনেক দেশেও একই মডেলে কাজ হয়েছে।

নিবন্ধে বলা হয়, জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ, যেখানে ১৭০ মিলিয়নের (১৭ কোটি) বেশি মানুষ বাস করে। এটি এমন একটি দেশ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বাস করে, অথচ যার আয়তন দেশটির ইলিনয় রাজ্যের সমান।

বিনোদ খোসলা বলেন, 'বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা ইউনূসের সাফল্য কামনা করেন। আমি তাঁদের মধ্যে অন্যতম; কিন্তু এমন অনেকে আছেন, যাঁরা তাঁকে ও অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করতে চান; অনেকে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে মিথ্যা বয়ানও ছড়িয়ে যাচ্ছেন।'

ড. ইউনূসের মূল্যবোধ, তাঁর কর্মপদ্ধতি ও প্রাথমিকভাবে তাঁর নেতৃত্বের ফলাফল নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে গিয়ে খোসলা বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দুই মাসের মধ্যে তিনি পুলিশ বাহিনীকে কাজে ফিরিয়েছেন, যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করেছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুর সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করেছেন। সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে (যেটি তিনি দায়িত্ব গ্রহণের সময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল)।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কার্যকরভাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নিউইয়র্কে থাকাকালে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে ৫০টির বেশি ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন।

কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে উল্লেখ করে এই ব্যবসায়ী বলেন, 'সামাজিক ব্যবসা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান চালানোর চেয়ে একটি সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়া বহু গুণ কঠিন হতে পারে। ক্ষমতাচ্যুত সরকারে সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠী ইউনূসকে ব্যর্থ দেখতে চায়। এদিকে বছরের পর বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা আরেকটি দল (বিএনপি) দ্রুত ক্ষমতায় ফিরতে চায়। তবে আমার বিশ্বাস, ইউনূস তাঁর কাজ করে যাবেন।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রথম দিকের সাফল্য তাঁর বর্তমান দায়িত্বে ভূমিকা রাখবে, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য শুভসূচনা। ব্যর্থ বাংলাদেশের তুলনায় একটি সফল বাংলাদেশ ভারতের শক্তিশালী মিত্র হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বিনোদ খোসলা বলেন, 'আমাদের সবার উচিত ইউনূসের এই গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন ভূমিকার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার দিকে মনোনিবেশ করা। কারণ, বাংলাদেশ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারলে ভারতের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষিত হবে।'

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তারেক রহমান

সংবিধান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাড়াহুড়া না করার পরামর্শ

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা সংবিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া পরিহার করে সুচিন্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ইস্কাটনে লেডিস ক্লাবে দুর্গাপূজা-পরবর্তী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে এক শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন তিনি।

আওয়ামী লীগ সরকার পালানোর পর তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের গঠনপ্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহল ছাড়াও খোদ বর্তমান সরকারের মধ্যেই নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলছে বলে উল্লেখ করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার কেন বর্তমান সংবিধানের অধীনে শপথ নিয়েছে কিংবা বর্তমান সরকার কি বিপ্লবী সরকার? কেউ কেউ এ ধরনের প্রশ্নও তুলছেন। এ পর্যায়ে এসে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠনপ্রক্রিয়া নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক সরকারের গতিশীলতা বাধাগ্রস্ত করতে পারে, সরকারের লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার কারণ হতে পারে।

ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই মিলে মাফিয়া সরকারের পতন ঘটানোর পর এখন সবাই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর যাত্রাপথে থাকার কথা উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, 'এই যাত্রাপথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের (রাজনৈতিক দল) মধ্যে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যেকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সেটা হলো, একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও মানবিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, সেহেতু নিজেদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশ আছে বলে বিএনপি মনে করে না।'

রিট চালাবেন না সারজিস হাসনাতসহ ৩ আবেদনকারী

গত রোববার ওই দুই পৃথক রিট করা হয়। রিট দুটি গতকাল সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের কার্যতালিকায় ২০৮ ও ২০৯ নম্বর ক্রমিকে ওঠে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগসহ ১১ দলকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি না দিতে এবং বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে করা দুটি রিট না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রিট আবেদনকারীরা।

বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে গতকাল মঙ্গলবার রিট দুটি না চালানোর কথা জানান আবেদনকারীদের আইনজীবী। রিট না চালানোর আরজির পরিপ্রেক্ষিতে তা উত্থাপিত হয়নি বলে খারিজ করে দেন আদালত।

গত রোববার ওই দুই পৃথক রিট করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সারজিস আলম, আবুল হাসনাত (হাসনাত আবদুল্লাহ) ও হাসিবুল ইসলাম। রিট দুটি গতকাল সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের কার্যতালিকায় ২০৮ ও ২০৯ নম্বর ক্রমিকে ওঠে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে রিট দুটি না চালানোর কথা জানান জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী ও আখতার হোসেন মো. আবদুল ওয়াহাব।

পরে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'কোনো মামলা যদি ক্লায়েন্ট (মক্কেল) না চালাতে চান, তখন তিনি তা প্রত্যাহার করার ইনস্ট্রাকশন (নির্দেশনা) দেন। সে অনুসারে আইনজীবী কাজ করে থাকেন। মক্কেল কখনো বলেন না যে তিনি কী কারণে মামলা চালাবেন না। সুতরাং কী কারণে মামলা চালানো হবে না, তা জানা নেই। তবে সার্বিক গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য ও দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তাঁরা (রিট আবেদনকারীরা) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস।' তিনি বলেন, যখন কোনো মামলা চালাতে না চাওয়া হয়, তখন কার্যতালিকায় আর মামলাটি থাকে না। মামলা না চালানোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রিট উত্থাপিত হয়নি বলে খারিজ করে দিয়েছেন আদালত।

এক প্রশ্নের জবাবে রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী বলেন, এখানে ভুলক্রমে কিছু কিছু দলের নাম চলে এসেছে, যা অনিচ্ছাকৃত। কিছু নাম বাদও পড়েছে। যদি রিট চালানো হতো, তখন তা সংশোধনের প্রয়োজন হতো। তখন নামগুলো বাদ যেত।

অবশ্য ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী *প্রথম আলো*কে বলেন, রিট দুটি না চালানোর কথা আদালতকে জানান আবেদনকারীদের আইনজীবী। এর পরিপ্রেক্ষিতে উত্থাপিত হয়নি বলে রিট খারিজ করে দিয়েছেন আদালত।

দুটি রিটের একটিতে আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলকে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল। রিট আবেদনে নির্বিচার মানুষ হত্যা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, বেআইনি প্রক্রিয়ায় অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য আওয়ামী লীগসহ ১১টি দলের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না—এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছিল। অপর রিটে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছিল। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত ওই তিনটি নির্বাচনের গেজেট কেন বাতিল ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়েও রুল চাওয়া হয়েছিল।

পেঁয়াজের আমদানি কম, দাম বাড়তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায়ীরা জানান, বর্ষা মৌসুম শেষে এখন বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কারণে পেঁয়াজের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেছে। এ চাহিদার বিপরীতে উল্টো দেশি পেঁয়াজের জোগান কমছে। কৃষকের ঘরে এখন মজুত কমছে। আবার পেঁয়াজ আমদানিও বাড়েনি। এ সময় পেঁয়াজের আমদানি গত বছরের তুলনায় স্বাভাবিক থাকলে দাম খুব বেশি বাড়ত না।

হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শহীদুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, ভারতে পেঁয়াজ উৎপাদন অঞ্চলে বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়েছে। সেখানে দাম কিছুটা বাড়ায় দেশেও বেড়েছে। তবে ভারতের নাসিক জাতের পেঁয়াজের ফলন উঠবে আগামী মাসের মাঝামাঝি। তখন দামও সহনীয় পর্যায়ে আসবে। আগে আমদানি কম হলেও সামনে বাড়বে।

আমদানি কমেছে ৫৩ শতাংশ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যে দেখা যায়, এ মাসের প্রথম ২৮ দিনে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে ৭৬ হাজার টন। গত বছর একই সময়ে আমদানি হয়েছিল ১ লাখ ১৫ হাজার টন। এ হিসাবে চলতি মাসে পেঁয়াজ আমদানি গত বছরের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কম।

চলতি মাসসহ গত প্রায় চার মাসে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে ২ লাখ ৩২ হাজার টন। গত বছর একই সময়ে আমদানি হয়েছিল ৪ লাখ ৭৯ হাজার টন। এ হিসাবে চার মাসে আমদানি কমেছে ৫২ শতাংশ।

চলতি মাসে পেঁয়াজ আমদানির ৯৪ শতাংশই এসেছে ভারত থেকে। ভারত ছাড়াও বাকি ৬ শতাংশ পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে মিয়ানমার, মিসর, পাকিস্তান ও চীন থেকে। বিকল্প দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ সাড়ে চার হাজার টন।

ব্যবসায়ীরা জানান, চলতি অর্থবছরের শুরুতে ডলার-সংকটে ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিক সময়ের মতো ঋণপত্র খুলতে না পারায় পেঁয়াজ আমদানি কমে যায়। তবে দুই সপ্তাহ ধরে ডলার-সংকট নিয়ে জটিলতা নেই। তবুও শতভাগ মার্জিনে ঋণপত্র খুলতে হচ্ছে। পেঁয়াজ আমদানিতে মার্জিন কমানো হলে আমদানি বাড়ত বলে তাঁরা মনে করেন।

জানতে চাইলে হিলি স্থলবন্দরের পেঁয়াজ আমদানিকারক মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, তিনি রোববার ১৬ লাখ টাকার ঋণপত্রের পুরো টাকা নগদ জমা দিয়ে পেঁয়াজ আমদানির ঋণপত্র খুলেছেন। প্রতি ডলারে দর রাখা হয়েছে ১২১ টাকা। পচনশীল পণ্যের জন্য মার্জিন কমানো হলে আমদানি আরও বাড়ত।

আমদানি মূল্যে হেরফের

চলতি মাসে ভারত থেকে পাঁচটি স্থলবন্দর দিয়ে ১ হাজার ৩১৪টি চালানে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে। এসব চালানে কেজিতে আমদানি মূল্য ছিল ৩৯ থেকে ৪১ সেন্ট পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রতি কেজি পেঁয়াজের সর্বোচ্চ আমদানি মূল্য ৪৯ টাকা। কেজিতে সরকার শুল্ক-কর পাচ্ছে ২ টাকা ৫১ পয়সা। এ হিসাবে শুল্ক-করসহ প্রতি কেজি পেঁয়াজের আমদানি মূল্য দাঁড়াচ্ছে ৫২ টাকা।

তবে কাগজপত্রে যে দরে পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে, বাস্তবে মূল্য আরও বেশি। বিষয়টি নিয়ে তিনজন আমদানিকারক *প্রথম আলো*কে জানান, প্রতি কেজি পেঁয়াজের প্রকৃত আমদানি মূল্য ৬০ থেকে ৬৫ সেন্ট বা ৭২ থেকে ৭৮ টাকা। শুল্ক-কর ও পরিবহন খরচ মিলে তা দাঁড়াচ্ছে ৮০ থেকে ৮৫ টাকা।

খুচরা বাজারে এখন ভারতের বিকল্প মিসরের পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এই পেঁয়াজ প্রতি কেজি আমদানি হয়েছে গড়ে ৪৩ সেন্ট বা ৫২ টাকায়। শুল্ক-করসহ খরচ পড়ছে প্রায় ৫৫ টাকা। পাইকারি বাজারে মিসরের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৭৫ টাকা কেজি।

'আমদানি বাড়লে দাম আরও স্থিতিশীল থাকত'

পরিসংখ্যান ব্যুরো ও আমদানির হিসাবে, দেশে বছরে পেঁয়াজের সরবরাহ ও চাহিদা কমবেশি ৩০ লাখ টন। এর মধ্যে ৭০-৭৫ শতাংশ আসে দেশি উৎপাদন থেকে। আমদানি হয় ২৫-৩০ শতাংশ। দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ ভালো থাকে ডিসেম্বর থেকে আগস্ট পর্যন্ত। এরপর সেপ্টেম্বর থেকে আমদানিনির্ভরতা বাড়তে থাকে। এ সময়ে আমদানি স্বাভাবিক থাকলে পেঁয়াজের বাজারে দামে অস্থিরতার সুযোগ থাকে না।

জানতে চাইলে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের পচনশীল পণ্য বেচাকেনায় যুক্ত ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইদ্রিচ *প্রথম আলো*কে বলেন, বছরের এ সময়ে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা খুবই জরুরি। এখন ভারত থেকে আমদানি হচ্ছে বলেই আমদানি করা পেঁয়াজের দামে খুব বেশি অস্থিরতা হয়নি। তবে আমদানি বাড়লে পেঁয়াজের দাম আরও স্থিতিশীল থাকত।

উৎপাদনস্থলেই বাড়ছে দাম

*প্রথম আলো*র ফরিদপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, দেশে উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফরিদপুরেও পেঁয়াজের দাম বাড়তি। ফরিদপুরে বর্তমানে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকা কেজি, যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। মূলত দেশি পেঁয়াজের মজুত কমে আসায় দাম বাড়ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা শাহদাত হোসেন বলেন, আড়তে এখন দেশি পেঁয়াজের মজুত নেই, তবে কৃষকদের কাছে আছে। কৃষকের ঘরে জমানো পেঁয়াজের পরিমাণ কমে আসছে। তাঁরা এই পেঁয়াজ ধীরে ধীরে বাজারে তুলছেন।

সালথা উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের খোঁয়াড় গ্রামের বাসিন্দা কৃষক মাফিকুল ইসলাম জানান, এবার দেশি পেঁয়াজের পচনের মাত্রা বেশি। এতে মজুত কমে আসছে।

ট্রাম্প শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, বিশ্বের জন্যও হুমকি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশে অভিবাসন সংকটকে কেন্দ্র করে দক্ষিণপন্থীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এমনকি জার্মানিতেও দক্ষিণপন্থীরা অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। এদের প্রত্যেকের কাছে ট্রাম্প যেন ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি উপহার।

ট্রাম্প দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হলে ইউরোপের দক্ষিণমুখী মোড় আরও বেগবান হবে, সে আশঙ্কা ব্যক্ত করে সাংবাদিক ও লেখক ফরিদ জাকারিয়া সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, এত দিন বিশ্ব মার্কিন গণতন্ত্রকে 'আশার আলোকবর্তিকা' ভেবে এসেছে। সেই আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যদি আইনকানুনের থোড়াই তোয়াক্কা করেন, চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের ধার না ধারেন, তাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব নেতা স্বেচ্ছাচারী বা কর্তৃত্ববাদী হতে চান, তাঁরা উৎসাহী হবেন।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু

আশু ভয় ইউক্রেন নিয়ে। ট্রাম্প যে পুতিনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ইউক্রেনে রাশিয়ার দখলকৃত অঞ্চলগুলো তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সম্মত হবেন, তা ভাবার কারণ রয়েছে। কিছুদিন আগেও তিনি বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করা ইউক্রেনের ঠিক হয়নি। অথচ এ কথা সবার জানা, যুদ্ধ ইউক্রেন নয়, রাশিয়াই শুরু করেছিল। ট্রাম্পের এমন মন্তব্য অজ্ঞতাপ্রসূত নয়, রাশিয়ার প্রতি পরিকল্পিত পক্ষপাতদুষ্টতা। ট্রাম্প এমন কথাও বলেছেন, ইউক্রেন নিয়ে পুতিন 'তাঁর যেমন খুশি তাই করতে পারে।' তিনি ঘোষণা করেছেন, ক্ষমতা গ্রহণের এক দিনের মধ্যে এই যুদ্ধের সমাধান করবেন। কীভাবে, তা অবশ্য খোলাসা করে বলেননি, তবে তার বিস্তর ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইউক্রেনকে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে, তিনি নিশ্চিতভাবেই অপছন্দ করেন। প্রথম দফা ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি জেলেনস্কিকে বাইডেনের বিরুদ্ধে 'ময়লা' খুঁজে বের করতে বলেছিলেন। জেলেনস্কি তা করেননি বলেই উল্টো তিনি কংগ্রেসে অভিশংসিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত হলে তিনি সুযোগ পেয়ে বদলা নেবেন।

মধ্যপ্রাচ্য

এ কথা ভাবার কারণ রয়েছে যে নির্বাচিত হলে ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসনে মার্কিন প্রশ্রয়ে ইসরায়েলি আগ্রাসন আরও বেপরোয়া হবে। তাঁর প্রথম দফায় ট্রাম্প আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব থেকে সরিয়ে জেরুজালেমে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সময় ওয়াশিংটনে পিএলওর দপ্তর বন্ধ করে দেওয়া হয় ও জাতিসংঘের ফিলিস্তিন ত্রাণ সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) চাঁদা আটকে দেওয়া হয়। ফলে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ট্রাম্পের মনোভাব মোটেই গোপন কোনো ব্যাপার নয়। ঠিক যেমন গোপন ব্যাপার নয় ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। গত সপ্তাহে তাঁদের মধ্যে টেলিফোনে কথা হয়। ট্রাম্প তাঁকে জানান, 'মধ্যপ্রাচ্যে নিজের প্রয়োজনে তোমার যা খুশি করতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই।' এর দুই দিন পরেই ইসরায়েল ইরানের একাধিক সামরিক স্থাপনার ওপর হামলা চালায়।

মিশিগানে যেসব আরব ও মুসলিম কমলা হ্যারিসকে 'শাস্তি' দেওয়ার জন্য ট্রাম্পকে ভোট দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, তাঁদের এই টেলিফোন বার্তাটি মাথায় রাখতে বলি। প্রথম দফায় নির্বাচিত হয়ে ট্রাম্পের প্রথম বড় সিদ্ধান্ত ছিল তথাকথিত 'মুসলিম ব্যান'। সন্ত্রাসী অভিযোগে তিনি সাতটি মুসলিম দেশের মানুষের যুক্তরাষ্ট্র আগমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। হ্যামট্রামিক শহরের মুসলিম মেয়র সম্প্রতি ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছেন, তিনি এ ঘোষণা মাথায় রাখলে ভালো করবেন। উল্লেখযোগ্য, এই একই শহরের সিটি কাউন্সিলে বাংলাদেশি সদস্য মোহাম্মাদ হাসান সমর্থন জানিয়েছেন কমলা হ্যারিসকে এবং তাঁর পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

চীন, ভারত, বাংলাদেশ

এশিয়ায়, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায়, মার্কিন নীতির বড় কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। ট্রাম্পের বৈদেশিক নীতির একটি প্রধান স্তম্ভই হলো চীন বিরোধিতা। তিনি নির্বাচিত হলে সেটি আরও জোরদার হবে। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, তিনি চীনা পণ্যের ওপর '১০০, ২০০, এমনকি ২০০০ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করবেন'। সত্যি এমন কিছু হলে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দেবে। কারণ আমদানি শুল্ক বাস্তবে ভোক্তাদের বহন করতে হয়, রপ্তানিকারক দেশকে নয়। তার চেয়ে বড় কথা, এর ফলে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ প্রবল আকার নেবে, যার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি বেসামাল হয়ে পড়বে।

নির্বাচিত হলে নতুন ট্রাম্প প্রশাসনের সময় ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়বে, এমন ভাবার অনেক কারণ রয়েছে। ট্রাম্প ও মোদি একে অপরের বন্ধু ও 'গুণমুগ্ধ'। ২০১৯ সালে ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর আমন্ত্রণে মোদি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন এবং দুজনে একসঙ্গে হিউস্টনে ৫০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে সভা করেছিলেন। পরের বছর মোদির আমন্ত্রণে ট্রাম্প ভারতে এলে তাঁকে নিয়ে আহমেদাবাদের মোদি স্টেডিয়ামে যে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়, তাতে দর্শকের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে সভায় ট্রাম্প মোদিকে একজন 'মহান ও দৃঢ়চেতা' রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

ট্রাম্প-মোদির ঘনিষ্ঠতা বাংলাদেশের জন্য খুব সুখবর নাও হতে পারে। ড. ইউনূস কোনো কোনো সময় ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছিলেন। ট্রাম্প সেসব মনে করে রেখেছেন কি না, তা জানার সুযোগ নেই। তবে মোদি সাহেব যদি চান, ট্রাম্পকে তা মনে করিয়ে দিতেই পারেন।

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি। ট্রাম্প বিশ্বের জন্যও হুমকি। হোয়াইট হাউসে একজন আইনভঙ্গকারী কর্তৃত্ববাদী সরকারপ্রধান যদি আরও চার বছর ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ পান, তাতে সবচেয়ে লাভ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেসব নেতার, যাঁরা ট্রাম্পের মতো একনায়ক হতে চান। মোদি তাঁদের একজন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক টিমোথি স্নাইডার মনে করিয়ে দিয়েছেন, একধাক্কায় গণতন্ত্রের মৃত্যু হয় না। এর জন্য প্রয়োজন হাজারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত ও রক্তক্ষরণ। ভয়ের কথা হলো, নির্বাচিত হলে ট্রাম্পের আরও চার বছরে এই প্রতিটি আঘাত আরও গভীর হবে।

মার্কিন নির্বাচন ২০২৪

সর্বশেষ জনমত জরিপ

(২৯ অক্টোবর)

জাতীয় গড়

কমলা হ্যারিস ৪৯%
ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৮%

দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য

কমলা	অঙ্গরাজ্য	ট্রাম্প
কমলা : ৪৮%	পেনসিলভানিয়া	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	অ্যারিজোনা	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৮%	নেভাদা	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৯%	উইসকনসিন	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	নর্থ ক্যারোলাইনা	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	মিশিগান	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	জর্জিয়া	ট্রাম্প : ৪৯%

সূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস

চালের দাম বাড়ছেই, সরকারি মজুত কমছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চালের দাম ৭ থেকে ৯ টাকা বেড়ে ৫০ টাকা ছাড়িয়ে যায়।

এদিকে খাদ্য অধিদপ্তরও বলছে, তাদের গুদামে এখন চালের মজুত ১০ লাখ টনের নিচে নেমেছে, যা গত ১৫ আগস্ট ছিল প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ টন। সরকারিভাবে বিতরণ বাড়ানোয় মজুত কমছে। যে হারে চাল বরাদ্দের পরিকল্পনা রয়েছে, তাতে আগামী বছরের জুলাই নাগাদ প্রয়োজনের তুলনায় ১১ লাখ টন চালের ঘাটতি হতে পারে। নিরাপত্তা মজুত ও সম্ভাব্য ঘাটতি বিবেচনায় ১০ লাখ টন চাল আমদানি করা দরকার। বেসরকারি খাতকেও চাল আমদানি বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বন্যার কারণে এবার চাল উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। চালের মজুত বৃদ্ধির বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক হওয়ার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়কে আমরা চিঠি দিয়েছি। আশা করছি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবে।'

চালের বাজার পরিস্থিতি

ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদনে সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (টিসিবি) উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এখন চালের দাম ৭ থেকে ১০ শতাংশ বেশি। এক মাসে বেড়েছে ২ শতাংশ পর্যন্ত।

টিসিবির হিসাবে, বাজারে এখন মোটা চালের কেজি ৫২ থেকে ৫৫ টাকা। মাঝারি চাল ৫৮-৬৩ টাকা। সরু চাল বিক্রি হচ্ছে ৭২ থেকে ৮০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহে চালের দাম বেড়েছে কেজিতে ২ থেকে ৮ টাকা। সরু চালের সর্বনিম্ন দর ৮ টাকা বেড়ে ৭২ টাকা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে টিসিবি।

টিসিবি আরও বলছে, গত ৮ আগস্ট নতুন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মোটা চালের সর্বনিম্ন দাম কেজিতে ২ টাকা, মাঝারি চাল ৪ টাকা এবং সরু চালের দাম ১২ টাকা বেড়েছে।

ঢাকায় চালের দুটি বড় পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্র বাবুবাজার-বাদামতলী ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেখানে চালের দাম বাড়তির দিকে। দুই বাজারের ব্যবসায়ীরা দুটি কারণের কথা বলেছেন : এক. ধানের দাম বেড়ে যাওয়ার কথা বলে মিলমালিকেরা চালের দাম বাড়াচ্ছেন। দুই. আমনে যে উৎপাদন কম হবে, সে খবর বাজারে আছে। এ কারণে দাম বাড়ছে।

বাদামতলীর শিল্পী রাইস এজেন্সির মালিক কাওসার রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, চালের সরবরাহ বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমদানির বিকল্প নেই।

বিশ্ববাজার পরিস্থিতি

ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদনে বিশ্ববাজারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে এক বছর আগের তুলনায় এখন চালের দাম ১১ শতাংশ কম। বিগত এক মাসে তা ৪ থেকে ৫ শতাংশ কমেছে। কিন্তু তারপরও আমদানি করতে গেলে খরচ অনেক পড়বে।

কমিশন বলছে, থাইল্যান্ডের চালের দাম পড়বে ৬৬ টাকা কেজি। এর সঙ্গে শুল্ক-কর ও অন্যান্য খরচ যোগ করলে দেশে দাম পড়বে ৯২ থেকে ৯৫ টাকা। ভারত থেকে আমদানি করতে গেলে প্রতি কেজির দাম পড়বে ৫৪ টাকা। এর সঙ্গে শুল্ক-কর ও অন্যান্য খরচ যোগ করে দাম পড়বে ৭৫ থেকে ৭৮ টাকা।

ট্যারিফ কমিশনের মত হলো, এই দামে চাল আমদানি কঠিন। শুল্ক-কর তুলে নিতে হবে।

বিটিটিসির চেয়ারম্যান মইনুল খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'চালের বাজার ঠিক রাখতে শুল্ক প্রত্যাহার করা এখন জরুরি। চাল নিয়ে করা আমাদের প্রতিবেদনে এমন পরামর্শ উঠে এসেছে।'

সরকার ২০ অক্টোবর এক দফায় চালের শুল্ক-কর সাড়ে ৬২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশে নামিয়েছে। তবে এরপরও আমদানির ঋণপত্র বাড়েনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, শুল্ক-কর কমানোর পর মাত্র ২৬ টন চাল আমদানির ঋণপত্র খোলা হয়েছে। ট্যারিফ কমিশন এখন বাকি শুল্ক-করও তুলে নেওয়ার সুপারিশ করেছে। তবে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। কমিশনের প্রতিবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) পাঠানো হয়েছে।

এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান গতকাল মঙ্গলবার মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ফলে দাম ও সরবরাহব্যবস্থা ঠিক রাখতে চাল আমদানিতে শুল্ক কমানোর নীতি-পদক্ষেপ সম্প্রতি একবার নেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে আবার নেব। বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি, শিগগির কিছু হবে।'

মজুত কম

খাদ্য মন্ত্রণালয় 'দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে প্রতিদিনের দাম, মজুত, আমদানি ও বিশ্ববাজার পরিস্থিতি তুলে ধরত। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে প্রতিবেদনটি প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। নতুন সরকার এলেও সেই প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে দেওয়া শুরু হয়নি। তবে একটি পাক্ষিক প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ করা হয়। তাতে হালনাগাদ চিত্র থাকে না। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে থাকা সর্বশেষ প্রতিবেদনটি দুই মাস আগের।

খাদ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, তারা ১০ লাখ টন মজুতের সঙ্গে আমন মৌসুমে স্থানীয় বাজার থেকে কিনে ৫ লাখ টন যোগ করবে। আগামী বোরোতে কিনবে ৬ লাখ টন। সঙ্গে বিতরণও চলতে থাকবে। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় সরকারের কাছে ১১ লাখ টন চালের ঘাটতি তৈরি হতে পারে। সংকটের সময় সরকারের গুদামে ১৫ লাখ টন চাল থাকলে মজুত নিরাপদ ধরা হয়।

খাদ্য অধিদপ্তর বলছে, বিপুল পরিমাণ চাল উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে আমদানি করা কঠিন। এ জন্য রপ্তানিকারক দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে 'জি টু জি' ভিত্তিতে (সরকারের সঙ্গে সরকারের চুক্তি) চাল আমদানির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২ লাখ টনের বেশি চাল আমদানি করেছিল। পরের বছর আমদানি হয় ১ হাজার টনের কম।

সরবরাহ বাড়াতে হবে

বাজারে চালের দাম অনেক দিন ধরেই চড়া। টিসিবির হিসাবে, ২০২০ সালের জানুয়ারিতে মোটা চালের সর্বনিম্ন দর ছিল ৩০ টাকা কেজি। তখন উৎপাদন বেশি হয়েছিল বলে দাম কম ছিল। সেটা বাড়তে বাড়তে এখন ৫০ টাকা ছাড়িয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চালের দাম কমাতে নানা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সফল হয়নি। তারা বরং সারের দাম ও ডিজেলের দাম কয়েক দফা বৃদ্ধি করে কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে।

২০০৭ ও ২০০৮ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চালের ঘাটতি তৈরি হয়েছিল। তখন সরকার প্রতি টন ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ ডলার (বর্তমান দর ৫৫০ ডলারের আশপাশে) দাম দিতে চেয়েও যথেষ্ট চাল আমদানি করতে পারেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলো*কে বলেন, চাল খুবই সংবেদনশীল পণ্য। সরকার চাইলেও অনেক সময় হুট করে আমদানি সম্ভব হয় না। বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও কারসাজি ঠেকাতে সরবরাহ বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, সরকারের উচিত এখন দরিদ্র মানুষের জন্য ভর্তুকি মূল্যে ব্যাপকভাবে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এ জন্য টাকার প্রয়োজন হলে অন্য খাতে খরচ কমাতে হবে।

চালসহ গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদনের সঠিক পরিসংখ্যানের ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেন সেলিম রায়হান। তিনি আরও বলেন, আগামী বোরো মৌসুমে যাতে ধান আবাদ বেশি হয়, সে জন্য এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।

> যে ফ্যাসিস্ট সরকার হাজার হাজার শিক্ষার্থী মেরেছে, তাদের বিচারকে সামনে রেখে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার প্রশ্নই আসে না।

আসিফ নজরুল, আইন উপদেষ্টা, জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর

সংক্ষেপে

অভ্যুত্থানে আহতদের টিউশন ফি মওকুফ

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীদের বেতন ও টিউশন ফি মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বর্তমানে এই শিক্ষার্থীরা যে শ্রেণিতে আছেন, সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়জীবন পর্যন্ত তাঁরা এ সুবিধা পাবেন। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, আহত শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে আবেদন করবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে আবেদনগুলো যাচাই করে শিক্ষার্থীদের বেতন ও টিউশন ফি মওকুফের ব্যবস্থা নেবে। সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার আরও ২৯

ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে আরও ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার রাত থেকে গতকাল মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) ও পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সোমবার রাতে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাব যৌথ অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পের একটি বাসা থেকে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় ২টি বিদেশি পিস্তল, ২০টি গুলি ও ৫টি চাপাতি উদ্ধার করা হয়। আলাদা অভিযানে পুলিশ ১৩ জনকে ও র‍্যাব ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে শনিবার রাতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মোহাম্মদপুর ও আশপাশের এলাকা থেকে ৪৫ জন গ্রেপ্তার হন। রোববার মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আরও ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যার মধ্যে যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার হন ২২ জন। সব মিলিয়ে শনিবার থেকে মোহাম্মদপুর ও আশপাশের এলাকা থেকে ১০৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কাঠঠোকরা

কীটপতঙ্গের খোঁজে কাঠঠোকরা পাখি। গতকাল বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার ফুলকোর্ট গ্রামে। ছবি : সোয়েল রানা

১৫ কোটি টাকার জাল স্ট্যাম্পসহ গ্রেপ্তার ৪

ঢাকা মহানগর ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ১৫ কোটি টাকার জাল স্ট্যাম্পসহ চারজনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। গত সোম ও গতকাল ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) তাঁদের গ্রেপ্তার করে। ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন হাজেরা বেগম, জাহাঙ্গীর আলম, মাসুদ রানা ও আলীম শেখ। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকার জাল রাজস্ব স্ট্যাম্প, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও কোর্ট ফি এবং জাল রাজস্ব স্ট্যাম্প বিক্রির ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এসব স্ট্যাম্প ৫০০, ২০০, ১০০, ৫০ ও ১০ টাকা মূল্যমানের। অভিযানে দুটি ছাপাখানার সন্ধানও পাওয়া গেছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঝুঁকি পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ শুরু হওয়ায় এ স্থান দিয়ে বেড়েছে ট্রেন চলাচল। রাজধানীর জুরাইন এলাকায় এই রেলপথ দখল করে বসে অবৈধ দোকানপাট। যেকোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। গতকাল বিকেলে। আশরাফুল আলম

আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় জোর দিচ্ছেন টুর্ক

ঢাকা সফর

জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক দুই দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন। প্রথম দিনে বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক।

- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বেশি কৌতূহলী টুর্ক।
- মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় হবে ঢাকায়।
- শান্তি রক্ষা মিশনে দেখেশুনে লোক পাঠানোর আহ্বান।

> জুলাই গণহত্যার বিষয়ে জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান কমিটি কাজ করছে। আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি। আমাদের প্রধান কার্যালয় পুরো বিষয় পর্যবেক্ষণ করছে।
>
> **ফলকার টুর্ক,** জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়াসে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারপ্রক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। ঢাকা সফরের প্রথম দিন তিনি সরকারের একাধিক উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় গুরুত্বারোপ করে সংস্কারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ফলকার টুর্ক দুই দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন। সফরের প্রথম দিনে গতকাল মঙ্গলবার তিনি আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন। পাশাপাশি তিনি দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের সঙ্গে এক মধ্যাহ্নভোজসভায় যোগ দেন। এরপর তিনি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন। বিকেলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখেন এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

আইনের শাসন ও মানবাধিকারে জোর

গতকাল সকালে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার সচিবালয়ে আইন উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করেন। বৈঠকের পর ফলকার টুর্ক সাংবাদিকদের বলেন, আইন উপদেষ্টার সঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার নিয়ে তাঁর কথা হয়েছে। দুটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্তমান সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে, এ ক্ষেত্রে মানবাধিকার যেন নিশ্চিত করা হয়।

ফলকার টুর্ক বলেন, 'জুলাই গণহত্যার বিষয়ে জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান কমিটি কাজ করছে। আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি। আমাদের প্রধান কার্যালয় পুরো বিষয় পর্যবেক্ষণ করছে।'

আসিফ নজরুল বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জাতিসংঘ তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছে। ফলকার টুর্ক সরকারের সংস্কারকাজেও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি দুটি প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন—এক. বিচার বিভাগ স্বাধীন করা; দুই. মৃত্যুদণ্ড রহিত করা।

বিচার বিভাগ সংস্কার কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি জানানো হয়েছে উল্লেখ করে আইন উপদেষ্টা বলেন, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে টুর্ক বেশি প্রশ্ন করেছেন। তিনি বলেছেন, মৃত্যুদণ্ড রহিত করার সুযোগ আছে কি না? আমরা বলেছি, বর্তমান বাস্তবতায় মৃত্যুদণ্ড রহিতের সুযোগ নেই। পেনাল কোডে (দণ্ডবিধি) মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা আছে। হুট করে এটা পরিবর্তনের সুযোগ নেই।'

যে ফ্যাসিস্ট সরকার হাজার হাজার শিক্ষার্থী মেরেছে, তাদের বিচারকে সামনে রেখে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার প্রশ্নই আসে না বলে উল্লেখ করেন আসিফ নজরুল। তিনি জানান, ফলকার টুর্ক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে খসড়া চেয়েছেন। সরকার সেটি তাদের দেবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সব ধরনের আইনি অধিকার দেওয়া হবে বলেও আলোচনায় উল্লেখ করেন আসিফ নজরুল।

ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় হবে

রাজধানীর একটি হোটেলে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজসভার পর সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ও তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার সম্মতি দিয়েছে উল্লেখ করে শারমিন মুরশিদ বলেন, 'শিগগিরই এই কার্যালয় হবে। এখানে কার্যালয় (জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ) থাকা মানে মানবাধিকারের জায়গা থেকে আমাদের শক্তি বাড়ল।'

শারমিন মুরশিদ বলেন, যে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসে, চলে যায়, তারা যদি নিজেদের অপরাধের তদন্ত করে, সে তদন্ত তো হয় না। নাগরিক সমাজ থেকে যখন তদন্ত করা হয়, অথবা সত্যটা যখন তুলে ধরা হয়, তখন তাঁদের ওপর নির্যাতন নেমে আসে এবং নানা চাপের মুখে থাকতে হয়। তিনি বলেন, 'আমরা প্রত্যেকে যাঁর যাঁর ক্ষেত্র থেকে বলেছি, চ্যালেঞ্জগুলো কী এবং তারা (জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ) কোথায় আমাদের পাশে দাঁড়াতে পারে।'

পুলিশের সংস্কারে মানবাধিকার ইস্যু

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বৈঠকে মানবাধিকার ইস্যুতে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। পুলিশের সংস্কার কার্যক্রমসহ গণ-অভ্যুত্থানের সময় ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা দিতে বলেছেন ফলকার টুর্ক।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বৈঠকে প্রতিনিধিদল জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে যাচাই-বাছাই করে পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছে। তবে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ যে ভালো করছে, সে বিষয়ে তারা প্রশংসা করেছে। পুলিশ সংস্কার কমিশনে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি যেন গুরুত্ব পায়, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারে সহিংস পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আরও কিছু রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশের কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণে আমরা চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছি।'

ঢাবিতে দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধ করতে হবে

মতবিনিময় সভা

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার : বিজ্ঞান শিক্ষার্থী-শিক্ষকের ভাবনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এ কথা উঠে আসে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পৃথিবীর আর কোনো দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতির উত্তরণ ও জাতিরাষ্ট্র গঠনে এমন ভূমিকা রাখতে পারেনি, যেমনটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) রেখেছে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়। তাই এখানে শিক্ষা ও গবেষণায় জোর দিতে হবে। এ জন্য অর্থ ও অবকাঠামোসহ পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতর শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। আর শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন করতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার : বিজ্ঞান শিক্ষার্থী-শিক্ষকের ভাবনা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় এ কথা উঠে আসে। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজ' এর উদ্যোগে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মামুন আহমেদ। তিনি একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের আদেশ (এই আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়) সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের শিক্ষক মুস্তাক ইবনে আয়ুব এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নাদরা তাবাসসুম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ও ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরে লিখিত প্রবন্ধে বলা হয়, অনেকের কাছেই এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। তর্কসাপেক্ষে বলা যায়, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কী এই পরিচয় নিয়েই এগিয়ে যাবে, নাকি একটি বিশ্ববিদ্যালয় যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়-জ্ঞানচর্চা এবং উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ, এই বিষয়গুলোর উৎকর্ষ অর্জনে মনোনিবেশ করবে?

প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নে কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করে সেসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এই বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদ, ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অনুষদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সোসাইটি, সায়েন্স সোসাইটি ও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া সুপারিশ ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রবন্ধে বলা হয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গবেষণামুখী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখতে আগ্রহী। কেবল প্রায়োগিক গবেষণা নয়, মৌলিক গবেষণা উৎসাহিত করার উদ্যোগ এবং বৈজ্ঞানিক অবকাঠামো উন্নত করতে হবে। শিক্ষক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের মতামতের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি ও আধিপত্য বিস্তারকারী আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন মতপ্রকাশ ও গণতন্ত্রের চর্চায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় উল্লেখ করে প্রবন্ধে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পর্যায়ে এ রকম রাজনৈতিক কার্যক্রম সংস্কার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য ডাকসু নির্বাচন নিয়মিত করতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ছাড়া শিক্ষার্থীদের অন্য সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার জন্য শিক্ষার্থীরা প্রস্তাব করছেন। এ ছাড়া শিক্ষক সমিতি, সিনেট, সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে শিক্ষকদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি প্যানেল নিষিদ্ধ করতে হবে।

সভা প্রধানের বক্তব্যে অধ্যাপক সংগীতা আহমেদ মতবিনিময় সভায় উঠে আসা আলোচনার সারমর্ম তুলে ধরেন। সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগে নিজেদের সংস্কার করতে হবে, তারপর শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়, দেশ। কাজেই সংস্কার শুরু করতে হবে নিজের ভেতর থেকেই।

সঞ্চালকের বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস ক্লাস চলাকালীন শিক্ষকদের মুঠোফোন আনা বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন।

কার্জন হল এলাকায় খাবারের ব্যবস্থা না থাকার (আবাসিক হল ছাড়া) সমস্যার কথা তুলে ধরেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র এবং প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী উমামা ফাতেমা। এ জন্য কার্জন হল এলাকার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো ক্যানটিনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মত দেন কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী আহাদ বিন ইসলাম।

বেলা পৌনে তিনটায় শুরু হওয়া এই মতবিনিময় সভা চলে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা পর্যন্ত। এতে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক কাজী মতিন উদ্দীন আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক উপমা কবির, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক সুমাইয়া মামুন প্রমুখ। এ ছাড়াও মুক্ত আলোচনায় বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।

কুয়াশা কার্তিকের মাঝামাঝিতে শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে কুয়াশায় ছেয়ে গেছে চারদিক। গতকাল সকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সাতকানিয়ার পাঠানীপুলে। ছবি : মামুন মুহাম্মদ

পঞ্চদশ সংশোধনী মামলায় যুক্ত হলো বিএনপি ও জামায়াত

রুল শুনানি আজ

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপের পাশাপাশি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে করা রিটে যুক্ত হয়েছে বিএনপি। এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া রুল সমর্থন করে আদালতকে সহায়তা করতে (ইন্টারভেনার হিসেবে) দলটির পক্ষ থেকে করা আবেদন মঞ্জুর করেছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। পঞ্চদশ সংশোধনী প্রশ্নে রুল এই বেঞ্চে শুনানির জন্য আজ বুধবার দিন ধার্য রয়েছে।

এর আগে ওই রুল সমর্থন করে ইন্টারভেনার হিসেবে যুক্ত হতে অনুমতি চেয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার গত সপ্তাহে হাইকোর্টে একটি আবেদন করেন। এই আবেদন গত সপ্তাহে আদালত মঞ্জুর করেছেন বলে জানিয়েছেন আবেদনকারীর আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।

পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের বৈধতা নিয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তির করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত ১৯ আগস্ট হাইকোর্ট রুল দেন। রুলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। এই রুল সমর্থন করে ইন্টারভেনার হতে অনুমতি চেয়ে বিএনপির পক্ষে দলটির মহাসচিব সোমবার হাইকোর্টে আবেদন করেন। আবেদনটি দায়ের করেন আইনজীবী ফারজানা শারমিন। এই আবেদন মঞ্জুর করে গতকাল আদেশ দেন আদালত।

আবেদনের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও এম বদরুদ্দোজা এবং আইনজীবী ফারজানা শারমিন ও আনিসুর রহমান রায়হান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান।

রিট আবেদনকারীপক্ষ (পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি) রুল শুনানির জন্য বিষয়টি ২০ অক্টোবর হাইকোর্টের ওই বেঞ্চে উপস্থাপন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২১ অক্টোবর রিটটি আদালতের কার্যতালিকায় ওঠে। সেদিন আদালত রুল শুনানির জন্য ৩০ অক্টোবর দিন ধার্য করেন।

পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে নতুন রুল

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১১ সালে সংবিধানের ওই সংশোধনী আনা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২০১১ সালের ৩ জুলাই এ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের অন্তত ১৬টি ধারার বৈধতা নিয়ে নওগাঁর রানীনগরের নারায়ণপাড়ার বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোফাজ্জল হোসেন আবেদনকারী হয়ে গত সপ্তাহে একটি রিট করেন। এই রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের ওই বেঞ্চে গতকাল রুল দেন। রুলে আইনের ওই ধারাগুলো কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফিদা এম কামাল এবং এ এস এম শাহরিয়ার কবির। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান শুনানিতে অংশ নেন।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপের পাশাপাশি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়। অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে দোষী করে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধানও যুক্ত করা হয়। আগে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনে নির্বাচন করার বিধান থাকলেও ওই সংশোধনীতে পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার বিষয়টি সংযোজন করা হয়।

কক্সবাজার থেকে ভাসানচরে গেল আরও ৫০৬ রোহিঙ্গা

এ নিয়ে ২৪ ধাপে ভাসানচরে ৩৭ হাজার রোহিঙ্গাকে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানে ১ লাখ রোহিঙ্গাকে নেওয়ার কথা রয়েছে।

প্রতিনিধি, *টেকনাফ, কক্সবাজার*

কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন আশ্রয়শিবির থেকে আরও ৫০৬ রোহিঙ্গাকে নোয়াখালীর ভাসানচরে পাঠানো হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে নৌবাহিনীর পাঁচটি জাহাজে করে তাঁদের ভাসানচরের উদ্দেশে নেওয়া হয়। বিকেলে তাঁরা সেখানে পৌঁছান।

এ নিয়ে ভাসানচরে ৩৭ হাজার রোহিঙ্গাকে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানান, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। সেখানকার ১২০টি গুচ্ছগ্রামে ১ লাখ রোহিঙ্গাকে নেওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে সোমবার বিকেলে কক্সবাজারের উখিয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে জড়ো হন ভাসানচর যেতে আগ্রহী ৫০৬ জন রোহিঙ্গা। ভাসানচর থেকে উখিয়া-টেকনাফে স্বজনদের কাছে বেড়াতে আসা আরও ৩৯৫ জন রোহিঙ্গা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। এসব ব্যক্তি ও তাঁদের মালামাল নিয়ে রাতে পতেঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে ১৯টি বাস ও ৪টি কাভার্ড ভ্যান।

আরআরআরসি কার্যালয়ের তথ্যমতে, ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের পাঠানোর এটি ২৪তম ধাপ। ২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রথম দফায় রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে পাঠানো হয়েছিল। আরআরআরসি কার্যালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা নয়ন বলেন, সাড়ে আট মাস পর রোহিঙ্গাদের এ দলটি ভাসানচরে গেল।

নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৩ হাজার ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ভাসানচরে ১৩ হাজার একর আয়তনের ওপর ওই আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

নোয়াখালীর ভাসানচরে পৌঁছানোর পর নৌবাহিনীর জাহাজ থেকে রোহিঙ্গাদের নামানো হচ্ছে। গতকাল বিকেলে। ছবি : সংগৃহীত

স্ত্রী ও পাঁচ ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভাসানচরের উদ্দেশে যাওয়া আলী আহমদ নামের এক রোহিঙ্গা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এখানে (উখিয়ায়) অনেক সমস্যা। সন্ত্রাসীরা যখন-তখন ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণ লেগেই আছে। বর্ষায় পাহাড়ধসের ঝুঁকি নিয়ে ঝুপড়িতে থাকতে হয়। তাই স্বেচ্ছায় ভাসানচরে যাচ্ছি।'

পরিবারের ১৩ সদস্য নিয়ে জামতলী রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির থেকে ভাসানচরে যাওয়া নবী হোসেন বলেন, 'পরিবারের সদস্যসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এখানে খুব কষ্ট হয়। ভাসানচরে থাকা রোহিঙ্গারা বেশি রেশন পায়। তাই সেখানে চলে যাচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, বর্তমানে রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেখানেও ফিরে যাওয়ার কোনো পথ দেখছেন না তিনি। তাই ভাসানচরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তাঁর।

লাঠি হাতে মেডিকেল কলেজের ক্লাসে ঢুকে পড়া যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, *কিশোরগঞ্জ*

জুবায়ের আলী

ঢাকায় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের শ্রেণিকক্ষে লাঠি হাতে ঢুকে পড়া যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার সন্ধ্যায় কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার গাইটাল পাক্কার মাথা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জুবায়ের আলী নামের ওই যুবকের বাড়ি ওই এলাকায়।

কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সোমবার রাতে ওই যুবককে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাছে হস্তান্তর করা হয়।

গত রোববার সকালে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ক্লাস চলাকালে লাঠি হাতে এক যুবক ঢুকে পড়েন। তিনি লাঠি দিয়ে মেঝেতে আঘাত করছিলেন আর চিৎকার করছিলেন। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ওই ঘটনার পরই ঢাকা থেকে গ্রেপ্তারের নির্দেশনা আসে। ভিডিও ফুটেজ দেখে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

জুবায়ের আলী কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার গাইটাল পাক্কার মাথা এলাকার সুলতান মিয়ার ছেলে। জুবায়েরের মা সুফিয়া আক্তার বলেন, নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় হঠাৎ একদিন তাঁর ছেলে ঘুম থেকে এক মেয়ের নাম বলে চিৎকার করে ওঠে। এর পর থেকেই সমস্যা। তবে ওই মেয়েকে তাঁরা কখনো দেখেননি। প্রায় ১০ বছর ধরে ছেলেকে নিয়ে ভুগছে পরিবার। জুবায়ের যখন পাগলামি করেন, তখন তাঁকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়।

করোনা শনাক্ত ২ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি, ঢাকা

জুলাই হত্যাকাণ্ডের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিনেট ভবনে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। কয়েকজন শিক্ষার্থী অভ্যুত্থানে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। ফলকার টুর্ক কিছু প্রশ্নের উত্তরও দেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউল্যাবের শিক্ষার্থী শ্যামলী সুলতানা ফলকার টুর্ককে বলেন, 'আমাদের জুলাই বিপ্লবে হাজারো বেসামরিক মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন, সাধারণ জনগণের ওপর নির্বিচার নিপীড়ন করা হয়েছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের আমলে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ও গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে জনগণের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে সব মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার দাবি করছি।' কোটা সংস্কার থেকে সরকার পতনের আন্দোলনে নারীদের আত্মত্যাগের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

জুলাই অভ্যুত্থানে নিজের অভিজ্ঞতা এবং গত ১৫ বছর শিক্ষার্থীদের ওপর ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা রেজোয়ান আহমেদ রিফাত। তিনি বলেন, 'আমি এই অপরাধীদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার চাই।' ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ফ্যাসিবাদে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংহতির আহ্বান জানান তিনি।

২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের ঘটনাকে 'গণহত্যা' উল্লেখ করে এ বিষয়ে ফলকার টুর্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আশরাফ মাহদী।

পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। জুলাই হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ ইবনে হানিফ প্রশ্ন করেন, এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘ কী ব্যবস্থা নেবে? আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্রদের আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।

১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে ছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা ও শ্লীলতাহানির ঘটনার বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে, সে প্রশ্ন করেন বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী সিনথিয়া জাহান আয়েশা। তাঁর আরও প্রশ্ন ছিল, ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে। মিয়ানমারে গণহত্যা থেকে বাঁচতে কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে পাঠাতে কমিশন কী ভূমিকা রাখছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী বৈষম্য ও প্রান্তিকীকরণের শিকার হচ্ছে উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চংগ্যা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিরসনে জাতিসংঘের কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

ফলকার টুর্ক বলেন, 'সারা বিশ্বে দলীয় রাজনীতি সংকটে আছে। কেউ কেউ বলে থাকেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানবাধিকারও সংকটে আছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, সংকটে আছে মূলত মানবাধিকারের বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব।'

ফলকার টুর্ক বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁরা একটা তথ্যানুসন্ধান মিশন পাঠিয়েছেন। এই মিশন গত কয়েক মাসের ঘটনা খতিয়ে দেখবে। এখনো এ নিয়ে কাজ চলছে। এ ক্ষেত্রে বিচারের পাশাপাশি পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী ও বিচার বিভাগের সংস্কারেরও বিষয় রয়েছে।

সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের জন্য বিশেষ সুরক্ষার কথা উল্লেখ করেন ফলকার টুর্ক। ফিলিস্তিনের গাজার বিষয়ে তিনি বলেন, 'গাজা আমাদের একটি বড় উদ্বেগের জায়গা। কিছু সিদ্ধান্তে আমরাও মাঝেমধ্যে আশাহত হয়ে পড়ি।'

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান, জাতিসংঘের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য দেন। আয়োজনের শুরুতে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সব দল নিয়ে কাউন্সিল গঠনের পরামর্শ দেবেন ছাত্রনেতারা

রাষ্ট্রপতির অপসারণ দাবি

গতকাল বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণের দাবি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা গুছিয়ে এনেছেন ছাত্রনেতারা। সর্বশেষ গতকাল মঙ্গলবার বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা সরকারের কাছে সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠনের পরামর্শ দেবে। সেখানে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কে কোন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি হবেন, তা তাঁরাই আলোচনা করে নির্ধারণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির অপসারণসহ পাঁচ দফা দাবি নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা ছয় দিনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ছয়টি দল ও তিনটি জোটের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। গতকাল দুপুরে বাম জোটের সঙ্গে বৈঠক শেষে নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'এই কয়েক দিনের আলোচনায় আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হচ্ছে এই রাষ্ট্রপতিকে যেতেই হবে। রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনাটা ওইভাবে করেনি বা নিজেদের মধ্যে সক্রিয়তার অভাব দেখেছি আমরা।'

এ প্রসঙ্গে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমরা উদ্যোগটা নেওয়ার পর তাদের মধ্যে ওই বোঝাপড়াটা এসেছে, সচেতনতাটা এসেছে এবং তাদের যে ঐকমত্য হওয়া প্রয়োজন, সেটা তারা অনুধাবন করেছে। তাদের মধ্যে যে বিক্রিয়াটা করা, সেটা আমরা করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি। তাঁরা বলেছেন, দলীয় ফোরামসহ বিভিন্ন জায়গায় আলোচনার মাধ্যমে এর একটা সমাধান করবেন এবং এটার সমাধান হবেই।'

রাষ্ট্রপতি পদে কাউকে চিন্তা করেছেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'আমাদের কোনো প্রস্তাব নেই। দেশের সব রাজনৈতিক দল ও অংশীজনেরা বসে ঠিক করুক। তারা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করুক। আমরাও সেই আলোচনায় অংশ নেব। কিন্তু ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার অংশ হওয়া যাবে না, এটা হচ্ছে আমাদের মূল কনসার্ন (উদ্বেগ)।'

ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ছাত্রদের দাবি উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'আমরা বলিনি যে বিলোপ করে আমরাই কাউকে নিয়োগ দেব। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, সজ্জন কোনো ব্যক্তিকে আপনারা রাখবেন। আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব দেব, সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে একটা কাউন্সিল হোক। সেখানে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কে কোন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি হবেন, তা তারাই আলোচনা করে নির্ধারণ করুক।'

আলোচনা চায় বাম জোট

বৈঠক শেষে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদের (মার্ক্সবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা বলেন, 'আমরা বলেছি, রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনার ব্যাপারেও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একমত হয়ে পরবর্তী কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা দরকার। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের ব্যাপারে আমাদের নৈতিক আপত্তি নেই বলে আমরা জানিয়েছি। কিন্তু এটার প্রক্রিয়া কী হবে, সাংবিধানিক ভিত্তি কতটুকু আছে—এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন আছে।'

বৈঠকে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গও এসেছে বলে জানান বাম জোটের সমন্বয়ক। তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের ঘোষণার বিষয়ে আমরা বলেছি, এই অভ্যুত্থানের মূল স্পিরিটকে আমাদের ধারণ করা উচিত। সেটা হচ্ছে আমরা একটা বৈষম্যহীন বাংলাদেশ চাই। এটাকে স্পিরিট হিসেবে নিয়ে ফ্যাসিবাদ থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের লড়াইকে আমরা মূল জায়গা মনে করি।'

ইসি গঠনে অনুসন্ধান কমিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান।

এ প্রসঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেছেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যাত্রা শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠনে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সই হওয়ার পরই শিগগির এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন হয়ে যাবে।

আইন উপদেষ্টা বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন রয়েছে। বিগত নির্বাচনগুলোই ছিল ভুয়া। এবার ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হবে। একটি স্বচ্ছ ভোটার তালিকা করা হবে। অন্তর্বর্তী সরকার একটি সুন্দর নির্বাচন দেবে।

নির্বাচন দিতে কত সময় লাগবে, তা অনেকগুলো 'ফ্যাক্টরের'(বিষয়ের) ওপর নির্ভর করবে বলে মন্তব্য করেন আইন উপদেষ্টা।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। তার পরদিন দ্বাদশ

আইনানুযায়ী অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ দেওয়ার কথা।

জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এরপর ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অনেকেই পদত্যাগ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ৫ সেপ্টেম্বর কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন ইসিও পদত্যাগ করে। এই কমিশন শপথ নিয়েছিল ২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনে নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে অনুসন্ধান কমিটি গঠনের কথা বলা আছে। এতে বলা হয়েছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ছয় সদস্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করবেন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে থাকবেন প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক (তিনি হবেন কমিটির সভাপতি), প্রধান বিচারপতি মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারক, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান এবং রাষ্ট্রপতি মনোনীত দুজন বিশিষ্ট নাগরিক, যাঁদের একজন হবেন নারী।

আইনানুযায়ী অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ দেওয়ার কথা।

আরও একবার সেই উৎসবের আশা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুই বছর আগে যে মুকুট অন্য উচ্চতায় তুলেছিল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে, আজ তা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ পেরোনোর পরীক্ষাই আজ সপ্তম নারী সাফের ফাইনালে দিতে হবে বাংলাদেশকে। দুই বছর আগে দশরথ রঙ্গশালার গ্যালারিভর্তি প্রায় ২০ হাজার দর্শককে থামাতে পেরেছিলেন কৃষ্ণা-শামসুন্নাহাররা। আজও কী পারবেন? উত্তর মিলবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় শুরু ম্যাচ শেষে।

কাঠমান্ডুর বিপণিবিতানগুলোয় এখন বেজায় ভিড়। আগামী শুক্র থেকে রোববার এখানে দীপাবলি, যা স্থানীয় ভাষায় তিহার উৎসব। সেই উৎসবের পালে আগাম হাওয়া লেগেছে রাজধানীর হৃৎপিণ্ডে থাকা বসন্তপুর দরবার স্কয়ারে। উৎসবটা এবার কয়েক গুণ বেড়ে যেতে পারে নেপাল আজ প্রথমবার সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলে। সেই ট্রফির ছোঁয়া পেতে উদ্‌গ্রীব কাঠমান্ডুর অলিগলি, হোটেল, রেস্তোরাঁসহ সর্বত্র।

স্বাগতিক নেপাল দুরন্ত ছন্দে। সেমিফাইনালে ১০ জন নিয়েও টুর্নামেন্টে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিপক্ষে গোল করে ম্যাচে ফিরে জিতেছে টাইব্রেকারে। সমতাসূচক গোলদাতা এই মুহূর্তে নেপালের গোটা ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে বড় তারকা সাবিত্রা ভান্ডারি খেলেন ফরাসি ক্লাবে। তিনিই ফাইনালে বড় বড় হুমকি। হুমকি ছিলেন আরেকজন। আরব আমিরাতের ক্লাবে খেলা রেখা পৌডেল। টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭ গোল করা রেখা সেমিতে লাল কার্ড দেখায় ফাইনালে থাকছেন না।

রেখার না থাকা বাংলাদেশ দলের জন্য কিছুটা তো স্বস্তিরই। আর অস্বস্তি-কাঁটা নিঃসন্দেহে স্বাগতিক হিসেবে পাওয়া নেপালের বাড়তি সুবিধা। বাংলাদেশ দল অবশ্য জানে কীভাবে স্বাগতিকদের থামাতে হয়। দশরথ রঙ্গশালায় গতকাল দুপুরে ফাইনাল-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে তাই খুব আত্মবিশ্বাসী লাগল বাংলাদেশ অধিনায়ক সাবিনা খাতুনকে, 'আমাদের জন্য এটা অবশ্যই চ্যালেঞ্জও। তবে চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি আমরা। ভালো খেলেই ফাইনালটা জিততে চাই।'

২০১০ সালের ২৯ জানুয়ারি এসএ গেমসে নেপালের সঙ্গে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশ নারী দলের। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে বাংলাদেশের হারে ১-০ গোলে। সেই থেকে টানা সাত ম্যাচ এবং প্রায় ১১ বছর নেপাল ছিল বাংলাদেশের কাছে অজেয়। অষ্টম ম্যাচে এসে নেপাল মাথা নোয়ায় বাংলাদেশের কাছে, সেটা ওই সর্বশেষ সাফের ফাইনালে। এখন পর্যন্ত নেপালের সঙ্গে ১২ ম্যাচে ওই একটাই জয় বাংলাদেশের। ৬ হারের সঙ্গে আছে ৫টি ড্র, যার তিনটিই সর্বশেষ তিন ম্যাচে।

প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী, আজ নির্ধারিত ৯০ মিনিট ড্র থাকলে সরাসরি টাইব্রেকার। ভারতের বিপক্ষে নেপালের ফুটবলাররা টাইব্রেকারে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এ কারণেই কি না, ডিফেন্ডার শিউলি আজিম কাল অনুশীলনের এক ফাঁকে বলছিলেন, 'আমরা চাই ৯০ মিনিটেই ফল। টাইব্রেকার চাই না।' কিন্তু টাইব্রেকার হলে প্রস্তুতি তো রাখতে হবে। সেই অনুশীলনও অনেকটা সময় নিয়ে করিয়েছেন কোচ পিটার বাটলার। তাঁর কথা, 'জয় দিয়েই শেষ করতে চাই। তবে নেপাল যেভাবে খেলছে, তাদের দলীয় ঐক্য বিশেষভাবে চোখ কাড়ে। প্রতিপক্ষকে আমরা সম্মান করি।'

বাংলাদেশ দলের সংবাদ সম্মেলন শেষে দশরথের মাঠেই দুই কোচ ও অধিনায়ক ট্রফি নিয়ে অফিশিয়াল ফটোসেশন করেছেন। সেই পর্ব শেষে সংবাদ সম্মেলনে নেপালের অধিনায়ক ও গোলকিপার অঞ্জিলা তুম্বোপো সুব্বা আজকের ফাইনালকে নেপালের জন্য 'প্রতিশোধের ম্যাচ' বলতে চাননি কিছুতেই। তবে এটুকু বলেছেন, 'আমরা সাফের ৫টি ফাইনালে হেরেছি আগে। এটা আমাদের অনেক বড় দুঃখ। আশা করি সেই দুঃখ এবার ঘুচবে এবার।'

নেপালের কোচ রাজেন্দ্রা তামাং অবশ্য বাংলাদেশকে নিয়ে বেশ সতর্ক, 'ইংলিশ কোচের অধীন বাংলাদেশ শক্তিশালী দল। তাদের খেলার স্টাইল ইংলিশদের মতোই। যদিও সমর্থকদের পাশে পাওয়ার সুবিধাটা আমরা পাব। কিন্তু টেকনিক্যালি ও ট্যাকটিক্যালি এগিয়ে থাকা বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতেই হবে।'

রাজেন্দ্রা জানেন, কাঠমান্ডু বাংলাদেশের জন্য সৌভাগ্যের শহর। এই শহরেই বাংলাদেশের ফুটবলে এসেছে অন্যতম দুটি বড় সাফল্য। দশরথ রঙ্গশালায় ২০২২ নারী সাফ জেতার আগে ১৯৯৯ সালে সাফ গেমস ফুটবলে বাংলাদেশের সোনা জেতার কথাও তাঁর অজানা নয়।

বাংলাদেশকে নিয়ে তাই সতর্ক থাকতেই হচ্ছে নেপালকে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সমাবেশের অধিকার থাকা উচিত : মিলার

প্রথম আলো ডেস্ক

ম্যাথিউ মিলার

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সমাবেশ করার অধিকারসহ মৌলিক অধিকারগুলো চর্চার সুযোগ থাকা উচিত বলে মনে করেন তাঁরা।

গত সোমবার পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ম্যাথিউ মিলার। সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, সাম্প্রতিক খবরে দেখা গেছে, বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িতদের সন্ত্রাসবাদবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এই ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মতপ্রকাশের ওপর এর প্রভাবকে কীভাবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র?

জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সমাবেশ করার অধিকারসহ মৌলিক অধিকারসমূহ চর্চার সুযোগ থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কে ক্ষমতায় আছে, তা কোনো বিষয় নয়। এই পোডিয়াম থেকে এবং (বাংলাদেশের সঙ্গে) দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় আমরা বারবার এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছি।'

রাজশাহীর সারদায় প্রশিক্ষণরত আড়াই শতাধিক উপপরিদর্শককে (এসআই) চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গও উঠে আসে প্রশ্নোত্তরে। সাংবাদিক প্রশ্নে বলেন, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের বিষয়ে (মার্কিন) পররাষ্ট্র দপ্তরের কি কোনো প্রতিক্রিয়া আছে?

এ প্রশ্নের জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশে বা বিশ্বের যেকোনো জায়গায় সব ধরনের ধর্মীয় বৈষম্যের বিপক্ষে আমরা।'

> গণ-অভ্যুত্থানের বিজয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারচর্চার একটা পরিসর তৈরি হয়েছে।
>
> **ফয়জুল হাকিম**
> সাধারণ সম্পাদক
> জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

সাক্ষাৎকার

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন কমিশন নিয়ে *প্রথম আলো*র সঙ্গে কথা বলেছেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক **ফয়জুল হাকিম** ও এবি পার্টির সদস্যসচিব **মজিবুর রহমান মঞ্জু**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সোহরাব হাসান** ও **রাফসান গালিব**।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সংবিধান নাকচ হয়েছে

প্রথম আলো : জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসকের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলো। এই সরকারের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কী?
ফয়জুল হাকিম : আমরা মনে করি, অভ্যুত্থানটি শেষ হয়ে যায়নি। এটি চলমান। জনগণ নজর রাখছে অন্তর্বর্তী সরকার কী করছে, অন্তর্বর্তী সরকার আগের কালো আইনগুলো বাতিল করছে কি না, গণহত্যাকারীদের বিচার হচ্ছে কি না, লুটেরাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হচ্ছে কি না ইত্যাদির ওপর। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে যে ভারতীয় আধিপত্য শক্তির প্রভাব, সেটা হ্রাস পাচ্ছে কি না, তা-ও জনগণ দেখতে চাইবে।

প্রথম আলো : গত দুই মাসে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছেন কি?
ফয়জুল হাকিম : অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলো আদালতের অনুমোদন নিয়ে। অর্থাৎ পুরোনো ধারাতেই তারা চলল। এখন পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পূর্ণাঙ্গ তালিকাই হলো না। আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে গিয়েছি। তারা জানিয়েছে, সরকারের কোনো লোক তাদের কাছে যাননি, খোঁজখবর নেননি। আশা করব, সরকার অবিলম্বে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করবে। একই সঙ্গে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

এটা খুবই হতাশাজনক যে আহত ব্যক্তিদের অনেকে চিকিৎসা পাচ্ছেন না। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার পাশাপাশি নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে পুনর্বাসন করাও সরকারের দায়িত্ব। শ্রমিকেরা বহু বছর ধরেই বঞ্চিত ছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকার তাঁদের ১৮ দফা দাবি মেনে নিয়েছে। তবে মালিকেরা সেটি বাস্তবায়ন করছেন কি না, সে বিষয়ে নজরদারি কম।

প্রথম আলো : গণতান্ত্রিক ধারায় দেশকে নিয়ে যেতে সরকার ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। আপনাদের পর্যবেক্ষণ কী?
ফয়জুল হাকিম : ৫৩ বছর ধরে বাংলাদেশে শাসকশ্রেণি যেভাবে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করেছে, যেভাবে নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে, জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ ও অবাধ লুণ্ঠনের

ফয়জুল হাকিম

রাজত্ব কায়েম করেছে, এসবের আমূল পরিবর্তন সংস্কারের মাধ্যমে সম্ভব বলে মনে করি না। তারপরও অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত কমিশনগুলো কী প্রস্তাব দেয়, তা দেখার অপেক্ষায় আছি। সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থান কেবল সাবেক স্বৈরাচারকে উচ্ছেদ করেনি, বিদ্যমান সংবিধানকেও নাকচ করেছে। আমাদের দাবি, নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করতে হবে।

প্রথম আলো : তাহলে সংস্কার কমিশনগুলোর কাজ কী হবে?
ফয়জুল হাকিম : তারা যেকোনো বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে। মূল কাজটা করবে জনগণের নির্বাচিত সংবিধান সভা। সংবিধান সংস্কারের এখতিয়ার কোনো কমিশন বা অনির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের থাকার কথা নয়। আমরা মনে করি, গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, সেটি নির্বাচনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য গণবিপ্লব জরুরি।

প্রথম আলো : সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক চলছে। আপনাদের অবস্থান কী?
ফয়জুল হাকিম : অন্তর্বর্তী সরকার যেহেতু কোনো বিপ্লবী পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে না, সেহেতু নির্বাচন ও সংস্কারকাজ একসঙ্গে চলতে পারে। নির্বাচন দেরি হলে নানা সমস্যা তৈরি হবে। আমাদের প্রথম প্রশ্ন, অন্তর্বর্তী সরকার ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার অবসানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার আসবে, তারা বৈষম্যের বিলোপ চায় কি না? কৃষক-শ্রমিকসহ প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা যেমন বর্তমান সংবিধানে নেই, তেমনি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকারও স্বীকৃত নয়। আগামী দিনে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁরা যদি এসব বিষয়ে মৌলিক সংস্কার না করেন, মানুষ আবার রাস্তায় নামতে বাধ্য হবেন।

প্রথম আলো : সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানের পর স্বৈরাচারী শাসকের পতন হয়েছে, এটা আশার দিক। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে—যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মানুষের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রচার ইত্যাদি।
ফয়জুল হাকিম : গণ-অভ্যুত্থানের বিজয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারচর্চার একটা পরিসর তৈরি হয়েছে। এ সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিজেদের চিন্তা সমাজে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে পতিত স্বৈরাচারের দোসররা নানা রকম চক্রান্ত করছে।

প্রথম আলো : সমাজ ও রাষ্ট্রে যে বৈষম্য আছে, এসব সংস্কারে তার কতটা অবসান হবে বলে মনে করেন? আপনারা সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশনে কোনো প্রস্তাব পাঠাবেন কি?
ফয়জুল হাকিম : বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুটিকয় মানুষের হাতে ব্যাপক ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত। অন্যদিকে সমাজের বৃহত্তর অংশ বঞ্চিত। এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করে শ্রমিক ও কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে আমরা জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের পক্ষে ১০ দফা জরুরি দাবি পেশ করেছিলাম। এতে নতুন সংবিধানের জন্য নতুন সংবিধান সভার প্রয়োজনীয়তার কথা আছে। আমরা কমিশনে আলাদা করে প্রস্তাব পাঠাব না। জনগণের কাছে আমাদের আহ্বান ও প্রস্তাব নিয়ে যাব।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা উচিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে

প্রথম আলো : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটল। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিল। কী পরিবর্তন লক্ষ করছেন?
মজিবুর রহমান মঞ্জু : বড় একটি বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতন হলো। এখন আমরা আশা করছি, একটি পরিবর্তন আসবে। ড. ইউনূসের কাছে প্রত্যাশা, তিনি ধীরে ধীরে আমাদের বড় পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাবেন। ফ্যাসিবাদী সরকার বিদায় নিলেও ফ্যাসিবাদী কাঠামো ও আবহ এখনো বিরাজমান। সেটি তাঁর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। অনেকের মতে, তাঁর টিমটি আরও শক্তিশালী হওয়ার দরকার ছিল। আশা করব, তিনি তাঁর টিমটি আরও গুছিয়ে নেবেন, আরও বিশেষজ্ঞ মানুষের সহযোগিতা নেবেন।

প্রথম আলো : রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে অনেকগুলো কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী?
মজিবুর রহমান : কমিশনগুলোর কার্যক্রম কিছুটা ধীরগতির মনে হচ্ছে। সবার আগে সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাজটি শেষ হওয়া দরকার। কারণ, সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করবে বাকি বিষয়ের সংস্কারগুলো। সংবিধানে যদি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ রাখা হয়; রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রাখা হয়; টানা দুই মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী থাকা যাবে কি না; নির্বাচনপদ্ধতি কী রকম হবে—সেই আলোকে কিন্তু নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক করা হবে।

প্রথম আলো : সংবিধান সংশোধন, নাকি পুনর্লিখন—কোনটির পক্ষে আপনারা?
মজিবুর রহমান : সংবিধান এমন একটি জিনিস, চাইলে পুরোপুরি ছুড়ে ফেলা যায় না। সংবিধানে অনেক ভালো দিকও আছে। নতুন করে লিখলেও দেখা যাবে আগের অনেক কিছু সেখানে থেকে যাবে। তবে আমরা চাই সংবিধানের ভাষাটা সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য হোক। নিঃসন্দেহে কাঠামোগতভাবে অনেক কিছু পরিবর্তন হবে। কিন্তু সংবিধানের সবকিছু তো আমরা মানি না। আমাদের মানার সংস্কৃতিটা চালু করতে হবে।

মজিবুর রহমান মঞ্জু

প্রথম আলো : নির্বাচনপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত? কত দিনের মধ্যে নির্বাচন চান?
মজিবুর রহমান : এখানে বিবেচনায় রাখা উচিত রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য এবং দেশটাকে গণতান্ত্রিক ভিতের ওপর দাঁড় করানোর জন্য কোনটা উপযোগী, সেটি। আনুপাতিক নির্বাচনপদ্ধতিটা বিভিন্ন উন্নত দেশে চালু আছে। আমাদের দেশেও এটি চালুর পক্ষে আমরা। তবে তার আগে প্রয়োজন সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য।

আমরা সরকারকে বলেছি, দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে নির্বাচন দেওয়া উচিত। কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ ছিল তিন মাস। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঠিক থাকলে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব। বিগত অভিজ্ঞতা সেটিই বলে। কিন্তু এখানে অনেক কিছু সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কমিশনের সুপারিশ, আইনশৃঙ্খলা ঠিক করা, সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা—এসবের জন্য সরকার এক থেকে দেড় বছর সময় নিলেই যথেষ্ট। এরপরে তিন মাসের মধ্যে চাইলে নির্বাচন করা যায়।

প্রথম আলো : বিএনপি ও জামায়াত অন্য দলগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা তৎপরতা চালাচ্ছে। আপনারা কোন দিকে আছেন?
মজিবুর রহমান : শুরু থেকেই আমরা কোনো জোটের সঙ্গে ছিলাম না, এখনো নেই। তবে সব দলের সঙ্গে অর্থাৎ বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতা, গণতন্ত্র মঞ্চসহ অন্যান্য বাম দল ও ইসলামি দলের সঙ্গে আমাদের মতবিনিময় হয়েছে। তবে শুধু জামায়াত ছাড়া, কারণ দলটি আমাদের সম্পর্কে শুরু থেকে নানা প্রকার অপপ্রচার চালিয়েছে, হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। সে জন্য তাদের সঙ্গে আমাদের একটা রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তারা ছাড়া বাকিদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে।

প্রথম আলো : আপনিসহ আপনার দলের অনেকে জামায়াত-শিবিরের নেতা ছিলেন। কিন্তু আলাদা দল গঠনের প্রয়োজন মনে করলেন কেন?
মজিবুর রহমান : শরিয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত জামায়াতে ইসলামীতে অন্য ধর্মের মানুষ, যারা এ দেশের নাগরিক, তাদের দলটিতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ কম। সব ধরনের মানুষের অন্তর্ভুক্তি না থাকলে কোনো দলের পক্ষে সব মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা বা শাসন করার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমরা মনে করেছি মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা নিয়ে জামায়াতের সুস্পষ্ট অবস্থান পরিষ্কার করা দরকার।

তৃতীয়ত, জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামোগুলো বেশ পুরোনো, আমরা সেখানে সংস্কার আনার কথা বলেছিলাম। দলের নেতা হিসেবে এসব দাবি করাটা আমাদের অধিকার ছিল। কিন্তু সেখানে আমাদের দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দেওয়া হয়। একটা পর্যায়ে আমরা বুঝতে পেরেছি যে জামায়াত নিজের ভেতরে সংস্কার আনতে আগ্রহী নয়। ফলে আমরা কেউ পদত্যাগ করেছি, কাউকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সে রকম কয়েকজন মিলে আমরা একটা নতুন রাজনৈতিক দলের সূচনা করেছি।

প্রথম আলো : ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হলো, আওয়ামী লীগের ব্যাপারে আপনাদের মত কী?
মজিবুর রহমান : আওয়ামী লীগ দেশের গণতন্ত্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সর্বোপরি স্বাধীনতার স্বপ্নকে তিলে তিলে ধ্বংস করেছে। এ ধরনের একটি গণবিরোধী ও মানবতাবিরোধী দল থাকতে পারে কি না, তার একটি জনমত তৈরির বিষয় আছে। আমরা দলটিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিষিদ্ধ করার পক্ষে এবং অবশ্যই আইনগত প্রক্রিয়ায়।

গর্ভাবস্থায় ছত্রাক সংক্রমণ

ভালো থাকুন

ডা. সিনথিয়া আলম, *কনসালট্যান্ট, ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাসথেটিক ডার্মাটোলজি বিভাগ, ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা*

গর্ভাবস্থায় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে প্রায়ই নানা ধরনের ছত্রাক বা ফাঙ্গাসের সংক্রমণ দেখা দেয়। এ সময় এমন সংক্রমণের চিকিৎসা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে, যাতে মা ও শিশু উভয়ে নিরাপদ থাকে। এখানে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হলো, যা গর্ভাবস্থায় ছত্রাক সংক্রমণের চিকিৎসায় সহায়ক হতে পারে :

চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
যেকোনো ওষুধ বা চিকিৎসা শুরু করার আগে অবশ্যই একজন চিকিৎসক বা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। কারণ, ছত্রাকরোধী ওষুধ এমনকি মলমও গর্ভাবস্থায় নিরাপদ না-ও হতে পারে।

টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম
টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গাল অর্থাৎ ফাঙ্গাস প্রতিরোধে মলম/ক্রিম গর্ভাবস্থায় সাধারণত বেশি নিরাপদ। কারণ, এটি শুধু সংক্রমিত স্থানে ব্যবহার করা হয় এবং রক্তে খুব কম শোষিত হয়। অ্যান্টিফাঙ্গাল হিসেবে মুখে খাওয়ার টারবিনাফিন ওষুধ নিরাপদ। এ ছাড়া সব ওষুধ এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ, এতে গর্ভাবস্থায় ঝুঁকি থাকতে পারে।

যোনিতে ছত্রাক সংক্রমণের চিকিৎসা
গর্ভাবস্থায় হরমোনের পরিবর্তনের কারণে যোনিতে ছত্রাক সংক্রমণ সাধারণ সমস্যা। এ জন্য অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম বা সাপোজিটরি, যেমন : ক্লোট্রিমাজল ব্যবহার করা যেতে পারে।

টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিমগুলো গর্ভাবস্থায় ছত্রাক সংক্রমণের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর।

সঠিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা
আক্রান্ত স্থান শুকনো ও পরিষ্কার রাখুন। কারণ, ছত্রাক আর্দ্র পরিবেশে বেশি বৃদ্ধি পায়। ঢিলেঢালা ও সুতি কাপড় পরিধান করুন, যাতে শরীরে ঘাম কম হয়।

প্রোবায়োটিক ও ডায়েট সমর্থন
প্রোবায়োটিক ও জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াযুক্ত দই খাওয়া সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। চিনি কম খান। কারণ, চিনি ছত্রাকের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারে।

নিরাপদ ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার
সংক্রমণ স্থানের আশপাশে যদি শুষ্কতা ও চুলকানি থাকে, তবে একটি মৃদু, সুগন্ধহীন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে, টপিক্যাল অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিমগুলো গর্ভাবস্থায় ছত্রাক সংক্রমণের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর। যেকোনো চিকিৎসা শুরু করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, যাতে মা ও শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত হয়।

» আগামীকাল পড়ুন :
ক্লাব ফুট বা মুগুর পায়ের চিকিৎসা

হারানো আংটি ফিরে পেলেন ৫৪ বছর পর

বিচিত্র

ইউপিআই

হারিয়ে যাওয়া প্রিয় জিনিস খুঁজে পাওয়ার মতো আনন্দ হয়তো আর কিছুতে নেই। আর সেটা যদি ফিরে পাওয়া যায় দীর্ঘ ৫৪ বছর পর, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে! সেই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা সত্যই কঠিন। এমনই এক আনন্দে ভেসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ডেভিড লরেনজো।

বাবার সঙ্গে পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গের কাছে ইউনিয়নটাউন কাউন্টি ক্লাবে গলফ খেলছিলেন লরেনজো। হঠাৎই আবিষ্কার করেন যে হাতে নেই তাঁর 'ক্লাস রিং'। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল একাডেমি থেকে আংটিটি পেয়েছিলেন তিনি। একাডেমিক অর্জনের স্মারক 'ক্লাস রিং' যে কারও কাছেই বিশেষ।

যুদ্ধবিমানের পাইলট লরেনজো ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাউথইস্ট এশিয়া উইংয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিবেশী দেশ লাওসে শত্রুর গুলিতে তাঁর উড়োজাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। কোনোমতে সেটি থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণ রক্ষা করেন লরেনজো। সে সময়ও আংটিটি তাঁর হাতে ছিল। অথচ দুই বছর পর গলফ খেলতে গিয়ে সেটি হারিয়ে যায়।

লরেনজো বলেন, আংটিটি যুদ্ধের ধকল সয়ে যেত পারলেও তাঁর গলফ খেলার দখল সহ্য করতে পারেনি। লরেনজোর বয়স এখন ৮২ বছর। ৫৪ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া আংটিটি ফিরে পাওয়ার কথা তিনি হয়তো কল্পনায়ও ভাবেননি। কিন্তু বাস্তব কখনো কখনো কল্পনাকেও হার মানায়।

প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি মাইকেল জেনার্ট নামের এক ব্যক্তি একই ক্লাবে গলফ খেলতে যান। মাটিতে একটি ছোট্ট জিনিস চকচক করতে দেখে তিনি সেটির কাছে এগিয়ে যান। ভেবেছিলেন, হয়তো বিয়ারের ক্যানের ট্যাব (যে অংশ ধরে ক্যান খুলতে হয়) পড়ে আছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেন, পড়ে আছে একটি আংটি। বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে সেটি বেরিয়ে এসেছে।

আংটির মালিক খুঁজতে গিয়ে অনলাইন পডকাস্টের একটি পর্বে মনোযোগ আটকায় মাইকেলের। সেখানে লরেনজো নিজের সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন। কথায় ছিল হারিয়ে ফেলা আংটির প্রসঙ্গও। মাইকেল আংটিটি ডাকযোগে না পাঠিয়ে নিজেই ফ্লোরিডায় যান।

লরেনজো এখন পেনসাকোলায় জাতীয় নেভাল অ্যাভিয়েশন মিউজিয়ামে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। সেখানেই হারানো আংটি উপহার হিসেবে নিয়ে হাজির হন মাইকেল। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিরল এই ঘটনা উদ্‌যাপন করেছে। বলেছে, এ বছর আগেভাগেই ডেভিড লরেনজোর জীবনে বড়দিন এসে গেছে।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫০৯

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

মাথাব্যথা কমাতে কী করব?

১৫ মিনিট? আমি চেষ্টা করব!

চট করে একটা ওষুধ খাওয়ার আগে সহজ একটা কাজ করে দেখতে পারেন। ২৮ গ্রাম সুগন্ধিহীন লোশনের সঙ্গে ৬ ফোঁটা জিনজার এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে ঘাড়ের পেছনে মাসাজ করুন। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণ এই দাওয়াই ১৫ মিনিটের মধ্যে কাজ করে। জিনজার অয়েল স্নায়ু শীতল করে, ঘাড়ের ব্যথা দূর করে এবং পেশি শিথিল করে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১			২	৩		৪	
		৫		৬	৭		৮
৯							
				১০		১১	
১২	১৩		১৪				
	১৫					১৬	১৭
১৮			১৯		২০		
	২১				২২		

বাঁ থেকে ডানে
১. বেদনা। ২. দীপ্তি। ৬. স্থায়ীভাবে বাস। ৯. দানশীলতা। ১১. গচ্ছিত ধন। ১২. বিভাজ্য অঙ্ক। ১৪. ব্যায়াম। ১৫. হরণ করুক। ১৬. নৌকা প্রভৃতি ঠেলে চালানোর দণ্ড। ১৮. শস্যাদি রাখা বা মাপার জন্য তৈরি বেতের ঝুড়ি। ১৯. নিশান। ২১. তুচ্ছ। ২২. হেফাজত।

ওপর থেকে নিচে
১. বেশি খরচ হয় এমন। ৩. মানসিক অবস্থা। ৪. করতল। ৫. বন্য বা অদম্য হওয়ার গুণ। ৭. সাঁঝ। ৮. কবর। ১০. সমতার অভাব। ১১. অতি গভীর স্থান। ১৩. প্রবাহিত হচ্ছে এমন। ১৭. পর্বত। ১৯. বেসাত। ২০. যিনি মুসলমানদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করেন।

গত সমস্যার সমাধান

ক	ম্ব	ল		গ		থি	র
ল		লি	ক	লি	ক		সি
হ	র	ত	ন		থ	ম	ক
	দ্ধ		ক	ন	ক	ল	তা
অ		অ	ন	ড়		স্বা	
সা	মা	ন্য		ব	উ		চা
ধু	ম		গ	ড়	প	ড়	তা
	লা	টি	ম		মা		ল

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

২০২২ সালের এক হিসাব অনুযায়ী, ইউটিউবে প্রতি মিনিটে পাঁচ শতাধিক ঘণ্টার ভিডিও আপলোড হয়!

কিছু ব্যাঙের ডাক এতই জোরালো যে ১ দশমিক ৬ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায়!

ফ্রান্সে প্রতিবছর প্রায় ৫০টি মরণোত্তর বিয়ে হয়!

চুটকি

ছুটিতে থাইল্যান্ড বেড়াতে গিয়েছিল হাবু।
ফিরে আসার পর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা।
লাবু জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, কেমন ঘুরলি?'
হাবু বলল, 'দুর্দান্ত! কয়টা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল।'
বাবু বলল, 'তা থাই লোকজনের কথা বুঝতে কোনো সমস্যা হয় নাই?'
হাবু হাসল, 'আমার কোনো সমস্যা হয় নাই। সমস্যা যা হওয়ার ওদের হয়েছে।'

কথা অমৃত

ডাকাতি বৈধ করার চেয়ে বেশি বেশি কর সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ।

কেলভিন কুলিজ
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট (১৮৭২-১৯৩৩)

সুডোকু

		9	1	7	3			
		3				5		
1		8						9
	4	6		1				
9	3						4	2
				6		3	7	
8						1		6
		7				4		
			8	2	4	7		

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

2	6	9	5	8	3	7	1	4
3	7	4	1	9	6	5	2	8
1	5	8	4	7	2	6	3	9
7	2	5	3	1	9	4	8	6
8	4	1	6	2	7	9	5	3
6	9	3	8	4	5	1	7	2
9	1	2	7	3	4	8	6	5
4	8	6	2	5	1	3	9	7
5	3	7	9	6	8	2	4	1

পিনাটস • চার্লস শুলজ

সুরমা থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার | সিলেটে সুরমা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স আনুমানিক ৪০। প্রতিনিধি, সিলেট

সংক্ষেপে

নারায়ণগঞ্জ

বাসভাড়া কমানোর দাবিতে লিফলেট

নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা (লিংক রোড) রুটে বাসভাড়া ৫৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৪৫ টাকা, এসি বিআরটিসি বাসভাড়া ৬০ টাকা এবং বেসরকারি এসি বাসভাড়া ৬৫ টাকা করার দাবিতে লিফলেট বিতরণ করে প্রচারণা চালিয়েছে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম। গতকাল বিকেলে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এই প্রচার শুরু করা হয়। সেখানে সংগঠনের আহ্বায়ক রফিউর রাব্বির সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সভাপতি এ বি সিদ্দিক, বাসদের জেলা সদস্যসচিব আবু নাঈম, সিপিবির জেলা সাধারণ সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্তী, গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সমন্বক তরিকুল সুজন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সভাপতি মাহমুদ হোসেন।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘বাউল ও মরমি গানের অনুষ্ঠান’। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। ছবি : প্রথম আলো

মানবতার প্রত্যয় নিয়ে উদ্‌যাপিত হলো উদীচীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় নিয়ে পালিত হলো উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাউল ও মরমি গানের লোকজ সুরে সুরে উদ্‌যাপন করা হয় এ অনুষ্ঠান। ‘মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি’ স্লোগান নিয়ে আয়োজিত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সূচনা হয় জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে।

আয়োজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাউল সাধক শফি মন্ডল। আলোচনায় অংশ নেন গণ-অভ্যুত্থানে জীবন দেওয়া শিক্ষার্থী ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, সভাপতিত্ব করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, বাউল সাধক সাইদুর রহমান বয়াতি প্রমুখ।

তিন চাকার যানে বিশৃঙ্খলা

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক

মহাসড়কে অবৈধ এসব যানবাহনের কারণে যানজটের পাশাপাশি প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে।

আল-আমিন, *গাজীপুর*

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবাধে চলছে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা, মিশুক, ভ্যানের মতো ছোট যানবাহন। এতে সড়কটিতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। যানজটের পাশাপাশি প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে গাজীপুর মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মহাসড়কের আবদুল্লাহপুর মোড় থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার ঘুরে দেখা যায়, সড়কটিতে চলাচল করছে অসংখ্য দূরপাল্লার বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ বিভিন্ন যানবাহন। এর মধ্যেই পাল্লা দিয়ে চলছে অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা, নছিমন, ভ্যানগাড়িসহ প্যাডেলচালিত রিকশা। এসব যানবাহন একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে কখনো মাঝসড়ক দিয়ে চলছে। দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে কোনোটি আবার উল্টো পথে ছুটছে। মাঝেমধ্যেই দেখা দিচ্ছে যানজট। এই বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে কোথাও পুলিশের ভূমিকা চোখে পড়েনি।

জানতে চাইলে গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘আমরা এ বিষয়ে সব সময়ই ট্রাফিক বিভাগকে বলি। আমি আবারও ট্রাফিক বিভাগকে বলব, যেন সড়কে এসব তিন চাকার যানবাহন উঠতে না পারে।’

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবহনচালক চালকেরা জানান, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সড়কটিতে আগে থেকেই চলত তিন চাকার যানবাহন। তবে ২০২২ সালে মহানগর পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে সড়কটিতে তিন চাকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এক বছর না পেরোতেই গত বছর সেপ্টেম্বরে আবারও সড়কটিতে ধীরে ধীরে তিন চাকার যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় দায়িত্বরত ট্রাফিক পরিদর্শক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘৫ আগস্টের পর একটু ফ্রি পেয়ে আশপাশের সব অটোরিকশা এসে মহাসড়কে উঠেছে। আমরা প্রতিদিনই মহাসড়ক থেকে অটোরিকশা আটক করি, বিভিন্ন শাস্তি দিই। কিন্তু তারপরও তারা সড়ক ছাড়ছে না। কিছু বলতে গেলে উল্টো খারাপ আচরণ করে।’

সড়ক-সংলগ্ন বোর্ডবাজার এলাকার বাসিন্দা মো. আরিফুর রহমান (২৯) গত ৯ সেপ্টেম্বর দুর্ঘটনার শিকার হন। তিনি মোটরসাইকেল চালিয়ে সালনা থেকে বোর্ডবাজারের দিকে ফেরার পথে ছয়দানা এলাকায় হঠাৎ করে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তিনি সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে আহত হন। আরিফুর বলেন, ‘ওই দিনের ঘটনায় আমাকে টানা এক সপ্তাহ চিকিৎসা নিতে হয়েছে। সেদিন আমার বাইক চালানোয় কোনো ভুল ছিল না। অটোরিকশাটি উল্টো পথে আসার কারণে আমাকে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়েছে। এসব নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।’

গুলিস্তান-গাজীপুর পরিবহনের চালক মো. ওহিদুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘রিকশা-অটোরিকশার জ্বালায় আমরা ঠিকমতো গাড়িই চালাইবার পারি না। একটু পরপর যানজট লাইগ্যা যায়। ২০ মিনিটের রাস্তা যাইতে লাগে এক ঘণ্টা। যাত্রীরা আমাগোর লগে চিল্লায়।’

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মহাসড়কে দেদার চলছে তিন চাকার যানবাহন। গতকাল দুপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ছয়দানা এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে হামলার অভিযোগ, একজন আটক

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে বহিরাগতদের হামলায় সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাউদ মাসুদসহ পাঁচ সাংবাদিক আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা একটার দিকে এ ঘটনায় মাসুদ রানা নামের একজনকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিবৃতি দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাব।

মাসুদ রানা ‘নারায়ণগঞ্জ মেইল’ নামের একটি অনলাইনের সম্পাদক। তবে তিনি প্রেসক্লাবের সদস্য নন।

আবু সাউদ মাসুদ বলেন, প্রেস ক্লাব দখলে নিতে সাবেক ছাত্রদল নেতা ও কথিত সাংবাদিক মাসুদ রানার নেতৃত্বে ২০-২৫ জন বহিরাগত হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছেন। তাঁরা প্রেসক্লাবের সদস্যদের গালাগাল করেন। হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছে। প্রেসক্লাবের অন্য সদস্যরা এগিয়ে এলে তাঁদের এলোপাতাড়ি মারধর করেন। এতে তিনিসহ পাঁচ আহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিক প্রেসক্লাবের সদস্যরা মাসুদসহ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

সদর মডেল থানার ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন, স্থানীয় পত্রিকার একটি পক্ষ সদস্যপদের জন্য হাজির হলে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা ও মারামারির ঘটনা ঘটে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মাসুদ রানাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

নিজ ঘরে নারী খুন

প্রতিনিধি, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

গাজীপুরের শ্রীপুরে ঘরে ঢুকে এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার রাতে উপজেলার বরমী বাজারের কামারপট্টি এলাকায় গোপাল মিস্ত্রির বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

স্মৃতি রানী পাল (২৪) শ্রীপুর পৌর এলাকার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড গ্রামের কাব্য সরকারের স্ত্রী। এ দম্পতি দীর্ঘদিন ধরে বরমী কামারপট্টি এলাকায় বসবাস করছিলেন। তাঁদের দুই বছরের একটি ছেলে আছে। স্মৃতির বাবার বাড়ি ময়মনসিংহের গৌরীপুরে।

স্মৃতির স্বজন রূপকোনা জানান, সোমবার রাতে তিনি ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রাত ১০টার দিকে হঠাৎ পাশের ঘর থেকে স্মৃতি রানীর চিৎকার শোনেন। ওই ঘরে গিয়ে দেখতে পান মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন স্মৃতি। পাশে পড়ে আছে রক্তমাখা দা। পরে তাকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অনলাইন ব্যবসায় স্বপ্নপূরণের চেষ্টায় গাইবান্ধার কুলসুম

গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক

ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার

শাহাবুল শাহীন, *গাইবান্ধা*

কোভিড মহামারির সময়ের কথা। অনেকের মতো ঘরের বাইরে যাওয়া হয়নি গাইবান্ধার উম্মে কুলসুম আক্তারেরও (২৫)। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের শোলাগাড়ি গ্রামে তাঁর বাড়ি। সাংসারিক টুকটাক কাজ শেষে সারা দিন অলস সময় কাটিয়েছেন। তখনই তিনি ভেবেছিলেন, ঘরে বসেই কিছু করা যায় কি না। এরপর সিদ্ধান্ত নেন সেলাইয়ের কাজ শুরু করবেন।

নিজের পালা হাঁস-মুরগি বেচে একটি সেলাই মেশিন কেনেন কুলসুম। গজ কাপড় কিনে শুরু করেন শিশুদের জামা তৈরির কাজ। ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্যই নানা ডিজাইনের জামা তৈরি করতে থাকেন। প্রথম দিকে সেগুলো বিক্রি করতেন পরিচিতজন এবং আশপাশের এলাকায়। এভাবে চলে যায় বছরখানেক। কিন্তু আশানুরূপ ক্রেতা বাড়ে না।

এরপর কুলসুম সিদ্ধান্ত নেন অনলাইনে জামা বিক্রি করার। সেই থেকে শুরু। প্রায় তিন বছর ধরে চলছে তাঁর অনলাইন ব্যবসা।

কুলসুম আক্তারকে গ্রামের সবাই চেনে ‘সোনালী আপা’ নামে। তাঁর বাবা সোনা মিয়া পেশায় কৃষক। এইচএসসি পাস করে আর লেখাপড়া হয়নি কুলসুমের। স্বামী হাসান আলী ব্যবসায়ী।

কুলসুম বলেন, ‘এত দিন নিজের হাতে তৈরি করা জামার ছবি তুলে আমার ফেসবুক পেজে দিতাম। ছবিগুলো দেখে অনেকেই অর্ডার দিত। ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানতাম না। উঠান বৈঠকে অংশ নিয়ে অনেক কিছু শিখলাম। জানলাম, শুধু বিনোদনই পাওয়া যায় না, ইন্টারনেটকে ব্যবসার হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। উঠান বৈঠকে এসে আমার চোখ খুলে গেল।’

ইন্টারনেটের কল্যাণে কথা বলা ছাড়াও স্মার্টফোনের রয়েছে নানাবিধ ব্যবহার। গ্রামীণ নারীদের ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার শেখানোর জন্য গ্রামীণফোনের উদ্যোগে চলছে ‘ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার’ প্রচারাভিযান, যার আওতায় দেশের দুই হাজার ইউনিয়নে চলছে উঠান বৈঠক। ২৩ অক্টোবর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে অংশ নেন কুলসুম।

নতুন কিছু জানার ও শেখার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত কুলসুম আক্তার বলেন, ‘ভবিষ্যতে আমি আমার ব্যবসাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। অনলাইনে বড় আকারে ব্যবসা করে সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই।’

শোলাগাড়ি গ্রামের মেঠো পথের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা কুলসুম আক্তারের আধা পাকা বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয়। কাছ থেকে দেখা হয় তাঁর সেলাই মেশিনের কাজ। গ্রাহকের অর্ডার থেকে শুরু করে সঠিক সময়ের মধ্যে ক্রেতাদের ঠিকানায় পণ্য পৌঁছানো পর্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটে কুলসুমের।

কীভাবে এ কাজ করেন, জানতে চাইলে কুলসুম বলেন, ‘আমার কোনো কর্মচারী নেই। অনলাইনে অর্ডার পেলে নিজ হাতেই সেগুলো তৈরি করি। কুরিয়ারে ক্রেতাদের ঠিকানায় পাঠানোর পর মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা পেয়ে যাই। এ ব্যবসা থেকে প্রতি মাসে গড়ে ছয়-সাত হাজার টাকা লাভ হয়। সংসারের টুকিটাকি প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি প্রতি মাসেই কিছু টাকা আমার অনাগত সন্তানের জন্য সঞ্চয় করছি।’

‘ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার’ প্রচারাভিযানটি কুলসুম আক্তারের মতো অসংখ্য গ্রামীণ নারীর জীবনে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। চলার পথের ছোটখাটো সমস্যার সমাধান যেন ইন্টারনেটের সহায়তায় গ্রামীণ নারীরা নিজেরাই করতে পারেন, সেটাই এ আয়োজনের লক্ষ্য।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের শোলাগাড়ি গ্রামের শাহাদত মিয়ার বাড়িতে ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠক। বৈঠকে গ্রামের কুলসুম আক্তারের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে। ছবি : প্রথম আলো

শিশু অপহরণের পর হত্যার দায়ে ৫ জনের যাবজ্জীবন

মুন্সিগঞ্জ, *মুন্সিগঞ্জ*

মুন্সিগঞ্জে আবু তকির (১০) নামের এক শিশুকে অপহরণের পর হত্যার ঘটনায় ৫ আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার মুন্সিগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মো. আলমগীর এ রায় দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার ফুলতলা গ্রামের রবিউল ইসলাম (২২), একই এলাকার আবুল হোসেন (২২), ময়না (২৩), আনোয়ার (২৫) ও দক্ষিণ চর মসুরা গ্রামের মান্নান খাঁর ছেলে হান্নান (২৪)। রায় ঘোষণার সময় আসামি আবুল, ময়না ও আনোয়ার আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সূত্রে জানা যায়, সদর উপজেলার ফুলতলা গ্রামের ঝর্না বেগম ও নাসির উদ্দিন ব্যাপারীর ছেলে আবু তকির। ২০১০ সালের ৩১ আগস্ট সকালে বাড়িতে তকিরকে একা রেখে মুন্সিগঞ্জ শহরে যান মা-বাবা। বিকেলে বাড়িতে ফিরে তকিরকে না পেয়ে পরদিন অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি অপহরণ মামলা করেন ঝর্না বেগম। ওই মামলায় প্রতিবেশী রবিউলকে আটক করে। পরে রবিউলের দেওয়া তথ্যে ময়নার বাড়ির গোয়ালঘরের গর্ত থেকে তকিরের লাশ উদ্ধার করা হয়।

রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে আদালতের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি সিরাজুল ইসলাম বলেন, শিশু আবু তকির হত্যা মামলায় ৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন বিচারক।

এনএসআইয়ের সাবেক ডিজির জামিন

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় এনএসআই-এর সাবেক ডিজি মুহাম্মদ ওয়াহিদুল হক জামিন পেয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

৩৮তম বিসিএস

মেধার ভিত্তিতে ফল পুনর্মূল্যায়ন কেন নয়

৩৮তম বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডারের চূড়ান্ত ফলাফল কেন কোটামুক্তভাবে বা মেধার ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করে প্রকাশ করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার এ রুল দেন। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান ও জনপ্রশাসন সচিবসহ বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। ৩৮তম বিসিএসের কোটাপদ্ধতি অনুসরণের বৈধতা নিয়ে ১২০ জন পরীক্ষার্থী চলতি মাসে ওই রিট করেন। রিটে ৩৮তম বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডারের চূড়ান্ত ফলাফল কোটামুক্তভাবে বা মেধার ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করে প্রকাশের নির্দেশনা চাওয়া হয়। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সালাহউদ্দিন দোলন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শামীমা সুলতানা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নদী হত্যাকারী ফ্যাসিস্টদেরও বিচার করবে সরকার

আলোচনা সভায় বক্তারা

‘ফ্যাসিবাদের কবলে নদী’ শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

> ফ্যাসিবাদের কবলে পড়ে বিগত ১৬ বছরে নদীর যে বিপর্যস্ত অবস্থা, তার সমাধান কীভাবে করা যায়, সে বিষয়ে ভাবতে হবে। নদী, কৃষি ও পরিবেশ নিয়ে জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হবে।
>
> **মো. নাহিদ ইসলাম**, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

‘নতুন করে যে সংবিধান লেখা হবে, তাতে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হবে। উন্নয়ন হলো ফ্যাসিস্টদের শব্দ। উন্নয়নের কথা বলে তারা আমাদের গণতন্ত্র হরণ করেছে, পরিবেশ ধ্বংস করেছে। বর্তমান সরকার নদী হত্যাকারী ফ্যাসিস্টদেরও বিচার করবে।’

‘ফ্যাসিবাদের কবলে নদী’ শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। মঙ্গলবার বিকেলে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, ‘আমরা দেখি, হাওরের রাস্তায় আলপনা আঁকা হয়, পরে সেই রং গিয়ে পানিতে পড়ে। এতে অনেক মাছ মারা যায়। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে কথা বলা লোকের সংখ্যা বর্তমান সমাজে একেবারেই কম। তাই নদী দখলকারীদের বিরুদ্ধে নতুন করে আইন করা যায় কি না, তা ভেবে দেখা হচ্ছে।’

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম ছিলেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি। তিনি বলেন, ‘আবরার ফাহাদ নদী নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ফ্যাসিস্টদের হাতে শহীদ হয়েছেন। নদী বাঁচাতে আবরার ফাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পথ নির্দেশ করবে। ফ্যাসিবাদের কবলে পড়ে বিগত ১৬ বছরে নদীর যে বিপর্যস্ত অবস্থা, তার সমাধান কীভাবে করা যায়, সে বিষয়ে ভাবতে হবে। নদী, কৃষি ও পরিবেশ নিয়ে জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হবে।’

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘বিভিন্ন মাফিয়ারা নদী দখল ও পরিবেশ ধ্বংস করে গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিল করেছে। আমরা যাতে দখলদারদের প্রতিহত করতে পারি, সে জন্য রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে।’

নদী নিয়ে রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের (আরডিআরসি) করা একটি গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে। নদী রক্ষায় কাজ করতে গিয়ে মামলা ও নির্যাতনের শিকার হওয়া সাংবাদিকেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আরডিআরসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ। তিনি বলেন, দেশের ৭৭টি নদীর ১৭৬টি স্থানে বালু তোলার সিন্ডিকেটে আওয়ামী লীগের ২৫৬ জন মাফিয়া জড়িত ছিল।

পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ বলেন, বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো এখানকার বসতি ও জীবিকার উৎস ছিল। এসব শিল্প ও জীবিকার উৎস ফ্যাসিবাদী শাসনামলে নদী ধ্বংসের কারণে আজ বিলুপ্তপ্রায়।

বদলে যাচ্ছে ঢাকা নগরের ইতিহাস

প্রত্নতত্ত্ব

খননে এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করছেন, ঢাকা নগরীতে মানববসতির শুরু যিশুখ্রিষ্টের জন্মেরও আগে।

কেন্দ্রীয় কারাগারে ‘প্রত্নতাত্ত্বিক খনন : ঢাকার গোড়াপত্তনের একটি বিশ্লেষণ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা। গতকাল এশিয়াটিক সোসাইটি অডিটরিয়ামে। ছবি : দীপু মালাকার

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাজধানী হিসেবে ঢাকার বয়স ৪০০ বছর বলেই সবার জানা। মোগল সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে নগর ঢাকার পত্তন করেন, এমনটাই ইতিহাসের প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বদলে যাচ্ছে সেই ইতিহাস। পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের সাবেক কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া নিদর্শন ও প্রাচীন দুর্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে, ১৪৩০ সালেই এখানে বিশাল প্রাসাদ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল; অর্থাৎ সমৃদ্ধ রাজধানী শহর ছিল এখানে।

শুধু তা-ই নয়, খননে এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করছেন, ঢাকা নগরীতে মানববসতির শুরু যিশুখ্রিষ্টের জন্মেরও আগে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। ফলে এই জনপদের বয়স আড়াই হাজার বছরের বেশি।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এশিয়াটিক সোসাইটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ‘পুরাতন ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন: ঢাকার গোড়াপত্তনের বিশ্লেষণ’ শীর্ষক আলোচনায় খননে প্রাপ্ত নিদর্শন ও চমকে যাওয়ার মতো এ তথ্য তুলে ধরেন স্বনামখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও খননকাজের তত্ত্বাবধায়ক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান। এশিয়াটিক সোসাইটি তাদের ‘ঐতিহ্য জাদুঘর’-এর ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এই আলোচনার আয়োজন করে।

সুফি মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তাঁর নেতৃত্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল প্রত্নতত্ত্ব গবেষক ও শিক্ষার্থী ২০১৭-১৮ সালে পুরোনো কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ করেন। তাঁরা কারাগারের প্রধান ফটকের সামনের অংশ, রজনীগন্ধা ভবনের আঙিনা, কারা হাসপাতালের সামনের অংশ, দশ সেল ও যমুনা ভবনের পশ্চিম এলাকা-এই পাঁচ স্থানে ১১টি খননকাজ করেন। এতে তাঁরা একটি প্রাচীন দুর্গের দেয়াল, কক্ষ, নর্দমা, কূপের সন্ধান পান। এ ছাড়া এখানে কড়ি, মোগল আমলের ধাতব মুদ্রা, বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির ভাস্কর্যসহ অনেক রকম প্রত্ননিদর্শন পেয়েছেন।

পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় এসব নিদর্শনের ছবি এবং তথ্যের বিশ্লেষণসহ আলোচনায় সুফি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলাম খানের আগমনের অনেক আগেই ঢাকায় একটি প্রাসাদ দুর্গ ছিল। সুবাদার ইসলাম খানের সেনাপতি ও লেখক মির্জা নাথান তাঁর ‘বাহারীস্তান-ই-গায়েবী’ বইতে ঢাকায় যে দুর্গের কথাটি উল্লেখ করেছিলেন, সেটিকে পরে ইতিহাসবিদেরা ‘ঢাকাদুর্গ’ হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। এই দুর্গে ইসলাম খান বসবাস করেছেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে পাওয়া নিদর্শন যুক্তরাষ্ট্রের বেটা ল্যাবরেটরিতে কার্বন-১৪ পরীক্ষা করার পর প্রমাণ পাওয়া গেছে, এগুলো ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দের। ফলে এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যাচ্ছে, এই দুর্গ ইসলাম খানের আসার আগেই নির্মিত হয়েছিল এবং এটিকে ‘ঢাকাদুর্গ’ নয়; বরং ‘ঢাকার দুর্গ’ বলা সংগত।

অধ্যাপক সুফি বলেন, ইসলাম খানের আগে ঢাকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। নারিন্দার বিনত বিবির মসজিদসহ কিছু নিদর্শন থেকে এটা জানা গিয়েছিল, ইসলাম খানের আগমনের আগেও এখানে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। কিন্তু এই খননের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, শুধু জনপদই নয়, এখানে অন্তত বড় একটি প্রাসাদ দুর্গ ছিল এবং সমৃদ্ধ নগর ছিল। যেখানে সুবেদার ও তাঁর সঙ্গে আসা ৫০ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী বসবাস করেছিলেন।

এ ছাড়া আরও তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার হলো, কয়েকটি ‘গ্লেজড মৃৎপাত্র’ (অনেকটা সিরামিকের মতো চকচকে) এবং ‘রোলেটেড মৃৎপাত্র’ (মসৃণ ও সূক্ষ্ম নকশা করা), যা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, ঢাকায় অন্তত পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জনবসতি ছিল। কারণ, একই ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থান) ও উয়ারী বটেশ্বরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়ায়। এই মৃৎপাত্র পাওয়ায় প্রমাণিত হচ্ছে, এখানে একটি আদি ঐতিহাসিক যুগে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। প্রাচীন সিল্ক রুটের সঙ্গে এই জনপদের সংযোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সূত্রে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এবং এর বয়স আনুমানিক আড়াই হাজার বছর। এই হিসাবে ঢাকা শহর কেবল চারবার নয়, সাতবার রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছে।

আলোচক উপসংহারে বলেন, ‘রোজেটা স্টোন লিপি’ যেমন প্রাচীন মিসরে রহস্য উন্মোচন করেছিল, তেমনি পুরোনো ঢাকার কারাগারে খননে প্রাপ্ত নিদর্শন ঢাকাকে নতুন করে আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচন করেছে। যে আলোকরশ্মির দেখা পাওয়া গেল, তা আরও বিস্তারিত গবেষণার মাধ্যমে এই জনপদের ইতিহাসকে নতুনভাবে আলোকোজ্জ্বল করবে।

এই প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণায় সহযোগী ছিলেন মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, মো. মামুন দেওয়ান, মুহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন, মো. আওলাদ হোসেন ও চাঁদ সুলতানা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পকলার ইতিহাসবিদ প্রবীণ অধ্যাপক হাবিবা খাতুন বলেন, নতুন এই প্রত্নতাত্ত্বিক খননে যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হলো, তা নতুন প্রজন্মকে ঢাকা সম্পর্কে আরও কৌতূহলী করে তুলবে।

সভাপতির বক্তব্য সোসাইটির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি অধ্যাপক হাফিজা খাতুন বলেন, ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানতে এই প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২৮ সাংবাদিকের ব্যাংক লেনদেনের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের ২৮ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে তাঁদের বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে।

তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি পাওয়ার পর বিএফআইইউ ব্যাংকগুলোকে চিঠি দিয়ে এই সাংবাদিকদের তথ্য চেয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের নামে কোনো ব্যাংকে লকার, সঞ্চয়পত্র, ক্রেডিট কার্ডসহ অন্যান্য কোনো আর্থিক উপকরণ রয়েছে কি না বা টাকাপয়সার লেনদেন হয়েছে কি না, এসব তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে।

ওই সাংবাদিকেরা হলেন নঈম নিজাম, ফরিদা ইয়াসমিন, সুভাষ সিংহ রায়, সৈয়দ বোরহান কবীর, শাবান মাহমুদ, ফরাজী আজমল হোসেন, জায়েদুল হাসান পিন্টু, হায়দার আলী, জ ই মামুন, মির্জা মেহেদী তমাল, জুলকারনাইন রনো, আলমগীর হোসেন, মধুসূদন মণ্ডল, মাসুদ আইয়ুব কার্জন, মইনুল ইসলাম, অশোক চৌধুরী, রাহুল রাহা, রেজাউল করিম লোটাস, আশিকুর রহমান শ্রাবণ, আবদুল্লাহ আল মামুন, রফিকুল ইসলাম রতন, শেখ জামাল হোসেন, আদিত্য আরাফাত, তাওহিদুল ইসলাম সৌরভ, শেখ মামুনুর রশীদ, শ্যামল সরকার, আবুল খায়ের ও সন্তোষ শর্মা।

২০ জনের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল

২০ জন সাংবাদিক ও ব্যক্তির প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করেছে তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি)। গত সোমবার এক আদেশে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পিআইডির প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. নিজামুল কবীরের সই করা আদেশে বলা হয়, প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালার আলোকে এসব সাংবাদিকের অনুকূলে তথ্য অধিদপ্তরের দেওয়া স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে।

যাঁদের কার্ড বাতিল করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া সাংবাদিকদের তালিকায় থাকা প্রথম ছয়জন রয়েছেন। অন্যরা হলেন জাফর ওয়াজেদ, মোজাম্মেল হক, ফারজানা রুপা, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, শ্যামল দত্ত, মুন্নী সাহা, নাঈমুল ইসলাম খান, মুহাম্মদ জামাল হোসাইন, শাকিল আহমেদ, মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, মিথিলা ফারজানা, অশোক চৌধুরী ও প্রণব সাহা।

স্তন ক্যানসার সচেতনতায় ‘পেশেন্ট ফোরাম’ অনুষ্ঠিত

স্তন ক্যানসার সচেতনতা নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ‘পেশেন্ট ফোরাম’ আয়োজন করে এভারকেয়ার হসপিটাল। এ ফোরামে অংশ নেন এভারকেয়ার হসপিটাল ঢাকার অনকোলজিস্ট, সার্জন ও বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞরা। সেখানে প্রাথমিক রোগ শনাক্তকরণ ও সময়মতো চিকিৎসায় জীবন রক্ষাকারী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। পেশেন্ট ফোরামে উপস্থিত ছিলেন এভারকেয়ার হসপিটালস বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) রত্নাদ্বীপ চাক্কার ও গ্রুপ মেডিকেল ডিরেক্টর আরিফ মাহমুদ। বিজ্ঞপ্তি

ইরানের উচিত কৌশলগত ধৈর্য ধারণ; বিশ্বকে অবশ্যই ইসরায়েলের লাগাম টেনে ধরতে হবে

ইসরায়েল-ইরান সংঘাত বন্ধের উপায় নিয়ে ভারতের *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

আটকা পড়া লাইসেন্স

গাড়িচালকেরা আর কত অপেক্ষা করবেন

গাড়ি চালাতে নতুন লাইসেন্স পাওয়া কিংবা আগের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সেটি নবায়ন করতে চালকদের মাসের পর মাস ধরনা দিতে হয়।

পৃথিবীর কোথাও লাইসেন্স ছাড়া যানবাহন চালানোর রেওয়াজ না থাকলেও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ সেটিকেই নিয়ম করে ফেলেছে। লাইসেন্স না থাকায় সবচেয়ে ভোগান্তিতে আছেন বিদেশগামী কর্মীরা। স্মার্ট কার্ড ছাড়া তাঁরা বিদেশ যেতে পারছেন না। একজন বিদেশগামী চালক দালালের মাধ্যমে ১৩ হাজার টাকা দিয়ে আবেদন করে দুই মাস ধরে অপেক্ষায় আছেন। ঢাকার পল্টনের একটি ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিক ফুজায়েল আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেওয়া অনেকেই লাইসেন্সের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। কেউ কেউ ৫০ হাজার টাকা খরচ করে দালালের মাধ্যমে লাইসেন্স সংগ্রহ করেছেন।

প্রথম আলোর খবর থেকে জানা যায়, সোয়া ছয় লাখ মানুষের লাইসেন্স আটকা আছে বিআরটিএতে। সংস্থাটি লাইসেন্স না দিয়ে আবেদনপত্র গ্রহণের একটি কাগজ চালককে দেয়, যা দেখিয়ে তাঁরা সড়কে পুলিশের হয়রানি থেকে রেহাই পান। এরপরও অনেক সময় তাঁদের নাজেহাল হতে হয়। অভিযোগ আছে, বিগত সরকারের আমলে ওবায়দুল কাদের সড়ক ও সেতুমন্ত্রী থাকাকাল পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে কার্ড সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্মার্ট কার্ড ব্যবস্থাই তুলে নিয়ে সাধারণ মানের প্লাস্টিকের পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিআরটিএ সূত্র জানায়, পিভিসি কার্ড দেওয়া হবে নতুন আবেদনকারীদের। পুরোনো আবেদনকারীদের আগের কার্ডই দেওয়া হবে। পিভিসি কার্ড চালুর মূল লক্ষ্য দ্রুত প্রিন্ট করা যায়। এতে মানুষের ভোগান্তি কমবে। তবে এই কার্ডেও কিউআর কোড থাকবে, যা দিয়ে পথে লাইসেন্সের সঠিকতা যাচাই করা যাবে। মানুষের ভোগান্তি কমানোর জন্য এটি আপাতত ভালো সিদ্ধান্ত হলেও স্মার্ট কার্ডেই ফিরে যেতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী কোনো দেশ এখন পিভিসি ব্যবহার করে না।

এ বিষয়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ প্রিন্টার্সের অভিযোগ, বিআরটিএ বিল পরিশোধ করছে না বলে তারা কার্ড সরবরাহ করতে পারছে না। আবার বিআরটিএ বলছে, মাদ্রাজ প্রিন্টার্স কার্ড সরবরাহ করছে না বলে তারা চালকদের দিতে পারছে না। চুক্তি অনুযায়ী সেবাদান প্রতিষ্ঠানকে ২০২৬ সালের জুলাইয়ের মধ্যে ৪০ লাখ কার্ড সরবরাহ করার কথা থাকলেও তারা এ পর্যন্ত করেছে মাত্র ২০ লাখ।

বছরের পর বছর এই ভোগান্তি চললেও আগের সরকার সমাধানের উদ্যোগ কেন নেয়নি, তার তদন্ত হওয়া দরকার। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০২১ সালে একটি জরিপে জানিয়েছিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয় ৮৩ দশমিক ১ শতাংশ খানা (পরিবার)। ৮৩ দশমিক ৭ শতাংশ পরিবার সেবা নিয়েছে দালাল বা অন্য কোনো মাধ্যমে।

নতুন সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বিআরটিএ ঢেলে সাজানোর কথা বলেছেন। এটা কেবল মুখে বললেই হবে না। চালকদের দ্রুত লাইসেন্স সরবরাহ করেই সেটা সম্ভব। আশা করি, পুরোনো অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসে বিআরটিএ চালকদের যত দ্রুত লাইসেন্স দিতে পারবে, ততই মঙ্গল।

দিনাজপুরের স্বাস্থ্যসেবা

এভাবে একটি হাসপাতাল চলে কীভাবে

বিগত সরকারের আমলে দেশে একের পর এক স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। অনেক ভবন ও বাক্সবন্দী যন্ত্রপাতি পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রপাতি অচল থাকায় চিকিৎসা কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে, এমন ঘটনা নতুন নয়, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তেমন দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি।

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এমআরআইসহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রায় অর্ধেক যন্ত্রপাতিই অচল। সরকারি প্রতিবেদনেই দেখা যাচ্ছে, ৫৫৫টি যন্ত্রের মধ্যে ২৫৭টি অচল। অচল যন্ত্রের মধ্যে এমআরআই ও সিটি স্ক্যানের মতো বড় যন্ত্র যেমন আছে, তেমনি আছে পালস অক্সিমিটারের মতো ছোট যন্ত্রও। হাসপাতালের সীমাবদ্ধতার এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিছু চিকিৎসকই আছেন, যাঁরা রোগীদের পরামর্শ দেন বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার। সেখানে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন রোগী ও তাঁর স্বজনেরা।

শুধু যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকাই নয়; চিকিৎসক ও ওষুধসংকট, দালালদের দৌরাত্ম্য, আউটসোর্সিং নিয়োগ ও দায়িত্ব পালনকারীদের বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে পুরো হাসপাতালটিই যেন রোগী হয়ে গেছে। হাসপাতালটিতে প্রায় অর্ধেক চিকিৎসক পদ শূন্য। হাসপাতাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজে আউটসোর্সিংয়ের বিপুল লোক নিয়োগ দেওয়া হয়, যাঁদের অনেকে মাসে এক দিনও আসেন না, মাস শেষে শুধু বেতন তোলেন। হাসপাতালের টয়লেট থেকে শুরু করে করিডরের আশপাশ নোংরা থাকে। দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত কুকুর চলে আসে। এ ছাড়া কোনো টাকা না দিলে আউটসোর্সিংয়ে নিয়োগপ্রাপ্তরা রোগীর কোনো ছোটখাটো কাজই করতে চান না। তাঁদের অনেকেই আবার বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের দালাল হিসেবে কাজ করে থাকেন। আউটসোর্সিংয়ের কর্মীদের অনেকের স্বজন হাসপাতালে বড় পদে চাকরি করেন, ফলে তাঁরা এখানে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছেন।

হাসপাতালের ওষুধ-স্যালাইন এমনকি ফ্যান চুরির ঘটনা আছে। গত মে মাসে হাসপাতালে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২২ জন দালালকে আটক করে জেলহাজতে দিয়েছিল। আমরা মনে করি, নিয়মিতভাবে এ অভিযান চালানো উচিত। সার্বিক বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সারা দেশে প্রান্তিক হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক-সংকট আছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয় জানে। অচল যন্ত্রপাতির তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া আর আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ এসেছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কয়েক দশকের পুরোনো একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমন করুণ দশা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা মনে করি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা উচিত। রোগীর যথাযথ সেবা নিশ্চিত করতে হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিবেশ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের আরও কঠোর হতে হবে। যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণেও তাদের আন্তরিক হওয়া দরকার। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের প্রতি আমাদের অনুরোধ, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নজর দিন।

চিঠিপত্র

ধর্মপাশার গ্রাম

গ্রাম ভালো থাকলে শহরও বাঁচবে, দেশটাও এগোবে—এই মুখস্থ সম্ভাষণের বাইরের সর্বজনবিদিত সত্যটা হলো, শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন ও শিক্ষিত সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের তুষ্টিবিধানে গ্রামকে আগেও উপেক্ষা করা হয়েছে; এখনো করা হচ্ছে।

ধর্মপাশার কামলাবাজ সেতুটির ওপর দিয়ে প্রায় ২০টি গ্রামের মানুষ (নলগড়া, আবুয়ারচর, খয়েরদিরচর, লংকাপাতারিয়া, সলফ, ভাটাপারা, রংপুর, রাজাপুর, রায়পুর, সরস্বতীপুর, আমজোড়া ইত্যাদি গ্রাম) যাতায়াত করে। কামলাবাজে ধ্বংসাত্মক অবস্থায় পড়ে থাকা সেতুটিসহ রাস্তাঘাটের অস্তিত্ব বিলীনপ্রায়। বর্ষা মৌসুমে পানিতে ভাসমান থাকে প্রায় ১২টি গ্রাম এবং বাকি ৭-৮টি গ্রামের অটোরিকশার চালকেরা নিজস্ব অর্থায়নে রাস্তায় ইটের গুঁড়া ঢেলে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করেন। সেতুটি পারাপারের সময় গরু-মহিষ, মানুষসহ অটোরিকশার দুর্ঘটনা বরাবরই ঘটছে। এতে উপজেলার বহুল জনসংখ্যার একটি অংশে দুর্ভোগের যেন শেষ নেই। কৃষিনির্ভর এই দেশে কৃষিকাজই তাঁদের জীবিকার অন্যতম উৎস। বৈশাখ মাসে পরিবহনব্যবস্থা ভালো না থাকায় কৃষকদের মাঠেই স্বল্পমূল্যে ফসল বাজারজাত করতে হয়। এতে কৃষকেরা ফসল উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। উপজেলায় একটিমাত্র হাসপাতাল থাকায় এ অঞ্চলের মানুষগুলো ভোগান্তির শিকার এবং যথাসময়ে তাঁরা হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসা গ্রহণের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, ধর্মপাশা উপজেলার কামলাবাজ সেতুটি নতুন করে নির্মাণসহ নিগৃহীত মানুষের যাতায়াতব্যবস্থার যে ভয়াবহ অবস্থা, তা নিরসন করুন। তা না হলে মানুষের দুর্ভোগ দিনের পর দিন বাড়তেই থাকবে।

দিদার আহমেদ
শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনীতি

ব্যাংক খাতে বরকতের ফজিলত

ফারুক মঈনউদ্দীন

ঘনত্ব বিচারে বাংলাদেশ পৃথিবীর নবম জনবহুল দেশ, প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে ১ হাজার ৩৩৩ জন। তবে এর চেয়ে জনবহুল দেশ আছে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘন জনবসতির দেশ ম্যাকাউয়ে বর্গকিলোমিটারে গড় জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার আর মাথাপিছু জিডিপি ১ লাখ ২৫ হাজার ডলারের বেশি। মালদ্বীপে এই সংখ্যা ১ হাজার ৮০০। মাথাপিছু জিডিপি ১২ হাজার ৬৫৭ ডলার। বাংলাদেশের জিডিপি ২ হাজার ৬৬৬ ডলার। এসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে আমাদের চেয়ে অগ্রসর।

সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদনে দেশের ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির এমন বরকতের ফজিলত দেখা গেছে। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো মূলত কোনো প্রতিষ্ঠানে ঋণ বা দায়শোধের সক্ষমতা নিরূপণ করে সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করে। এই মূল্যায়নে এজেন্সিগুলো সবচেয়ে ভালো প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করে AAA। তার পরেরগুলো ক্রমেই নিম্নমুখী। যেমন AA, A, BBB, BB, B ইত্যাদি। সবচেয়ে খারাপ বা খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ব্যবহার করা হয় D।

এই মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানের মতো কোনো সার্বভৌম দেশের জন্যও প্রযোজ্য। বিশ্বখ্যাত এজেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর ও মুডিজ ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের ক্রেডিট রেটিং করে আসছে। ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের রেটিং ছিল সব সময় B-এর ঘরে, যেমন BB- , B1, Ba3, BB। এই রেটিংয়ের সঙ্গে একটা আভাসও দেওয়া থাকে, যা প্রায় প্রতিবছরই ছিল 'স্থিতিশীল'। কেবল ২০২৩ সালের জুলাইয়ের রেটিংয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে আভাস দেওয়া হয়েছিল 'নেগেটিভ'।

রেটিং এজেন্সির এই বরকতের ফজিলত দেখুন। আজ যে ব্যাংকগুলোকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে, সেসব ব্যাংকের কোনো কোনোটি এসব এজেন্সির রিপোর্টে অবিশ্বাস্য ভালো রেটিং পেয়েছে। আবার অন্যদিকে ব্যাংকগুলো তাদের ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের রেটিংয়ের ওপর ভিত্তি করে সেসব প্রতিষ্ঠানের ঋণের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণের হিসাব বের করে। সুতরাং দুর্বল প্রতিষ্ঠানকে অন্যায্যভাবে দেওয়া ভালো রেটিং দেখিয়ে ব্যাংকগুলোও ঋণঝুঁকির বিপরীতে কম মূলধন সংরক্ষণ করে নিজেদের আরও বড় ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। আমাদের মতো দেশে মুড়িমুড়কির মতো রেটিং পাওয়ার সুযোগ আছে বলেই অর্থবাজারের মূল ভিত্তিটা দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে।

এখানে চলে আসে বাংলাদেশের ব্যাংকের আধিক্যের কথা। বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি, বিদেশি ও

বিশেষায়িত মিলে আমাদের মোট বাণিজ্যিক ব্যাংক ৬০টি। তার মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন ৪৩টি। অথচ প্রতিবেশী বিশাল দেশ ভারতে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে এই সংখ্যা ৩৩। পাকিস্তানে বেসরকারি ব্যাংকের সংখ্যা ২০, মালয়েশিয়ায় দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ৪৩টি।

বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও কারণ বিবেচনা করলে ব্যাংক মালিকানার একটা রাজনৈতিক চরিত্র পাওয়া যায়। বেসরকারি খাতের প্রথম প্রজন্মের ব্যাংক বলে পরিচিতি পাওয়া ১০টি ব্যাংকের জন্ম ১৯৮০-এর দশকে এরশাদ সরকারের শাসনামলে। এগুলোর মধ্যে সত্যিকার অর্থে নতুন ব্যাংক ছিল ছয়টি। বাকি চারটির মধ্যে প্রকৃত মালিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিদেশি মালিকানার একটা ও সমস্যায় পড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকে রূপান্তরিত করা একটা।

এরশাদের শাসনামলের পর বিএনপির শাসনামলে অনুমোদন পায় সাতটি ব্যাংক। এগুলো দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্যাংক বলে পরিচিত। এর মধ্যে একটি বহুজাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বিসিসিআই বন্ধ হয়ে গেলে যাত্রা শুরু করে দেশি বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মোট ১৩টি ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে একটা ছিল সমস্যায় পড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে রূপান্তরিত বাণিজ্যিক ব্যাংক। এগুলো তৃতীয় প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। ২০০১ সালে আবার শুরু হওয়া বিএনপি আমলে নতুন কোনো ব্যাংক লাইসেন্স পায়নি। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। সেই আমলে ২০১৩ সালে একই বছরে অনুমোদন পায় ৯টি ব্যাংক। এগুলো চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংক। তারপর ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে আবারও চারটি ব্যাংক খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৬ সাল থেকে বিভিন্ন মেয়াদে আওয়ামী লীগের পরবর্তী ২০ বছরের শাসনামলে মোট ২৬টি ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়া হয়।

অর্থনৈতিক বিবেচনায় প্রথম দুই প্রজন্মের ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ছিল যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া ব্যাংকগুলোর অদক্ষতা, সুশাসনের অভাব এবং আমলাতান্ত্রিকতার পটভূমিতে বেসরকারি ব্যাংকের অভ্যুদয় ছিল প্রয়োজনীয়। সে সময় বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর জন্ম না হলে বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের এমন দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হতো না। উপরন্তু বেসরকারি ব্যাংকগুলো ত্বরিত সেবা দিয়ে দ্রুততম সময়ে মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

সে সময় ব্যাংক অনুমোদনে রাজনৈতিক বা অন্য কোনো বিবেচনা থাকলেও সেসব খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু দেখা গেছে, তৃতীয় প্রজন্ম থেকে ব্যাংকগুলোর অনুমোদন প্রক্রিয়ায় মূলত রাজনৈতিক বিবেচনাই গুরুত্ব পেয়েছিল। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকও এ রকম ঢালাও অনুমোদনের পক্ষে ছিল না। কারণ, এসব নতুন ব্যাংক স্থাপনের পেছনে বেশি ছিল রাজনৈতিক স্বজনপ্রীতি। এমনকি সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রকাশ্যে স্বীকারও করেছিলেন যে ব্যাংকগুলোর অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায়।

এ সময় সাফাই গেয়ে সরকারিভাবে বলা হচ্ছিল যে ব্যাংক সেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যই অনেক বেশি ব্যাংক দরকার। যুক্তিটা হাস্যকর। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে ব্যাংকের শাখা-উপশাখা খোলাই যথেষ্ট। ডিজিটাল যুগে তো ব্যাংকের শাখাও অপ্রয়োজনীয়। একশ্রেণির মানুষকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য অবাধে খোলা নতুন ব্যাংকগুলো পুরো ব্যাংক খাতকে করে তুলছিল দুর্বল ও ভঙ্গুর। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রথম প্রজন্মের ব্যাংক থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্মের বেশ কিছু ব্যাংকে ঋণদানের নামে যথেচ্ছাচার। ফলে আজ বিভিন্ন ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিইউতে রেখে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হচ্ছে। কেবল ব্যাংকই নয়, দেশে ৩৫টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া বেশির ভাগের অবস্থাই শোচনীয় ও করুণ, কয়েকটি অবসায়নের পথে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় লাইসেন্স দেওয়ার দৌড়ে শেয়ারবাজারের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিও পিছিয়ে নেই। গত ১৫ বছরে এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৭। ১৮টি মার্চেন্ট ব্যাংকের জায়গায় হয়েছে ৬৬টি। স্টক ব্রোকারেজ ফার্ম ৩৭০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০২টি। দেশের ইতিহাসে শেয়ারবাজারের সবচেয়ে বড় ধসও নেমেছিল সে সময়। একটি ১৯৯৬ সালে, আরেকটি ২০১০ সালে। দুবারই কারসাজির তদন্তে গঠিত কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুঁজিবাজারের বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের এমন বাড়বাড়ন্ত অবস্থা সত্ত্বেও অর্ধেক হয়ে গেছে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা।

আমাদের এমন বরকতের আরও বহু নজির আছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, টিভি চ্যানেলসহ আরও বহু খাতে। অর্থ খাতে এই বরকত আমাদের জন্য নেয়ামত না এনে কেয়ামত নাজিল করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করছিল। সে রকম অবস্থা যাতে আবার সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

● **ফারুক মঈনউদ্দীন** ব্যাংকার ও লেখক
fmainuddin@hotmail.com

রোহিঙ্গা পুনর্বাসন

রোহিঙ্গাদের জন্য 'নিরাপদ অঞ্চল' প্রতিষ্ঠার পথ কী

ইশরাত জাকিয়া সুলতানা ও মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

রোহিঙ্গা গণহত্যার সপ্তম বছর পার হলো। রাশিয়া-ইউক্রেন, ফিলিস্তিন-ইসরায়েলসহ বৈশ্বিক অন্যান্য সাম্প্রতিক সংঘাতের ডামাডোল এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যে রোহিঙ্গা ইস্যু কি গৌণ হয়ে গেল? এদিকে বাংলাদেশে বাস করা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে চলছে। শরণার্থী সমস্যার সমাধানে তিনটি সনাতন পদ্ধতি আছে—প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন ও আত্তীকরণ। এ ক্ষেত্রে এগুলোর কোনোটিই প্রয়োগ করা যায়নি। সব মিলিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যু গৌণ হওয়ার সুযোগ নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গা সমস্যাকে 'টাইম বোমা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। উল্লিখিত তিন পথের বাইরে এমন কিছু করা যায় কি না, যা টাইম বোমা নিষ্ক্রিয় করতে পারে? সে বিষয়ে কি আমরা যথেষ্ট ভেবেছি?

মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তদারকিতে রোহিঙ্গাদের জন্য একটি 'নিরাপদ অঞ্চল' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশ ২০১৭ সালে। কিন্তু ভারতের অসম্মতির কারণে তা আর আলোর মুখ দেখেনি। এখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তন এসেছে। বিষয়টিকে এগিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময় এটি। ইতিমধ্যে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ দূতের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল যেমন একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ, তেমনি বাস্তবসম্মত বিষয় হলো, নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের একক নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তবে এ-সংক্রান্ত কিছু কাজ অবশ্যই বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে, যার মূলে হলো বাংলাদেশের কূটনীতি।

নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মূল সহায়ক শক্তি হলো চীন ও মিয়ানমার। সেই সঙ্গে ভারতেরও মত দেওয়ার বা এই উদ্যোগ আটকে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিরাপদ অঞ্চলের ধারণাটি পশ্চিমা বিশ্ব তথা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে স্বীকৃত হতে হবে। বাংলাদেশের অতি দুর্বল কূটনীতি কি পারবে এতগুলো শক্তিকে নিরাপদ অঞ্চলের পক্ষে সম্মত করাতে? কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় এটিই এ মুহূর্তে সবচেয়ে দরকারি কাজ।

এই অঞ্চলের লক্ষ্য হবে রোহিঙ্গাদের জন্য সুরক্ষা ও মানবিক সাহায্য প্রদান। তাই এটি হতে হবে অসামরিক উপায়ে। রোহিঙ্গারা এখানে সহিংসতা ও নিপীড়নের ভয় থেকে মুক্ত থাকবে, এবং তাদের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। অসামরিক এলাকা হওয়ার পাশাপাশি জাতিসংঘের অধীনে এখানে রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার তো বটেই, তাদের কর্মসংস্থান ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ব্যবস্থা থাকবে। এ রকম একটি পদক্ষেপ বাস্তবায়নে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো সহজেই অনুমেয়, সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা : ঐতিহাসিকভাবেই মিয়ানমার সরকার তার দেশ থেকে বের করে দেওয়া রোহিঙ্গাদের সে দেশে ঢুকতে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য বিগত সময়ের কূটনীতির ব্যর্থ কৌশলগুলো এখন বাংলাদেশের বদলাতে হবে।

আঞ্চলিক ভূকৌশলগত জটিলতা : রোহিঙ্গা ইস্যুতে আঞ্চলিক শক্তিগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশ সমর্থন পাবে কি? তার অনেকটা নির্ভর করছে কিছু ভূকৌশলগত জটিলতার ওপর। এগুলো ঠিক পুরোপুরি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে নেই। আবার বাংলাদেশ মেরুদণ্ড শক্ত করে সেসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ তথা সমঝোতায় ভূমিকা রাখতেও পারে। যেমন শিলিগুড়ি করিডর (চিকেন নেক), উত্তর-পূর্ব ভারতের ৩০টি স্থানের চীনা নামকরণ, তিব্বত ও তাইওয়ানের ভূখণ্ডে চীনের মালিকানা দাবি ইত্যাদি আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশকে এ বিষয়গুলোকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

> রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল কেবল এই জনগোষ্ঠীর অনিশ্চিত, অনিরাপদ, আশাহীন জীবনের অবসান ঘটাবে। সেই সঙ্গে তা বাংলাদেশের নিজের জন্য এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্যও সবচেয়ে বাস্তব পদক্ষেপ হওয়া উচিত

নিরাপত্তাজনিত প্রতিবন্ধকতা : নিরাপদ অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম, এ রকম একটি সমন্বিত আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সেখানে অবকাঠামো নির্মাণ, নির্বিঘ্ন পরিবেশ সৃষ্টি, সহযোগিতা অব্যাহত রাখা ইত্যাদি দায়িত্ব কি শরণার্থী হাইকমিশন নেবে, নাকি জাতিসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত কোনো বিশেষ দল বা দপ্তর নেবে, তা নির্ধারণ করা জরুরি।

এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার জন্য দূরদর্শী পরিকল্পনা, দক্ষ কূটনীতি ও সব অংশীদারের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় একান্ত আবশ্যক। এটা সবাই জানে যে মিয়ানমারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার প্রায় সবটুকু ক্ষমতা রাখে চীন। চীনের সঙ্গে সম্ভাবনাময় বাণিজ্যিক সম্পর্ককে ঘিরে বাংলাদেশ কি সেই ক্ষমতা কাজে লাগাতে চীনকে রাজি করাতে পারে না? আঞ্চলিক ফোরামগুলোকেও অতীতে বাংলাদেশ কখনো কাজে লাগায়নি। রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আসিয়ান, ওআইসি, সার্ককে পাশে পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের এখন কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

বিশ্ব দেখেছে জাতিসংঘে রোহিঙ্গা বিষয়ের প্রস্তাবে যেভাবে চীন ও রাশিয়া ভেটো দেয়, ঠিক সেভাবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয় ফিলিস্তিন ইস্যুতে। তারপরও বাংলাদেশকে আমেরিকা, চীন, রাশিয়া—সব কটি বৃহৎ শক্তিকে পাশে নিয়েই রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিতে হবে।

নিরাপদ অঞ্চল না হওয়া অবধি পুনর্বাসন চলতে পারে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা ও শরণার্থী হাইকমিশনের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের কাজ করে আসছে। তবে সেটি খুব ক্ষুদ্র পরিসরে। আন্তর্জাতিক মহলে প্রধান উপদেষ্টার বিপুল গ্রহণযোগ্যতাকে পুঁজি করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশে রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের কাজকে বেগবান করা যেতে পারে। আর তা অন্য দেশগুলোকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তবে নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ ও পুনর্বাসন—এ দুটি ধারাবাহিকভাবে নয়, সমান্তরালভাবে চলতে হবে। সেই সঙ্গে এ-ও মনে রাখতে হবে যে পুনর্বাসন কখনো গণহত্যার জবাব হতে পারে না। সুতরাং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, লবিং ইত্যাদি অব্যাহত রাখা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাম্বিয়া উদ্যোগটি শুরু করলেও বাংলাদেশের এখন আর নিষ্ক্রিয় থাকার সময় নেই।

রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল কেবল এই জনগোষ্ঠীর অনিশ্চিত, অনিরাপদ, আশাহীন জীবনের অবসান ঘটাবে। সেই সঙ্গে তা বাংলাদেশের নিজের জন্য এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্যও সবচেয়ে বাস্তব পদক্ষেপ হওয়া উচিত।

● **ড. ইশরাত জাকিয়া সুলতানা** শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
● **ড. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ** সাধারণ সম্পাদক, আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

ট্রাম্প হারলেও ট্রাম্পবাদ থেকে যাবে

রিড গ্যালেন

ইউভাল নোয়া হারারি তাঁর *নেক্সাস : আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব ইনফরমেশন নেটওয়ার্কস ফ্রম দ্য স্টোন এজ টু এআই* বইটির ভূমিকায় লিখেছেন, 'আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারি না, যেসব সংবাদমাধ্যম বিভ্রান্তি ছড়ায়, তারা সব সময়ই ব্যর্থ হতে বাধ্য।' আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এ বক্তব্যের গুরুত্ব স্পষ্ট। রিপাবলিকান পার্টির রাজনৈতিক শাখায় পরিণত হওয়া 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' (মাগা) আন্দোলনটি একটি বিভ্রান্তিকর আন্দোলন। এর নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তিনি যদি আবার ক্ষমতায় আসেন, তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে।

এই বাস্তবতা প্রায় সবাই জানেন। তারপরও জরিপগুলো ট্রাম্পের প্রায় ৫০ শতাংশ জনসমর্থন দেখাচ্ছে। উগ্র, আপত্তিকর, উদ্ভট এবং স্পষ্টতই বিপজ্জনক বক্তব্যের জন্য ট্রাম্প বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠার পরও এই ফলাফল দেখা গেলে তা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। 'মাগা' আন্দোলনের মানুষকে মোহগ্রস্ত করে নিজের দিকে টানার ক্ষমতা আছে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, আমেরিকার অর্ধেক ভোটার মনে করেন, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের চেয়ে বেশি উপযুক্ত।

ট্রাম্প-সমর্থকদের প্রত্যেকেই হয়তো ট্রাম্পকে সমর্থন করার পেছনে একই কারণ দেখাবেন না; কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটি সাধারণ মিল রয়েছে। সেটি হলো, তাঁরা সবাই ডানপন্থী প্রচারণার প্রবল প্রভাবে দীর্ঘদিন ধরে মোহগ্রস্ত হয়ে আছেন। এসব ভোটার এক দশক ধরে ট্রাম্পের এমন সব উদগ্র ও বিষাক্ত বক্তব্য শুনে আসছেন, যা কিনা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ মাত্র। আমেরিকানরা প্রায় ৫০ বছর ধরে প্রয়াত রাশ লিম্বোর (প্রভাবশালী আমেরিকান রেডিও ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার, যিনি যুক্তরাষ্ট্রে ডানপন্থী চিন্তাধারা প্রচার করতেন) ঘৃণামূলক কথাবার্তা শুনেছেন এবং প্রায় ৩০ বছর ধরে ফক্স নিউজের একঘেয়ে মুখগুলোকে মিথ্যা ছড়াতে এবং বিভেদ উসকে দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান নেতাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এখন ট্রাম্প নামক দানবটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ট্রাম্পের নেতৃত্বে 'কনজারভেটিভ' আন্দোলন তাদের সর্বনিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটানোর প্ল্যাটফর্ম পেয়ে গেছে। রক্ষণশীল মিডিয়ায় ট্রাম্প স্থায়ী মঞ্চ পেয়ে গেছেন। ২০১৫ সালে ট্রাম্প যখন ট্রাম্প টাওয়ারের সেই 'স্বর্ণালি' এসকেলেটরে নেমে আসেন এবং তাঁর প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার ঘোষণা দেন, তখন দেখা যায়, যাঁরা ডানপন্থী মিডিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছেন এবং এর সুবিধা ভোগ করেছেন, তাঁরা ট্রাম্পের দ্বারা সমালোচিত, অবহেলিত ও অপমানিত হচ্ছেন। অন্যদিকে ট্রাম্পের সমর্থকেরা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন।

অর্থাৎ ট্রাম্পের উত্থান কনজারভেটিভ আন্দোলন ও মিডিয়ার গতিপথে একটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। একদিকে প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকানরা নিজস্ব অবস্থান হারাচ্ছেন, অন্যদিকে ট্রাম্পের রাজনৈতিক স্টাইল ও ব্যক্তিত্ব তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

ডোনাল্ড ট্রাম্প

২০১৬ সালে মূলত আমেরিকার তথ্যজগৎকে কবজা করার মাধ্যমে ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেছিলেন। সে সময় তিনি ও তাঁর সঙ্গে উঠে আসা মাগা রাজনীতিকেরা ডানপন্থী প্রচারমাধ্যমে প্রায় সীমাহীন সম্প্রচার সময় পেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য যতই অযৌক্তিক বা অদ্ভুত হোক না কেন, সে বক্তব্যকে স্বাভাবিক বলে প্রচার করা হয়েছিল। এমনকি এসব বক্তব্যের 'সত্যতা'র প্রশংসাও করা হয়েছিল। শুধু কনজারভেটিভ মিডিয়াই ট্রাম্পের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি স্থির রেখেছিল, তা নয়। 'যদি হানাহানি হয়, তাহলে সেটিই প্রধান খবর'—নিউজ রিপোর্টিংয়ের এই মৌলিক নীতি অনুসরণ করে প্রথাগত মিডিয়া ট্রাম্প ও তার মাগা আন্দোলনের রাজনৈতিক বিভাজনের ওপর নিয়মিত খবর প্রকাশ করেছে।

তখনকার সিবিএস টেলিভিশন চ্যানেলের চেয়ারম্যান লেস মুনভেস ২০১৬ সালে বলেছিলেন, ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার 'আমেরিকার জন্য ভালো নয়', কিন্তু তাঁকে এয়ারটাইম দেওয়া 'মিডিয়া কোম্পানির জন্য খুব ভালো'। ডানপন্থী মিডিয়ার সাফল্য অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বামপন্থীরা। ডানপন্থীরা তাদের উদ্দেশ্য প্রচারে যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বনের যে প্রবণতা দেখিয়েছে, বামপন্থীরা তেমনটা করেনি।

উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই প্রগতিশীল চিন্তার উর্বর ভূমি নয়। বামপন্থী প্রতিষ্ঠানের অভাব ডানপন্থী মিডিয়াগুলোকে এমন ধারণা ও নীতি প্রচারের সুযোগ করে দিয়েছে, যা আমেরিকান জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় নয়। নির্বাচনী দৃষ্টিকোণ থেকে রিপাবলিকান প্রচারকারীরা ইতিমধ্যেই ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ভোটারদের প্রায় অর্ধেকের কাছে অবিশ্বস্ত করে তুলতে পেরেছে। এমনকি যারা ডেমোক্র্যাটদের সুযোগ দিতে ইচ্ছুক, তারাও ছোটখাটো ত্রুটি খুঁজে দেখছে, যা রিপাবলিকানদের দীর্ঘদিনের প্রচারিত আতঙ্কের বার্তাকে সত্যি বলে প্রমাণ করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো, এটাই কি ট্রাম্পকে দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট হবে কি না। যদি ভোটাররা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আমেরিকা কিছুটা সময় পাবে। কিন্তু তা খুব বেশি সময়ের জন্য নয়। কারণ, পরবর্তী চার বছরে মাগা মিডিয়া আরও কট্টর, বিশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণহীন হবে এবং তারা কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ চালাবে।

● **রিড গ্যালেন** দ্য লিংকন প্রজেক্টের সহপ্রতিষ্ঠাতা

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান, মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৫

 # এক কথায় উত্তর

২৩. $(3x-5)^2 = 0$ সমীকরণকে ax^2+bx+c-এর সঙ্গে তুলনা করলে a, b ও c-এর মান কত?
২৪. $2x^2-11x+9 = 0$ সমীকরণের নিশ্চায়কের মান কত?
২৫. $px^3-6x+9 = 0$ সমীকরণের নিশ্চায়ক 0 হলে, p-এর মান কত?
২৬. অসমঞ্জস সমীকরণ জোটের সমাধান সংখ্যা কত?
২৭. $5x-10y = 6$, $x-2y = 4$ সমীকরণ জোটের লেখচিত্র কেমন হবে?
২৮. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 36 বর্গ সেমি এবং এর ভূমি উচ্চতার দ্বিগুণ হলে, ভূমির দৈর্ঘ্য কত সেমি?
২৯. দুটি ক্রমিক ধনাত্মক সংখ্যার বর্গের অন্তর 9 হলে সংখ্যা দুটি কত?
৩০. কোনো বিন্দুর ভুজ -2 এবং ভুজ ও কোটির সমষ্টি 7 হলে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত?

অধ্যায় ৬

১. 'Trigonometry' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ হতে এসেছে?
২. 'Trigonometry' তে 'gon' শব্দটি কী অর্থ বহন করে?
৩. 'Metron' শব্দটির অর্থ কী?
৪. কোন ত্রিভুজে পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করা যায়?
৫. 30° কোণের সাপেক্ষে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহুর মান 4 সেমি হলে, ত্রিভুজটির বিপরীত বাহুর মান কত সেমি?
৬. একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণের মান 30° হলে, বিপরীত বাহু ও সন্নিহিত বাহুর অনুপাত কত?
৭. ভূমিতলের ওপর লম্ব রেখাকে কী বলে?
৮. ভূ-রেখার অপর নাম কী?
৯. $\tan\theta = \frac{4}{5}$ হলে $\sin\theta + \cos\theta$ = কত?
১০. $\cos\theta$ কোন দুটি বাহুর অনুপাত?
১১. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহুর নাম কী?
১২. $\tan\theta$ ও $\cot\theta$ এর মধ্যে সম্পর্ক কী?
১৩. $\frac{\tan 30^\circ}{\cot 30^\circ}$ এর মান কত?
১৪. $\mathrm{Cosec}\theta = \frac{13}{5}$ হলে, $\cot\theta . \sec\theta$ এর মান কত?
১৫. $\mathrm{Cosec}(90^\circ-\theta)$ এর মান $\frac{4}{3}$ হলে, $(1-\sec\theta)$ এর মান কত?
১৬. $\mathrm{Cosec}\theta = x$ হলে, $\cot\theta$ এর মান কত?
১৭. ভূ-সমান্তরালের সঙ্গে উলম্বভাবে থাকা বাহুটি কী নামে পরিচিত?
১৮. ভূমি জরিপ ও প্রকৌশল কাজে কারা ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করত বলে ধারণা করা হয়?
১৯. $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ এর জন্য $\sin\theta$ এর মান সর্বোচ্চ মান কত?
২০. কোনো সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ও অতিভুজের অন্তর্গত কোণ 45° হলে লম্ব ও ভূমির মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে?

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৫ : ২৩. a = 9, b = -30, c = 25, ২৪. 49, ২৫. 1, ২৬. শূন্য (০), ২৭. সমান্তরাল সরলরেখা, ২৮. 12, ২৯. 4, 5, ৩০. (-2, 9).

অধ্যায় ৬ : ১. গ্রিক, ২. ধার, ৩. পরিমাপ, ৪. সমকোণী ত্রিভুজ, ৫. $\frac{4}{\sqrt{3}}$, ৬. $\frac{1}{\sqrt{3}}$, ৭. ঊর্ধ্বরেখা, ৮. শয়নরেখা, ৯. $\frac{9}{\sqrt{41}}$, ১০. সন্নিহিত বাহু/অতিভুজ, ১১. অতিভুজ, ১২. $\tan\theta = \frac{1}{\cot\theta}$, ১৩. $\frac{1}{3}$, ১৪. $\frac{13}{5}$, ১৫. $-\frac{1}{3}$, ১৬. $\sqrt{x^2-1}$, ১৭. বিপরীত বাহু, ১৮. মিসরীয়রা, ১৯. 1, ২০. লম্ব = ভূমি।

ইংরেজি

Experience-9

ইকবাল খান, *প্রভাষক*
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

Answer to the question no A

a. iv. A responsible student prioritizes attending classes regularly and being punctual.
b. i. the main duty c. iii. inevitalbly
d. ii. being a responsible student
e. iv. being politically aware

B.

a. What do responsible students take?
b. What is essential to understand regarding asking for assistance?
c. How can a learner demonstrate maturity, accountability, and a commitment to his study?
d. How can a student develop time management skills?
e. What is essential for a responsible student?

Answer to the question no B

a. A responsible student takes the ownership of their studies, demonstrate accountably, and actively contributes to the learning environment.
b. It is essential to understand that asking for assistance is a sign of strength and maturity.
c. By managing his time, actively engaging with the classroom teaching- learning , and seeking assistance, a leaner can demonstrate maturity, accountability, and a commitment to his study.
d. By creating a schedule or a 'to-do' list to prioritize tasks a student can develop time management skills.
e. Taking responsibility for own learning by actively participating in classroom activities is essential for a responsible student.

C. Below is a table with two columns. In the left column there are words from the passage, and in the right column , there are definitions of them. Match each word with the correct definition by writng the corresponding letter.

Column A (word)	Column B (definition)
i. Academic	a. to make sure
ii. Awareness	b. plan of something
iii. Ensure	c. The act of promoting
iv. Schedule	d. the state of becoming alert
v. Foster	e. related to education

Answer to the question no C

i. = e, ii. = d, iii. = a, iv. = b, v. = c

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১২. সূর্যকে কেন্দ্র করে মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর মতো করে ঘুরতে থাকে। এর গতি—
i. সরল গতি ii. ঘূর্ণন গতি
iii. পর্যাবৃত্ত গতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৩. নিচের কোনটি পর্যাবৃত্ত গতি?
ক. দোলনার গতি
খ. ট্রেনের গতি
গ. ছুড়ে মারা বলের গতি
ঘ. নদীর স্রোতের গতি
১৪. একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বস্তু যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে, তা থেকে আমরা কী নির্ণয় করতে পারি?
ক. বস্তুটির ভর
খ. বস্তুটির তাপমাত্রা
গ. বস্তুটির বেগ
ঘ. বস্তুটির আয়তন
১৫. একটি বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব মিটার এককে এবং এতে প্রয়োজনীয় সময় সেকেন্ড এককে পরিমাপ করলে বস্তুটির বেগের একক কী হবে?
ক. মিটার খ. সেকেন্ড
গ. মিটার/মিনিট ঘ. মিটার/সেকেন্ড
১৬. কোন বস্তুর বেগ সর্বোচ্চ কিসের বেগের সমান হতে পারে?
ক. বাতাসের খ. আলোর
গ. পৃথিবীর ঘ. শব্দের
১৭. চলমান একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা না হলে এর বেগের মানের কী ঘটবে?
ক. পরিবর্তন হবে
খ. একই থাকবে
গ. শূন্য হবে
ঘ. প্রথমে বৃদ্ধি পেয়ে তারপর হ্রাস পাবে
১৮. বস্তুর বেগ কয় ভাগে পরিবর্তন করা যায়?
ক. দুইভাবে খ. তিনভাবে
গ. চারভাবে ঘ. পাঁচভাবে
১৯. বলকে বোঝার জন্য কোন রাশিটি ভালোভাবে বুঝতে হয়?
ক. ভর খ. সময়
গ. বেগ ঘ. তাপমাত্রা
২০. বেগ হ্রাস পাওয়ার অর্থ কী?
ক. ত্বরণ হয়েছে খ. মন্দন হয়েছে
গ. ভর বৃদ্ধি পেয়েছে
ঘ. অতিক্রম দূরত্ব কমে গেছে
২১. কোন বৈজ্ঞানিক সূত্রের মাধ্যমে বলকে ত্বরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়?
ক. নিউটনের সূত্র
খ. আইনস্টাইনের সূত্র
গ. আর্কিমিডিসের সূত্র
ঘ. কেপলারের সূত্র
২২. একটি রডকে বাঁকাতে হলে এর ওপর কী প্রয়োগ করতে হবে?
ক. বল খ. ত্বরণ
গ. বেগ ঘ. টান

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৩ : ১২. গ ১৩. ক ১৪. গ ১৫. ঘ ১৬. খ ১৭. খ ১৮. ক ১৯. গ ২০. খ ২১. ক ২২. ক

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

জাহেদ হোসেন, *সিনিয়র শিক্ষক*
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২, পরিচ্ছেদ ২

 # যাত্রা (গল্প)

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. আসগার প্রফেসর রায়হানকে কয় দিন থেকে যেতে বলল?
ক. ১ দিন খ. ২ দিন
গ. ৩ দিন ঘ. ৪ দিন
১৮. এক ভদ্রলোক নৌকা থেকে কয়টি সুটকেস নামাচ্ছিলেন?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি
১৯. ইন্টেরিয়র শব্দের অর্থ কী?
ক. ওপরের দিকে খ. নিচের দিকে
গ. সামনের দিকে ঘ. ভেতরের দিকে
২০. কম্বায়োটিক কী?
ক. একধরনের বিষ খ. একধরনের ওষুধ
গ. একধরনের বন্দুক ঘ. একধরনের শকুন

 # শব্দের উচ্চারণ

২১. নিচের কোনটি 'সাহস' শব্দের সঠিক প্রমিত উচ্চারণ?
ক. শাহোশ্ খ. শাহোস্
গ. সাহোশ্ ঘ. শাহশ্
['সাহস' শব্দের সঠিক প্রমিত উচ্চারণ 'শাহোশ্']
২২. অঞ্চলভেদে ভাষার রূপবৈচিত্র্যকে কী বলে?
ক. সাধু ভাষা খ. চলিত ভাষা
গ. প্রমিত ভাষা ঘ. আঞ্চলিক ভাষা
২৩. সাধারণ মানুষের প্রথম ভাষা কোনটি?
ক. সাধু ভাষা খ. চলিত ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. প্রমিত ভাষা
২৪. গল্প, উপন্যাস ও নাটকের চরিত্রের মুখে কোন ভাষার প্রয়োগে সে চরিত্র অধিক বিশ্বস্ত ও বাস্তব হয়ে ওঠে?
ক. প্রমিত ভাষার প্রয়োগে
খ. আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে
গ. সাধু ভাষার প্রয়োগে
ঘ. চলিত ভাষার প্রয়োগে
২৫. কোন ভাষা সব অঞ্চলের মানুষ সহজে বুঝতে পারে?
ক. সাধু ভাষা খ. চলিত ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. প্রমিত ভাষা
২৬. ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য রূপের নাম কী?
ক. সাধু ভাষা খ. চলিত ভাষা
গ. প্রমিত ভাষা ঘ. আঞ্চলিক ভাষা
২৭. প্রমিত ভাষার কয়টি রূপ আছে?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি
২৮. কোন ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগে কিছু সমস্যা তৈরি করে?
ক. প্রমিত ভাষা খ. আঞ্চলিক ভাষা
গ. সাধু ভাষা ঘ. চলিত ভাষা
২৯. আনুষ্ঠানিক কথা বলার সময়ে কোন ভাষা ব্যবহৃত হয়?
ক. কথ্য আঞ্চলিক খ. লেখ্য আঞ্চলিক
গ. কথ্য প্রমিত ঘ. লেখ্য প্রমিত

সঠিক উত্তর

১৭. খ ১৮. ক ১৯. ঘ ২০. খ ২১. ক ২২. ঘ ২৩. গ ২৪. খ ২৫. ঘ ২৬. গ ২৭. ক ২৮. খ ২৯. গ

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

প্রবন্ধ : মানুষ মুহম্মদ (স.)

১৫. 'হুদায়বিয়া' কী?
ক. একটি নগরী খ. একটি উর্বর প্রদেশ
গ. একটি যুদ্ধক্ষেত্র ঘ. একটি সন্ধিপত্র
১৬. 'সাফা' ও 'মারওয়া' কী?
ক. দুটি যুদ্ধক্ষেত্র খ. দুটি ছোট পাহাড়
গ. দুটি সন্ধিক্ষেত্র
ঘ. দুটি সীমান্ত এলাকা
১৭. হযরত মুহম্মদ (স.) কী হিসেবে তাঁর জীবন রূপায়িত করেছেন?
ক. প্রেম ও দয়ার মূর্ত প্রতীক
খ. মানুষের অনুকরণীয়
গ. ক্ষমার মূর্ত প্রতীক
ঘ. মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ
১৮. 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য কী?
ক. ইসলামের শিক্ষা আলোচনা করা
খ. মহানবির গুণাবলি আলোচনা
গ. মহানবির অলৌকিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা
ঘ. মানুষ হিসেবে মহানবির বৈশিষ্ট্য আলোচনা
১৯. সত্যের নিবিড় সাধনায় হযরতের চরিত্র কেমন হয়ে উঠেছিল?
ক. কঠোর খ. দুর্বল
গ. প্রতিবাদী ঘ. মধুর
২০. 'যে বলিবে হযরত মরিয়াছে, তাহার মাথা যাইবে।'—উক্তিটি কার?
ক. হযরত আবুবকর (রা.)-এর
খ. হযরত ওমর (রা.)-এর
গ. হযরত উসমান (রা.)-এর
ঘ. হযরত আলী (রা.)-এর
২১. 'তিনি রাসুল কিন্তু তিনি মানুষ'—এ কথা বৃদ্ধ হযরত আবুবকর (রা.) কাদের বুঝিয়েছেন?
ক. বিধর্মীদের
খ. মূর্ছিত মুসলিমদের
গ. হযরত ওমর (রা.)-কে
ঘ. পৌত্তলিকদের

সঠিক উত্তর

১৫. গ ১৬. খ ১৭. ঘ ১৮. ঘ ১৯. ঘ ২০. খ ২১. খ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : বাংলা, ডিজিটাল প্রযুক্তি
- **ষষ্ঠ শ্রেণি** : বিজ্ঞান
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, কৃষিশিক্ষা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা** : ইংরেজি
- **নোটিশ বোর্ড** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক-এমএড ও এমএড প্রোগ্রামে ভর্তির তথ্য

ইংরেজি ২য় পত্র | Prefixes and Suffixes

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, *সহকারী অধ্যাপক*
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

 # Complete the text adding suffixes, prefixes or the both with the root words given in the parenthesis.

4.

Road accidents have (a) ___ (recent) ___ become a regular phenomenon in our country. As a result of the accidents, many persons fall victim to (b) ___ (timely) ___ death. It is reported that most of the accidents occur because of the (c) ___ (violate) ___ of traffic rules by (d) ___ (skilled) ___ drivers and (e) ___ (conscious) ___ passers-by. Many (f) ___ (licensed) ___ and (g) ___ (fault) ___ vehicles run on the streets. These vehicles (h) ___ (danger) ___ the (i) ___ ___ (safe) — of passengers and the passers-by. But many of us are (j) ___ (aware) ___ of this danger. So, the government has to take strict steps against this (k) ___ (manage) ___ and (l) ___ (disorder) ___ situation on the road. Otherwise, road accidents will go on taking away life (m) ___ (day) ___. At the same time, we all should move on the road (n) ___ (care) ___.

Answer: a. recently; b. untimely; c. violation; d. unskilled; e. unconscious; f. unlicensed; g. faulty; h. endanger; i. safety; j. unaware; k. mismanagement; l. disorderly; m. everyday; n. carefully.

5.

Bangladesh is an (a) ___ (dependent) ___ country, but she is still burdened with poverty, (b) ___ (population) ___, (c) ___ (employ) ___, corruption, food (d) ___ (deficient) ___, natural calamities, power crisis, etc. Considering all these, the present (e) ___ (govern) ___ has aimed at making a digital Bangladesh to (f) ___ (come) most of these problems. The actual aim of (g) ___ (digit) ___ Bangladesh is to establish technology-based government, which will emphasize the overall (h) ___ (develop) ___ of the country, and the nation. The country has (i) ___ (ready) ___ fixed its target for the (j) ___ (achieve) ___ of digital Bangladesh. By establishing digital Bangladesh, we will be able to enhance (k) ___ (transparent) ___ and (l) ___ (account) ___. As a result, (m) ___ (corrupt) ___ will be (n) ___ (remark) ___ reduced.

Answer: a. independent; b. overpopulation; c. unemployment; d. deficiency; e. government; f. overcome; g. digital; h. development; i. already; j. achievement; k. transparency; l. accountability; m. corruption; n. remarkably.

6.

The books of famous (a) ___ (write) ___ are put on sale in the book fair. Most of the (b) ___ (visit) ___ buy books of different (c) ___ (publish) ___ Almost no visitor returns from the fair without making any purchase. The (d) ___ (buy) ___ like to buy at a fair price. Our book fair is always (e) ___ (crowd) ___. As (f) ___ (vary) ___ books are (g) ___ (play) ___ in a fair, the buyers get a scope to choose books. They buy their (h) ___ (choose) ___ books after a long search. This facility is (i) ___ (available) ___ in any place other than a book fair. A book fair is always (i) ___ (come) ___ to the students. A book fair plays a great role in our (k) ___ (culture) ___ development by creating (l) ___ (enthuse) ___ among the readers. New (m) ___ (write) ___ also get (n) ___ (introduce) ___ to the readers.

Answer: a. writers; b. visitors; c. publishers; d. buyers; e. crowded; f. various; g. displayed; h. chosen; i. unavailable; j. welcoming; k. cultural; l. enthusiasm; m. writers; n. introduced.

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

কৃষিশিক্ষা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

১৪৯. কাফ স্টার্টার কী?
ক. মুরগির খাদ্য খ. পাখির খাদ্য
গ. বাছুরের খাদ্য ঘ. হাঁসের খাদ্য
১৫০. FCR-এর মান কম হলে—
i. খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়
ii. খাদ্যের গুণগত মান ভালো হয়
iii. অধিক মাছ উৎপাদন করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৫১. ক্লোরেলা বেঁচে থাকে—
i. অক্সিজেন ত্যাগ করে
ii. পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড আহরণ করে
iii. পানিতে দ্রবীভূত জৈব নাইট্রোজেন আহরণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৫২. মিল্ক রিপ্লেসারে—
i. ২০% আমিষ থাকে
ii. ১৭% শর্করা থাকে
iii. ১০% অধিক চর্বি থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৫৩. কাফ স্টার্টার হলো—
i. দানাদার খাদ্য
ii. ১০% এর কম আঁশযুক্ত খাদ্য
iii. তরল খাদ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৫৪. বিনা চাষে উৎপাদন হয়—
i. পান ii. ভুট্টা
iii. ডাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৫৫. প্রতিবছরই নদীভাঙন হয়—
i. চাঁদপুর ii. সিরাজগঞ্জ
iii. গোয়ালন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ১ : ১৪৯. গ ১৫০. গ ১৫১. গ ১৫২. খ ১৫৩. ক ১৫৪. ঘ ১৫৫. ঘ

নোটিশ বোর্ড

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন কার্ড প্রিন্ট ও সংশোধনের তথ্য

■ যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৮ম শ্রেণি ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন কার্ড অনলাইনে প্রদান করা হবে। ওই নিবন্ধন কার্ড ৩০-১১-২০২৪ তারিখের মধ্যে অনলাইন থেকে প্রিন্ট করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিচে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ১৬-১০-২০২৪ থেকে ৩১-১০-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সংশোধন ফি ছাড়া এবং ১-১১-২০২৪ থেকে ৩০-১১-২০২৪ পর্যন্ত ৮ম শ্রেণির ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৮০০ টাকা করে ফি দিয়ে নিবন্ধন কার্ড সংশোধন করা যাবে।

নিবন্ধন কার্ড অনলাইন থেকে প্রিন্ট করার নিয়মাবলি :
১.যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.jashoreboard.gov.bd) ভিজিট করুন।
২. বাঁ পাশে Our Services থেকে JSC Reg card 2023 বাটনে ক্লিক করুন।
৩. প্রতিষ্ঠানের EIIN ও Password দিয়ে লগইন করুন।
৪. Session 2023 বাটনে ক্লিক করুন।
৫.Reg card All-এ ক্লিক করে সব কার্ড একসঙ্গে প্রিন্ট করুন।
৬. Reg card Partial বাটনে ক্লিক করুন। (Start শিক্ষার্থী আইডি ও End শিক্ষার্থী আইডি দিয়ে Submit বাটনে ক্লিক করে আংশিকভাবে কার্ড প্রিন্ট করুন)

নিবন্ধন কার্ডে নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ছবি ও জন্মতারিখ সংশোধনের নিয়মাবলি :
১. যশোর বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.jashoreboard.gov.bd) ভিজিট করুন।
২. বাঁ পাশে Our Service থেকে Institute Panel বাটনে ক্লিক করুন।
৩. প্রতিষ্ঠানের EIIN ও Password দিয়ে লগইন করুন।
৪. বাঁ পাশের মেনু থেকে Registration Corrcetion EIGHT 2023 মেনুতে ক্লিক করুন।
৫. শ্রেণি নির্বাচন করে Student ID দিয়ে Find বাটনে ক্লিক করুন।
৬. ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করে Submit করুন।
৭. Print Sonali Sheba বাটনে ক্লিক করে সোনালী সেবা প্রিন্ট করে সোনালী ব্যাংকে ফি জমা করুন।

৮ম শ্রেণি ২০২৩ সালের নিবন্ধন কার্ডে নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ছবি ও জন্মতারিখে কোনো প্রকার ভুলত্রুটি দেখা গেলে সংশোধনসহ ফ্রেশ নিবন্ধন বাবদ শিক্ষার্থীপ্রতি ৮০০ টাকা ফি প্রদান করে অবশ্যই সংশোধন করে নিতে হবে। অন্যথায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভুল সংশোধন না করলে তার সব দায় প্রতিষ্ঠানপ্রধানের ওপর বর্তাবে।

কোনো নিবন্ধন কার্ড পাওয়া না গেলে Student Management থেকে Final Submit নিশ্চিত করুন।

বিস্তরিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.jashoreboard.gov.bd

জেড শ্রেণিতে আরও দুই কোম্পানি | পরপর দুই বছর লভ্যাংশ না দেওয়ায় মেট্রো স্পিনিং ও পেনিনসুলার শেয়ারকে জেড শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শেয়ারবাজার সংবাদ

৩৫% লভ্যাংশ দেবে এসিআই লিমিটেড

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

এসিআই লিমিটেড গত ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ সময়ের জন্য কোম্পানিটি সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মোট ৩৫ শতাংশ লভ্যাংশ দেবে। এর মধ্যে ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ, বাকি ১৫ শতাংশ বোনাস। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ঘোষণায় এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে সোমবার কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সর্বশেষ হিসাব বছরে কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ারপ্রতি লোকসান হয়েছে ১৮ টাকা ২৫ পয়সা, যা আগের বছরে ছিল ৬ টাকা ৪৭ পয়সা। ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ছিল ৯১ টাকা ১৭ পয়সা।

বেক্সিমকো ফার্মা ৪০% নগদ লভ্যাংশ দেবে

বাণিজ্য ডেস্ক

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ৪০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের এ লভ্যাংশ দেওয়া হবে। সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব অর্থবছরে আর্থিক প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করে গত সোমবার কোম্পানিটির পর্ষদ সভায় এ লভ্যাংশ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ডিএসইর তথ্যানুসারে, ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ারপ্রতি মুনাফা হয়েছে ১৩ টাকা ৭ পয়সা। আগের সমাপ্ত হিসাব ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি মুনাফা ছিল ১০ কোটি ৩৪ পয়সা। গত অর্থবছরে সমন্বিত শেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ হয়েছে ১৮ টাকা ৭৫ পয়সা। আগের বছরে শেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ ছিল ১৩ টাকা ৬৪ পয়সা। কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ারপ্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০৭ টাকা ৪৮ পয়সা, যা আগের বছরে ছিল ৯৭ টাকা ৯১ পয়সা।

ফু-ওয়াং সিরামিক ২% নগদ লভ্যাংশ দেবে

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ গত ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য ২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। গত সোমবার কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে সর্বশেষ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সর্বশেষ হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি ২০ পয়সা মুনাফা করেছে। আগের বছর করেছিল ২৬ পয়সা। গত ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ছিল ১১ টাকা ৯৭ পয়সা।
এই লভ্যাংশ ফু-ওয়াং সিরামকসের উদ্যোক্তা পরিচালকদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

হিমাগারে আলু বাছাই হিমাগারে আলু বাছাই করছেন শ্রমিকেরা। বর্তমানে হিমাগার পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু ৫০ টাকা বিক্রি হয়। গতকাল মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার দানিয়াপাড়া এলাকায়। ছবি : আশরাফুল আলম

আসছে একগুচ্ছ নীতি সহায়তা

শেয়ারবাজার

সাংবাদিকদের সঙ্গে গতকাল পুঁজিবাজার বিষয়ে মতবিনিময়কালে এ কথা জানান বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারের উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি সহায়তা দিতে আগামী দুই দিনের মধ্যে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এসব সহায়তার আওতাভুক্ত হবেন ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারী, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, উচ্চ সম্পদশালী বিনিয়োগ ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা।

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ গতকাল মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা জানান। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। আরও উপস্থিত ছিলেন বিএসইসির কমিশনার মু. মোহসিন চৌধুরী, মো. আলী আকবর ও ফারজানা লালারুখ, নির্বাহী পরিচালক মো, মাহবুবুল আলম ও মোহাম্মদ রেজাউল করিম।

বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, অর্থ উপদেষ্টা দেশে ফিরেছেন। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সমন্বিতভাবে শেয়ারবাজারের উন্নয়নে নীতি সহায়তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যার মধ্যে কিছু থাকবে স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য, আর কিছু বিষয় মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে।

যেসব নীতি পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, বাজারে তারল্য সরবরাহ বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তহবিল জোগানে সহায়তা, জরিমানার মাধ্যমে বিএসইসির আদায় করা অর্থ বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি ভালো ও লাভজনক কোম্পানিগুলোকে দ্রুত বাজারে আনতে দ্রুত আইপিও আইন সংস্কার ও কর প্রণোদনার ব্যবস্থা করা, শেয়ারবাজারে লেনদেন নিষ্পত্তির সময় কমিয়ে এক দিনে নামিয়ে আনা, ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরিমাণ অনাদায়ি পুঞ্জীভূত ঋণাত্মক ঋণ (নেগেটিভ ইকুইটি) রয়েছে চূড়ান্তভাবে সেগুলোর নিষ্পত্তি করা, উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তিদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা ও মূলধনি মুনাফার করহার কমানো, শেয়ার পুনঃক্রয়ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভবিষ্যতে আর কখনো ফ্লোর প্রাইস আরোপ না করা, সুশাসন ও আইনের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করা।

> চলতি সপ্তাহের মধ্যেই উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সমন্বিতভাবে বাজারের উন্নয়নে নীতি সহায়তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।
>
> **খন্দকার রাশেদ মাকসুদ**
> চেয়ারম্যান বিএসইসি

বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু কারণে শেয়ারবাজারে বড় দরপতন হয়েছে। এ অবস্থায় বাজারের উন্নয়নে তিনটি বিষয় মাথায় রেখে সরকারের সঙ্গে আলোচনা হবে। এগুলো হলো বিনিয়োগকারীর সুবিধা, বাজার মধ্যস্থতাকারীদের সমস্যার সমাধান ও বাজারের গভীরতা বৃদ্ধি। বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আগ্রহ বাড়াতে কর সুবিধা দেওয়া এবং ভালো কোম্পানিকে তালিকাভুক্তিতে আগ্রহী করতে কর প্রণোদনা বৃদ্ধি করা দরকার। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, সেটি কীভাবে ও কাদের দেওয়া হবে—এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা হবে। আইসিবিকে তহবিল সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হবে। এ ছাড়া শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিষয়ে কী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তা নিয়েও সরকারের সঙ্গে আলোচনা হবে।

বাজার পরিস্থিতি

এদিকে টানা দরপতনে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৫ হাজারের নিচে নেমে আসার পর গতকাল সূচকের বড় উত্থান হয়েছে। এদিন ডিএসইএক্স সূচকটি ১১৯ পয়েন্ট বা প্রায় আড়াই শতাংশ বেড়ে আবারও ৫ হাজারের মাইলফলক ছাড়িয়েছে। গতকাল ডিএসইতে লেনদেন হওয়া ৩৯৪ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১২টিরই দাম বেড়েছে, কমেছে ৫৭টির আর অপরিবর্তিত ছিল ২৫টির দাম।

তবে সূচকের বড় উত্থান হলেও লেনদেন আগের দিনের চেয়ে কমেছে। এদিন ঢাকার বাজারে লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৪৭ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১০ কোটি টাকা কম। বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, টানা পতনের পর গতকাল শেয়ারের দাম বাড়তে থাকায় বিক্রির চাপ কমে যায়। তাতে একদিকে লেনদেন কম হয়েছে, অন্যদিকে কিছু কোম্পানির শেয়ারের দাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে।

শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির গতি কমেছে সবচেয়ে বেশি

এপ্রিল-জুন প্রান্তিক

প্রতীক বর্ধন, *ঢাকা*

সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিক এপ্রিল-জুনে দেশের শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির গতি অনেকটা কমে গেছে। আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় তা আড়াই গুণ কমেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যানুসারে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে দেশের শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৯৮ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১০ দশমিক ১৬ শতাংশ, অর্থাৎ গত অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে প্রবৃদ্ধি কমেছে ২ দশমিক ৫৫ গুণ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। সে হিসাবে গত জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকের চেয়ে এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে শিল্পের প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৫৭ গুণ কমেছে।

সরকারের আমদানি নিয়ন্ত্রণনীতি এবং শিল্পে গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকটের কারণে এই খাতে প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। তাঁদের মতে, জিডিপিতে শিল্প খাতের হিস্যা যখন ৩৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ, তখন এই খাতে প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গত সোমবার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিক এপ্রিল-জুনের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৯১ শতাংশ। এর আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ, অর্থাৎ সার্বিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধিও বেশ কমেছে।

বিবিএসের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে অবকাঠামো খাতের সংকোচন। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কয়েকটি উপখাতকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে- খনি ও খনন, শিল্পের উৎপাদন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সরবরাহ এবং অবকাঠামো। গত অর্থবছরের সর্বশেষ প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুলাই) মোট জিডিপিতে অবকাঠামো খাতের অবদান ছিল এক লাখ ৩২ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকার, যা আগের প্রান্তিকের চেয়ে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা কম। একইভাবে আগের প্রান্তিকের চেয়ে উৎপাদন কমেছে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার।

তবে গত অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে কৃষি খাতে। এই খাতে প্রবৃদ্ধির হয় ৫ দশমিক ২৭ শতাংশ। আর সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি হয়েছে সেবা খাতে, মাত্র ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে শিল্পের প্রবৃদ্ধি কমার সঙ্গে পরিসংখ্যানগত সংশোধনের প্রভাব আছে বলে মনে করেন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, অর্থনীতিবিদেরা সব সময় অভিযোগ করেছেন, পরিসংখ্যান ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়। আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে শিল্পে যে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে, তা বেশি বলেই মনে হয়। বার্ষিক হিসাব প্রকাশিত হলে পুরো চিত্র পাওয়া যাবে।

মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, দেশে ঋণের প্রবৃদ্ধি কম এবং বেসরকারি বিনিয়োগ স্থবির থাকলেও এত দিন উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। চতুর্থ প্রান্তিকে এসে যেটা দেখা গেল, সেটাই সম্ভবত বাস্তবতা। তাঁর মতে, প্রবৃদ্ধি কমার আরও কারণ রয়েছে। যেমন দেশে দুই বছরের বেশি সময় ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। সেই সঙ্গে সরকার আমদানিতে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করে রেখেছে। আমদানি কমে গেলে শিল্পের প্রবৃদ্ধি বাড়বে কী করে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিকে দেশের শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৮ দশমিক ২২ ও ২ দশমিক ৯১ শতাংশ, অর্থাৎ গত অর্থবছরে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার অনেকটা ওঠানামা করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে দেশের শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৫ দশমিক ৮০ শতাংশ, ১০ দশমিক ৫৫ শতাংশ ও ৬ দশমিক ৯১ শতাংশ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৪ দশমিক ৮২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে এই খাতে প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ৫ দশমিক ০৭, ৫ দশমিক ৭৮ ও ৩ দশমিক ৮১ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে তা ছিল যথাক্রমে ৯ দশমিক ৪৩, ৬ দশমিক ৩৭ ও ১ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

জিডিপি : কোন প্রান্তিকে কোন খাতে কত প্রবৃদ্ধি

প্রথম প্রান্তিক | দ্বিতীয় প্রান্তিক | তৃতীয় প্রান্তিক | চতুর্থ প্রান্তিক

কৃষি খাত
২০২২-২৩: ০.২২, ৩.৮৩, ১.৯২, ৬.৫৫
২০২৩-২৪ (সাময়িক): ০.৩৫, ৪.০৮, ৫.১৬, ৫.২৭

শিল্প খাত
২০২২-২৩: ৫.৮০, ১০.৫৫, ৬.৯১, ১০.১৬
২০২৩-২৪ (সাময়িক): ৮.২২, ২.৯১, ৬.২৫, ৩.৯৮

সেবা খাত
২০২২-২৩: ৯.৪৩, ৬.৩৭, ১.৪৫, ৪.৮২
২০২৩-২৪ (সাময়িক): ৫.০৭, ৫.৭৮, ৩.৮১, ৩.৬৭

সূত্র : বিবিএস

করপোরেট সংবাদ

এনসিসি ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান নূরুন নেওয়াজ

বিশিষ্ট শিল্পপতি ও উদ্যোক্তা মো. নূরুন নেওয়াজ এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। গত সোমবার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের এক সভায় তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। তিনি ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ড কনকা ও গ্রির উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রোমার্ট লিমিটেড এবং ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান। তিনি সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সাবেক চেয়ারম্যান। মো. নূরুন নেওয়াজ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) পরিচালক, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন সিআইপি। নূরুন নেওয়াজ সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আজীবন সদস্য এবং ঢাকা ক্লাব, গুলশান ক্লাব ও পূর্বাচল ক্লাব, ঢাকার সদস্য। তিনি ফেনী ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। **বিজ্ঞপ্তি**

মো. নূরুন নেওয়াজ, চেয়ারম্যান, এনসিসি ব্যাংক

যমুনা ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান রবিন রাজন সাখাওয়াত

রবিন রাজন সাখাওয়াত যমুনা ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। গত সোমবার ব্যাংকের ৪৫৩তম পর্ষদ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। তিনি দেশের বস্ত্র ও পোশাক খাতের একজন অন্যতম সফল ব্যবসায়ী। রবিন রাজন জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের গ্যোথে ইউনিভার্সিটি থেকে ২০০৯ সালে ফিন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি জার্মান-বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রবিনটেক্স গ্রুপের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেন। এটি নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। তিনি কম্পটেক্স (বাংলাদেশ) ও জার্মান-বাংলা কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ছিলেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তাঁকে ২০২১-২২ অর্থবছরে তরুণ করদাতা বিভাগে (৪০ বছরের নিচে) পঞ্চম সর্বোচ্চ করদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ ছাড়া তিনি ব্যাংকিং, লজিস্টিকস, প্রোপার্টি মার্কেটসহ বিভিন্ন শিল্পে জড়িত। **বিজ্ঞপ্তি**

রবিন রাজন সাখাওয়াত, চেয়ারম্যান, যমুনা ব্যাংক

প্রাইম ব্যাংক ও ডাচ্-বাংলা প্যাকের চুক্তি

পেরোল ব্যাংকিংয়ের বিষয়ে সম্প্রতি প্রাইম ব্যাংকের সঙ্গে ডাচ্-বাংলা প্যাক একটি চুক্তি করেছে। প্রাইম ব্যাংকের অতিরিক্ত এমডি ফয়সাল রহমান এবং ডাচ্-বাংলা প্যাকের এমডি আবদুল মুমিত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় প্রাইম ব্যাংকের হেড অব লায়াবিলিটি মামুর আহমেদ ও হেড অব কমার্শিয়াল ব্যাংকিং মো. আসিফ বিন ইদ্রিস এবং ডাচ্-বাংলা প্যাকের হেড অব ফাইন্যান্স আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সিনিয়র অফিসার মারিয়া তৃপ্তিসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

পুরোনো পদ্ধতিতে রিটার্ন দিতে চান কর আইনজীবীরা

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পুরোনো পদ্ধতিতে এবারও আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন দাখিলের সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছেন কর আইনজীবীরা। এই অনুরোধ জানিয়ে ঢাকা ট্যাক্সেস বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংগঠনটির সদস্যসচিব মনজুর হোসেন পাটোয়ারী গত সোমবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমানকে চিঠি দিয়েছেন।

২২ অক্টোবর এনবিআরের এক বিশেষ আদেশে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর সিটি করপোরেশন এলাকার সরকারি কর্মকর্তা, তফসিল ব্যাংক, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তাদের অনলাইনে রিটার্ন দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ঢাকা ট্যাক্সেস বার অ্যাসোসিয়েশনের চিঠিতে বলা হয়, এই আদেশ এমন এক সময়ে জারি করা হয়েছে, যখন আইনজীবীরা বহু রিটার্ন সনাতনী পদ্ধতিতে প্রস্তুত করে জমা দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন। অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় আইডি ও পাসওয়ার্ড এখনো আইনজীবীরা পাননি। অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নিতে পারেননি। নতুন পদ্ধতিতে রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিলের জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে নেই। এ ছাড়া এনবিআরের সার্ভারের ধীরগতি এবং স্বল্প সময়ে অনলাইনে রিটার্ন বড় অন্তরায় হতে পারে। ফলে রাজস্ব আহরণ বাধাগ্রস্ত হবে।

সমিতির চিঠিতে আরও বলা হয়, এসব কারণে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে কর আইনজীবীদের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিলকারী বহু করদাতার পক্ষে অনলাইনে রিটার্ন দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিবছর ১ জুলাই থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ব্যক্তিশ্রেণির করদাতারা আয়কর রিটার্ন জমা দিতে পারেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪-২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিলের জন্য অনলাইনব্যবস্থা চালু করা হয়।

জানা গেছে, গত সপ্তাহে অনলাইনে রিটার্ন জমা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অনলাইনে রিটার্ন জমায় করদাতাদের প্রবল আগ্রহ দেখে এনবিআর আশা করছে, চলতি অর্থবছরে অনলাইনে অন্তত ১৫ লাখ রিটার্ন জমা পড়বে।

যেভাবে রিটার্ন জমা দেওয়া যায়

অনলাইন রিটার্ন জমার ঠিকানা হলো www.etaxnbr.gov.bd। অনলাইনে রিটার্ন জমার আগে প্রথমে করদাতাকে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধন নিতে করদাতার নিজের টিআইএন ও বায়োমেট্রিক করা মোবাইল নম্বর লাগবে। এ দুটি দিয়ে নিবন্ধন করে অনলাইনে রিটার্ন দেওয়া যাবে।

ওয়াসার পানির পৃথক দাম চান আবাসন ব্যবসায়ীরা

নির্মাণাধীন ভবন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা ওয়াসাকে নির্মাণাধীন ভবনের জন্য পানির পৃথক দর নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়েছেন আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাব। সংগঠনটি বলেছে, কোনো ট্যারিফ নির্ধারিত না থাকায় নির্মাণাধীন প্রকল্পে পানির বিল বাণিজ্যিক হিসেবে পরিশোধ করতে হয়। নির্মাণাধীন প্রকল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পানির ব্যবহার একধরনের নয়। তাই এ রকম প্রকল্পের জন্য আবাসিক ও বাণিজ্যিকের মাঝামাঝি একটি রেট বা দর নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

রিহ্যাবের সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান গত সপ্তাহে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুর রহমানকে দেওয়া এক আবেদনে পানির পৃথক দর নির্ধারণের অনুরোধ জানান। এতে তিনি পানির মিটার ও পয়োনিষ্কাশন নালা নিয়ে একাধিক অভিযোগ করেন।

আবেদনে মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, আবাসিক বাড়ি ভেঙে নির্মাণকাজ শুরু করলে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্যিক রেটে পানির বিল ইস্যু করে। তবে নির্মাণকাজ শেষে আবাসিক হিসেবে ব্যবহার শুরু হলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবাসিক বিল ইস্যু করা হয় না। এ ক্ষেত্রে আবাসিকে রূপান্তরের জন্য আবেদন করলে ছাদ মাপে প্রতি বর্গফুট হিসেবে বিল করে গ্রাহককে হয়রানি করা হয়। অবৈধ সুবিধা দাবিও করেন কোনো কোনো কর্মকর্তা। দাবি পূরণ না করলে মাসের পর মাস বাণিজ্যিক হিসেবে বিল পরিশোধ করতে হয়। তাই নির্মাণকাজ শেষে ভবনের ছাদের মাপে প্রতি বর্গফুট হিসাবে বিল করার ব্যবস্থা বাতিল করা হোক।

রিহ্যাব সভাপতি বলেন, ওয়াসার সরবরাহ করা পানির মিটারগুলো খুবই নিম্নমানের। ছয় মাস না যেতেই মিটারের ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে যায়; কিছু অসাধু রিডিংম্যান ইচ্ছেমতো বিল ধরিয়ে দেন। আবার অনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে রিডিং কম দেখিয়ে বিল ইস্যুর ঘটনা ঘটে। এতে সরকার যেমন রাজস্ব হারাচ্ছে, তেমনি গ্রাহকেরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি।

মো. ওয়াহিদুজ্জামান অভিযোগ করে বলেন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) যেসব এলাকায় ওয়াসার পানির লাইন নেই, সেখানে সাবমার্সিবল পাম্প বসিয়ে নির্মাণকাজ করলেও ওয়াসা কর্তৃপক্ষ বিল ইস্যু করে। সেই বিল পরিশোধ করতে হয়।

বাড়ি ফিরলেন মাহাথির

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ চিকিৎসা শেষে গত সোমবার বাড়ি ফিরেছেন। রয়টার্স

সংক্ষেপে

ভারত

আহত দেড় শতাধিক

ভারতের একটি মন্দিরের আতশবাজি প্রদর্শনীতে বিস্ফোরণে দেড় শতাধিক আহত হয়েছেন। পুলিশ গতকাল মঙ্গলবার এ কথা জানায়। আহতদের মধ্যে ৯৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি থাকা আহতদের আটজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই দুর্ঘটনায় পুলিশ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো পোস্ট করা ভিডিওগুলোতে সোমবার সন্ধ্যায় কেরালার দক্ষিণ রাজ্যের নীলেশ্বরমে এক হিন্দু মন্দিরের চারপাশে বিপুলসংখ্যক মানুষকে আতশবাজি প্রদর্শনী দেখার জন্য ভিড় করতে দেখা যায়। এ সময় একটি ভবনের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনার পরপরই একটি অগ্নিশিখার কুণ্ডলী উঁচু হয়ে আকাশের দিকে ওঠে।
এএফপি, মুম্বাই

বলিভিয়া

হত্যাচেষ্টার অভিযোগ অস্বীকার

বলিভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ অস্বীকার করেছে সরকার। ইভো মোরালেস তাঁর ওপর হামলা ও হত্যাচেষ্টার পেছনে দেশটির বর্তমান সরকারের 'নির্দেশ' রয়েছে এমন অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, গত রোববার রাতে তাঁর গাড়িবহর বন্দুকযুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। বলিভিয়ার কোচাবাম্বা অঞ্চলে এ ঘটনা ঘটে। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে হত্যা করতেই সরকার এটা করেছে। বলিভিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদওয়ার্দো দেল কাস্তিলো বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্টের গাড়িবহর মাদকবিরোধী টহলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এ সময় তাঁর (মোরালেস) নিরাপত্তা দলের সদস্যরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন ও এক পুলিশকে ধরে ফেলেন। ইভো মোরালেস ২০০৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
বিবিসি

ফিলিপাইন

দুতার্তের স্বীকারোক্তি

ফিলিপাইনের অন্যতম বড় একটি নগরের মেয়র ছিলেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তে। মেয়র থাকাকালে অপরাধ দমনে তিনি একটি 'ডেথ স্কোয়াড' (প্রাণঘাতী দল) রেখেছিলেন বলে স্বীকার করেছেন। দুতার্তের বয়স এখন ৭৯ বছর। মাদকের বিরুদ্ধে তাঁর কথিত 'যুদ্ধ' নিয়ে এখন আনুষ্ঠানিক তদন্ত চলছে। তিনি প্রথমবারের মতো তদন্তের শুনানিতে হাজির হয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। বলেছেন, প্রাণঘাতী দলটি 'গ্যাংস্টারদের' নিয়ে গঠন করা হয়েছিল। ফিলিপাইনে দেশজুড়ে মাদকের বিরুদ্ধে কথিত যুদ্ধে বিতর্কিত পুলিশি অভিযানে হাজারো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে এখন তদন্ত করছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত।
এএফপি, তেহরান

- কমলা তরুণ নেতাদের উদ্দেশে বলেন, 'সবাইকে জানাতে চাই, আমি তোমাদের প্রজন্মকে ভালোবাসি।'
- ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেওয়া এক তরুণ বলেন, তিনি ট্রাম্পকে ভোট দিতে প্রস্তুত।

তরুণ প্রজন্মের কাছে ছুটছেন কমলা-ট্রাম্প

নির্বাচন নিয়ে জরিপে কমলা খুব বেশি এগোতে না পারায় মুষড়ে পড়া ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের উজ্জীবিত করছেন তিনি।

এএফপি, ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। টান টান উত্তেজনা চলছে। এক সপ্তাহের কম সময় হাতে। এ সময়েও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। কিন্তু লড়াইয়ের চিত্র পাল্টে দিতে পারেন তরুণ ও প্রথমবার ভোটার হয়েছেন, এমন ভোটাররা। দুই প্রার্থী শেষ মুহূর্তে ছুটছেন তরুণ ভোটারদের কাছে।

গতকাল মঙ্গলবার মিশিগানের আন আরবর শহরে তরুণ ভোটারদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন কমলা। নির্বাচন নিয়ে জরিপে কমলা খুব বেশি এগোতে না পারায় মুষড়ে পড়া ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের উজ্জীবিত করছেন তিনি। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি পার্কে আয়োজিত সমাবেশে তরুণদের উদ্দেশে কমলা বলেন, 'আমি তোমাদের প্রজন্মকে ভালোবাসি।'

কমলা বলেন, 'আমি সব তরুণ নেতাকে নির্দিষ্ট করে বলতে চাই, আজ এখানে যত শিক্ষার্থী আছে সবাইকে জানাতে চাই, আমি তোমাদের প্রজন্মকে ভালোবাসি। আমি সত্যিই তোমাদের ভালোবাসি। আর তোমাদের সম্পর্কে অনেকগুলোর মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে তোমাদের ধৈর্যচ্যুতি সঠিক।'

এদিকে তরুণ ভোটারদের, বিশেষ করে যাঁরা প্রথমবার ভোট দেবেন, তাঁদের সমর্থন আদায়ে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ট্রাম্প। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য নতুন ভোটার ক্যামরন। আটলান্টায় জর্জিয়া প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সোমবার ট্রাম্পের একটি নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেন তিনি। ক্যামরন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে এখন যা হচ্ছে, তা অনেক তরুণই পছন্দ করেন না। তাঁর ধারণা, ডেমোক্র্যাটরা ট্রান্সজেন্ডার এজেন্ডার পেছনে খুব বেশি সময় ব্যয় করছেন। অথচ মানুষের নিত্যদিনের সমস্যা সমাধানে পর্যাপ্ত সময় দিচ্ছেন না তাঁরা।

ক্যামরন আরও বলেন, তরুণসমাজ এখন আর এসব চায় না। তারা একজন শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর নেতা চায়, যাঁর মেরুদণ্ড আছে। তারা শ্রদ্ধা ও সম্মান করার মতো একজনকে চায়।

ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন ১৮ বছর বয়সী সিজার ভিয়েরাও। এই তরুণ বলেছেন, আগাম ভোট দেওয়ার ব্যবস্থাপত্রের সুবিধা নিয়ে তিনি যত দ্রুত সম্ভব ট্রাম্পকে ভোট দিতে প্রস্তুত। একাধিক অঙ্গরাজ্যে এ ব্যবস্থা চালু আছে।

ট্রাম্প-অধ্যায় শেষ করার আহ্বান

কমলা হ্যারিসের পক্ষ থেকে ভোটারদের কাছে ট্রাম্প যুগের ইতিহাসের পাতা উল্টে দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অন্যদিকে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় হুমকি 'অভ্যন্তরীণ শত্রু' থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

কমলার পক্ষ থেকে ট্রাম্পকে বিভাজন সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, যিনি তাঁর মেয়াদ প্রতিশোধ নিয়ে কাটাবেন। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে জনগণের সেবার পরিবর্তে রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

গত রোববার নিউইয়র্কের সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র যে মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়েছে সে কথার পুনরাবৃত্তি করেন ট্রাম্প। সম্প্রতি কমলার পক্ষ থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্ববাদ এবং অভিবাসী আতঙ্কে ভুগছেন। কমলার প্রচারশিবির থেকে ট্রাম্পের একসময়ের চিফ অব স্টাফ জন কেলির মন্তব্যকে বিজ্ঞাপন আকারে প্রচার করা হচ্ছে। কেলি বলেছেন, ট্রাম্পের আচরণ একজন ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। কমলা বলেছেন, কেলির এ মন্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত।

প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে নিজের অবস্থান তুলে ধরেছেন ট্রাম্প। নিজে একজন 'নাৎসি' নন বলে মন্তব্য করেছেন। কেলির তরফে ফ্যাসিবাদী বলা ও প্রতিপক্ষ (কমলা হ্যারিস) শিবির থেকে স্বেচ্ছাচারী আখ্যা দেওয়ার অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি।

হিজবুল্লাহর নতুন প্রধান নাইম কাশেম

এএফপি, বৈরুত

নাইম কাসেম

লেবাননের রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর নতুন প্রধান হলেন ৭১ বছর বয়সী নাইম কাশেম। গত সেপ্টেম্বরে সংগঠনটির প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার পর উপপ্রধান নাইম এবার সংগঠনের মহাসচবি (সেক্রেটারি জেনারেল) নির্বাচিত হলেন। গতকাল মঙ্গলবার হিজবুল্লাহর এক বিবৃতিতে বলা হয়, তাদের সুরা কাউন্সিল নাইম কাশেমকে মহাসচিব নির্বাচিত করেছে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধের শিখা জ্বালিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হিজবুল্লাহ। তাদের একটি সূত্র জানিয়েছে, গতকাল ঘোষণা দেওয়ার দুই দিন আগেই নাইম কাশেমকে মহাসচিব করা হয়। সূত্রটি জানায়, যুদ্ধ শেষের পর নতুন সুরা কাউন্সিল নির্বাচন করার বিষয়টিও ঠিক করেছে হিজবুল্লাহ। ওই কাউন্সিল তখন নতুন নেতা ঠিক করবে বা নাইম কাশেমকে রেখে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে বিমান হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহপ্রধান নাসরুল্লাহকে হত্যা করে ইসরায়েল। এরপর তাঁর সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে হাশেম সাফিউদ্দিনকে বিবেচনা করা হচ্ছিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে ইসরায়েল বিমান হামলা চালিয়ে সাফিউদ্দিনকে হত্যা করে।

১৯৫৩ সালে নাইমের জন্ম হয় বৈরুতে। লেবাননের রাজনৈতিক দল আমল মুভমেন্টে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে নাইমের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। হিজবুল্লাহর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নাইম কাশেম। সংগঠনটি গঠনের সময় এ-সংক্রান্ত বৈঠকগুলোতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসনের পর ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের সমর্থনে হিজবুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদিকে লেবাননে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর হামলায় এক দিনে অন্তত ৬০ জন নিহত হয়েছেন। গত সোমবার দেশটির পূর্বাঞ্চলের বেকা উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় এসব হামলা চালানো হয়। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বেকা উপত্যকা লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর শক্তিশালী ঘাঁটি।

জাতিসংঘ সংস্থা নিষিদ্ধে গাজায় মানবিক সংকট

ইসরায়েলের আগ্রাসন

রয়টার্স, জেরুজালেম

জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে গত সোমবার ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে একটি 'বিতর্কিত' বিল পাস হয়েছে। এতে গাজার মানবিক সংকট তীব্র হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইসরায়েলের বিলে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের মূল ভূখণ্ড এবং ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে ইউএনআরডব্লিউএ কোনো কার্যক্রম চালাতে পারবে না।

গাজায় চলমান যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের জীবন রক্ষাকারী হিসেবে ধরা হয় জাতিসংঘের এই সংস্থাকে। যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকে অতি প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও মানবিক সহায়তাসামগ্রী নিয়ে গাজাবাসীর পাশে রয়েছে ইউএনআরডব্লিউএ। তাই এখন ইসরায়েলের অনেক পশ্চিমা মিত্রও মনে করছে, গাজার মানবিক পরিস্থিতি আরও করুণ হয়ে উঠতে পারে।

ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের অভিযোগ, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দেশটিতে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাসের হামলায় ইউএনআরডব্লিউএর অনেক কর্মী সরাসরি জড়িত। সংস্থাটির কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ হামাস ও অন্যান্য সশস্ত্র সংগঠনের সদস্য হিসেবেও কাজ করছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া একটি পোস্টে ইউএনআরডব্লিউএর প্রধান ফিলিপ্পি লাজারিনি বলেন, ইসরায়েলি পার্লামেন্টে ভোটাভুটি জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এটা ইউএনআরডব্লিউএকে অপবাদ দেওয়ার জন্য চলমান প্রচার এবং ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের মানবিক উন্নয়নে সহায়তা ও সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থার ভূমিকাকে অবৈধ প্রমাণ করার সর্বশেষ নজির।

গাজায় ইসরায়েলি হামলা, নিহত ৯৩

গাজার উত্তরাঞ্চলীয় বেইত লাহিয়া এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ৯৩ জন নিহত ও বহু আহত হয়েছেন। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত ২০ শিশু রয়েছে।

সামরিক বাজেট ৩ গুণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা ইরানের

এএফপি, তেহরান

ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মুখে নিজেদের সামরিক বাজেট তিন গুণ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে ইরান সরকার। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানী তেহরানে এক সংবাদ সম্মেলনে সরকারের মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, দেশের সামরিক বাজেটে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাবে। তা ২০০ শতাংশের বেশি হতে পারে। তবে এ বাজেটের পরিমাণ কত হতে পারে, তার কোনো ধারণা সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়নি।

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে, ২০২৩ সালে ইরান সামরিক খাতে ১ হাজার ৩০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে। তর্কবিতর্ক শেষে নতুন সামরিক বাজেট আগামী মার্চ মাসে চূড়ান্ত করবেন দেশটির আইনপ্রণেতারা।

মোহাজেরানি বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা চাহিদা মেটাতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ বিষয়ে এখন বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

ইরানে ইসরায়েলের হামলার কয়েক দিন পর দেশটির পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর ঘোষণা এল। এর আগে ১ অক্টোবর ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল ইরান। ইসরায়েলি হামলায় ইরানের চার সেনা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহতের খবরও সামনে এনেছে দেশটির গণমাধ্যম।

ইরানে হামলার পর ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির সক্ষমতা ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরানের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, হামলা ক্ষয়ক্ষতি সামান্য। এ হামলার পাল্টা জবাব দেওয়া হবে।

গ্রিন টি খাবেন কতক্ষণ পর

খুব গরম অবস্থায় গ্রিন টি খেলে ঠোঁট, জিব বা পাকস্থলীর ক্ষতি হতে পারে। ভালো হয় বানানোর ৮ থেকে ১০ মিনিট পর খেলে।

বাসা বদলানোর আগে যে বিষয়গুলো ভাববেন

নতুন বাসা ভাড়া নেওয়ার আগে সেই বাসা ছাড়াও আরও কিছু বিষয় ভাবনায় রাখা জরুরি। মডেল : ইশরাত ও দ্বীপ, ছবি : সুমন ইউসুফ

হাসান ইমাম

কখনো এক শহর থেকে অন্য শহর, কখনো আবার শহরের ভেতরেই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা—প্রয়োজনেই বাসা বদলায় মানুষ। তবে কেন বদলাচ্ছেন, উত্তরটা নিজের কাছে থাকা জরুরি। বাসা বদলের আগে যে বিষয়গুলো ভাবতে হবে :

কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে বাসার দূরত্ব

এটা খুবই জরুরি একটি বিষয়। আপনার কাজের জায়গা থেকে বাসার দূরত্ব কতটা আর সেটা অতিক্রম করতে কতটুকু সময় লাগে, বুঝে বাসা ভাড়া নেওয়া উচিত। ২০১৮ সালে 'ঢাকা মহানগরীর যানজট : আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা' শিরোনামের এক গোলটেবিল বৈঠক থেকে জানা যায়, যানজটের কারণে রাজধানীতে একটি যানবাহন ঘণ্টায় যেতে পারে গড়ে মাত্র ৫ কিলোমিটার। এবার ভাবুন আপনার বাসা যদি বেশি দূরে হয়, কতটা সময় পথে ব্যয় করতে হবে। এর প্রভাব আপনার অফিস ও পরিবারে যেমন পড়বে, তেমনি নিজের স্বাস্থ্যেও কম পড়বে না। প্রতিদিন পথেই যদি কয়েক ঘণ্টা করে সময় নষ্ট হয়, তাহলে মানুষের সাধারণ আচরণেও তার মারাত্মক প্রভাব পড়ে। তাই বাসা অফিসের যতটা সম্ভব কাছাকাছি নেওয়ার চেষ্টা করুন।

বাড়াবাড়ি ভাড়া বাড়ি

দীর্ঘদিন একটি এলাকায় থাকার পর সেই জায়গার প্রতি একধরনের মায়া পড়ে যায়। তাই নানা সমস্যার পরও সহজে অনেকে বাসা বদলাতে চান না। এই সুযোগে বাড়িওয়ালা বছর বছর ভাড়া বাড়াতে থাকেন। অথচ নিজে উদ্যোগী হয়ে একটু খুঁজলেই হয়তো দেখবেন আপনার বাসার চেয়ে আধুনিক সুবিধার বাসা তার চেয়ে কম দামেই পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ—আপনার আয়ের সর্বোচ্চ এক-চতুর্থাংশ হবে আপনার বাড়িভাড়া। তাই বাসা ভাড়া নেওয়ার সময় বিষয়টি মাথায় রাখবেন।

স্ট্যাটাস বজায় রাখতে গিয়ে বাড়তি ভাড়া দিয়ে যদি বাসা নেন, দিন শেষে আপনার সঞ্চয় বলতে কিছু থাকবে না। তাই ভাড়া বেড়ে গেলে নিজের সামর্থ্যের মধ্যে নতুন বাসা খুঁজে নিন। সাধারণত নতুন বাসায় ওঠার পর আগের বাসার সঙ্গে একটি তুলনা মাথায় ঘুরতে থাকে। এই ভাবনা থাকাটাও ভালো। তবে একই সঙ্গে এটাও ভাবতে হবে, নতুন বাসায় খরচ কতটা বাড়ছে বা কমছে। যদি মনে হয় আপনার বর্তমান আয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন, তাহলে নতুন বাসাকে হ্যাঁ বলুন।

সন্তানের স্কুল থেকে বাসার দূরত্ব

সন্তান নিয়ে ভাবনাটা বিয়ের পরপরই হয়তো থাকে না। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবনা কিন্তু সবচেয়ে জরুরি হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সন্তানকে স্কুলে দেওয়ার কথাটা যখন ভাবতে হয়। তাই বাসা বদল করার সময়ে ভাবুন সন্তানের স্কুল থেকে বাসা কত দূর? অনেক মা-বাবা আছেন সন্তানকে 'ভালো স্কুলে' পড়ানোর চক্করে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকার বেইলি রোডে রোজ যাতায়াত করেন। এটা সন্তানের ওপর ভয়ংকর মানসিক চাপ তৈরি করে। কয়েক ঘণ্টার স্কুলের দূরত্বের কারণে শিশুর ৯ ধরনের বিশেষ মানবিক গুণ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। তাই যে এলাকায় বসবাস করছেন, সেখানকার কোনো স্কুলেই সন্তানকে ভর্তি করান। নাহলে শিশুর স্কুলের কাছেই বাসা ভাড়া নিন। এখানে একটা সহজ হিসাব কষে দেখতে পারেন। আপনি যেখানে থাকেন, সেখান থেকে সন্তানের স্কুল যাতায়াতে প্রতিদিন যদি ২০০ টাকাও লাগে, মাস শেষে সেটা ৪ হাজার ৪০০ টাকা হয় (২২ দিনে মাস ধরে)। আপনি বরং বর্তমান বাসাভাড়ার সঙ্গে ৫ হাজার টাকা যোগ করে স্কুলের কাছে বাসা নিন।

মা-বাবার কাছাকাছি বাসা

যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনই চাকরি করেন, সন্তান হওয়ার পর নতুন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হন তাঁরা। তাই বাসা বদলাতে হলে এই ভাবনাটাও মাথায় রাখুন। মা-বাবার বাসার কাছে বাসা নিলে সন্তান বড় করতে নানা রকম সুবিধা মিলবে। বিপদে-আপদে তাঁরা দ্রুত আপনার পাশে দাঁড়াতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড় যে বিষয়, প্রথম কয়েক বছর সন্তান বড় করতে নতুন মা-বাবাকে যে পরিশ্রমটা করতে হয়, তার অনেকটাই কমে যাবে। শুধু মা-বাবাই নয়, পরিবারের অন্য কোনো সদস্যও যদি আপনার বাসার কাছাকাছি থাকে, যেকোনো দরকারে তাঁদের সাহায্য পাওয়া সহজ হবে। নিত্যদিনের জীবনযাপনেও আরাম পাবেন।

এলাকার পরিবেশ

যে এলাকায় বাসা নিচ্ছেন, সেখানকার আবাসনব্যবস্থা সম্বন্ধেও আগে থেকে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি হয়তো শীতকালে বাসা ভাড়া নিলেন, কিন্তু বর্ষায় দেখলেন একটু বৃষ্টিতেই বাসার সামনে হাঁটুজল জমে যায়। অথবা ওই এলাকার নিরাপত্তাব্যবস্থা যদি দুর্বল হয়, তাহলে বাসায় থেকে স্বস্তি মিলবে না। অনেক এলাকায় সন্ধ্যার পর গলির মোড়ে একলা যাতায়াতেও ভয় লাগে, ঘটে অঘটন। সেসব এলাকা এড়িয়ে চলাই ভালো। সবচেয়ে ভালো আবাসিক এলাকা। বাসা ভাড়া নেওয়ার আগে গেট বন্ধ হওয়ার সময়টাও জানা জরুরি। দিনরাত চলাচলে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না, আগেই জেনে নিন। অনেক বাসায় দারোয়ান সুবিধা থাকে না, সে ক্ষেত্রে বাসার চাবি দেবে কি না জেনে নিন।। আপনি যে বাড়িতে ভাড়া নিচ্ছেন, সেখানে আর কারা কারা থাকেন, সেটাও জেনে নিন। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় একটা চুক্তিপত্র থাকলে ভাড়াটে হিসেবে অনেক বিষয়ে সেফ থাকবেন। বাসার কাছে খোলামেলা পরিবেশ, হাঁটার জায়গা ইত্যাদি আছে কি না, দেখে নিন।

> যে এলাকায় বাসা নিচ্ছেন, সেখানকার আবাসনব্যবস্থা সম্বন্ধেও আগে থেকে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি হয়তো শীতকালে বাসা ভাড়া নিলেন, কিন্তু বর্ষায় দেখলেন একটু বৃষ্টিতেই বাসার সামনে হাঁটুজল জমে যায়। অথবা ওই এলাকার নিরাপত্তাব্যবস্থা যদি দুর্বল হয়, তাহলে বাসায় থেকে স্বস্তি মিলবে না।

যানবাহন-সুবিধা

আপনি নতুন বাসাটি যেখানে দেখছেন, সেখানকার যাতায়াতব্যবস্থা কেমন, সেটা শুরুতেই ভাবতে হবে। বিশেষ করে যাঁদের ব্যক্তিগত গাড়ি নেই, তাঁরা বাসা থেকে বাস স্টপেজ কত দূর, সেটা বিবেচনায় রাখুন। বাসা থেকে কাজের জায়গা, সন্তানের স্কুল-কলেজ, গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোয় যেতে চাইলে কিসে যেতে হবে, সেটা ভেবে দেখুন। অনেক সময় থাকার জন্য আমরা এমন জায়গা নির্বাচন করি, যেটা আবাসিক এলাকা হিসেবে হয়তো ভালো, কিন্তু সেখান থেকে যেকোনো জায়গায় যাতায়াতের খরচ বেশি। যেমন ধরুন, ঢাকার হাতিরঝিলের পাড়ে মহানগর আবাসিক এলাকা। থাকার জায়গা হিসেবে খুবই ভালো। পরিকল্পিত ভবন ও রাস্তাঘাট আছে। কিন্তু যাঁদের ব্যক্তিগত গাড়ি নেই, তাঁদের জন্য এই এলাকায় থাকাটা কিছুটা ব্যয়বহুল।

হাটবাজার ও দোকানপাট

আপনি যেখানে বাসা ভাড়া নিচ্ছেন, সেখানে নিত্যপণ্যের দোকান, ১০-১৫ মিনিটের হাঁটাদূরত্বে হাটবাজার আছে কি না, দেখে নিন। যেসব এলাকা সুপারশপ বা ভ্যানের বাজারের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে জীবনযাত্রার খরচ যেমন বেশি, তেমনি তরতাজা তরকারিও মেলে কম। বাসার কাছাকাছি সব ধরনের কেনাকাটার দোকানপাট থাকলে সময় বাঁচে, জীবনযাপনও হয় সহজ।

বাসার সুযোগ-সুবিধা

অন্তত একদিক খোলামেলা, এমন বাসা খুঁজতে চেষ্টা করুন। আলো-বাতাস জরুরি। কর্মব্যস্ততার কারণে অনেকেই দিনের কাজ শেষ করে, রাতের বেলা বাসা দেখেন। বাসায় ওঠার পর দেখা যায় দিনের আলো মেলে না। অনেক খুঁতও হয়তো দিনের আলোতে ধরা পড়ে, যা রাতে বোঝা যায়নি। তাই বাসা দেখতে যাবেন দিনের বেলা। নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির সুবিধা আছে কি না, জেনে নিন। অনেক পরিবারে হাই কমোড-লো কমোডের সমন্বয় দরকার পড়ে। বাসার সিঁড়ি, লিফট, ফায়ার এক্সিট, অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা, জেনারেটর ইত্যাদি দেখেশুনে তারপর বাসা নির্বাচন করুন।

তাই শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটে, এমন বাসায় না উঠে দীর্ঘদিন থাকা যায়, এমন বাসা নির্বাচন করা জরুরি। শহরের মধ্যে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গেলে এক ধরনের ভাবনা, তবে এক শহর ছেড়ে নতুন শহরে গেলে অবশ্যই নিজেদের ভালো থাকাটা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সচ্ছলতা ও সঞ্চয়ের ভাবনাটা মাথায় রাখুন। ভবিষ্যৎ ভালো কাটবে।

● সন্তান পালন

জন্মের পরই শিশুর থাইরয়েড হরমোন পরীক্ষা কেন জরুরি?

রাফিয়া আলম

হাসিখুশি প্রাণবন্ত শিশু একটি পরিবারের প্রাণভোমরা। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধিদীপ্ত আচার-আচরণে মা-বাবাকে আনন্দিত করে। অন্যদিকে আচরণে বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি প্রকাশ পেলে অভিভাবকেরা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিতও হয়ে পড়েন। শিশুর বুদ্ধিমত্তা বড়দের মতো হবে না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটি সুস্থ-স্বাভাবিক শিশু তার বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করবে, একসময় বুদ্ধি বা মাথা খাটানোর কাজেও একটু একটু করে পারদর্শী হয়ে উঠবে। বিপত্তি বাধে তখনই, যখন এই স্বাভাবিকতার ব্যত্যয় ঘটে।

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে থাইরয়েড হরমোনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য এই হরমোন খুবই জরুরি। কারও যদি শৈশবে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি থাকে, তাহলে তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। মানসিক দিক থেকে সে আর কখনোই পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হতে পারবে না। তাই হরমোনের ঘাটতি থেকে থাকলে দ্রুততম সময়ে তা নির্ণয় করে চিকিৎসা শুরু করা জরুরি। এমনটাই বলছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগের কনসালট্যান্ট ডা. তাসনুভা খান।

নানা কারণেই একটি শিশু থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি নিয়ে জন্মাতে পারে। এই যেমন গর্ভাবস্থায় মায়ের আয়োডিনের অভাব থাকার কারণে গর্ভের শিশুর থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হতে পারে। এ ছাড়া মায়ের থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতির কারণে কিংবা নবজাতকের থাইরয়েড গ্রন্থি বা এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থির কিছু অস্বাভাবিকতার কারণে নবজাতকের থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হতে পারে। তাই মায়ের যদি আগে থেকে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি থেকে থাকে, তাহলে নবজাতকের জন্য এই হরমোন পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। আর নবজাতকের জন্ডিস হলেও অবশ্যই তার থাইরয়েড হরমোনের পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু মুশকিল

হলো নবজাতকের থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি থাকলে সেটির কোনো উপসর্গ না-ও থাকতে পারে। যত দিনে তার আপনজনেরা আবিষ্কার করেন যে শিশুটি আর দশটা স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে আলাদা, তত দিনে অনেক দেরি হয়ে যায়।

সেই সময় চিকিৎসা করানো শুরু করলেও তার মস্তিষ্কের প্রথম বিকাশের বাধাটি আর দূর করার সুযোগ থাকে না। কারণ, নির্দিষ্ট বয়সে মস্তিষ্কের বিকাশ কতটা হবে, তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট। বিকাশের সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোকে যেমন আর ফিরিয়ে আনা যায় না, তেমনি শিশুর মস্তিষ্কের 'পিছিয়ে পড়া'টাকে আর কোনো অবস্থাতেই 'এগিয়ে আনা'র সুযোগ পাওয়া যায় না। ফলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা থেকে যায় স্বাভাবিকের চেয়ে কম। যে শিশু অমিত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছিল, সেই সম্ভাবনার অকালমৃত্যু হতে পারে কেবল এই গুরুত্বপূর্ণ হরমোনটির অস্বাভাবিকতার জন্যই।

উন্নত দেশে জন্মের প্রথম ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই গোড়ালি থেকে রক্ত নিয়ে থাইরয়েড হরমোনের স্ক্রিনিং পরীক্ষা করানো হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের সর্বজনীন ব্যবস্থা না থাকলেও পাঁচ থেকে সাত দিনের ভেতর শিরা থেকে রক্ত নিয়ে তা থেকে থাইরয়েড হরমোন পরীক্ষা করানো যায়। তবে নবজাতকের অন্য কোনো অসুস্থতা থেকে থাকলে অবশ্য সাত দিন পেরোনোর পর পরীক্ষা করাতে হয়। এ ক্ষেত্রে আগেভাগে পরীক্ষা করালে সঠিক ফল না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই অনেক ক্ষেত্রে শিশুটির সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে থাইরয়েড হরমোনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। মডেল : লিও, ছবি : অধুনা

● টিপস

মাসল মেমোরি কী, কীভাবে বানাবেন

অধুনা প্রতিবেদক

ব্যাপারটা কি খেয়াল করেছেন? সাঁতার শেখার শুরুতে যতটা মনোযোগ দিয়ে পেশিগুলোকে সঞ্চালন করতে হয়, শিখে ফেলার পর কিন্তু সাঁতারের সময় আর ততটা মনোযোগ দিতে হয় না। দীর্ঘদিন ধরে একই ধরনের কাজ করতে করতে পেশি সেই কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

শারীরিক কসরত, খেলাধুলা, কম্পিউটার টাইপিং, সেলাই, কুশিকাঁটার কাজ, বাদ্যযন্ত্র বাজানো—অনেক কাজের ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা যায়। আর তাই এ ধরনের কাজে নিজের সর্বোচ্চটা দিতে ওই কাজটি বারবার করার কোনো বিকল্প নেই। বারবার একই কাজ করতে করতে পেশির অভ্যস্ত হয়ে পড়ার এ ব্যাপারটিকেই বলে মাসল মেমোরি বা পেশিস্মৃতি। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, স্মৃতিধারণ তো মস্তিষ্কের কাজ, তাহলে পেশি কীভাবে স্মৃতি সংরক্ষণ করে? পুরো ব্যাপারটা সহজভাবে ব্যাখ্যা করলেন স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের মেডিসিন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট ডা. তাসনোভা মাহিন।

মস্তিষ্কের মাধ্যমেই দেহের পেশিগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য স্নায়ুকোষ অর্থাৎ নিউরনের এক বিশাল নেটওয়ার্ক কাজ করে। পেশির সঙ্গে স্নায়ুকোষের এই সংযোগের মাধ্যমেই পেশির প্রশিক্ষণ হয়ে যায়। কাজটি করতে করতে কাজের একটা প্যাটার্ন বা ধারা অবচেতনভাবে তৈরি করে ফেলি আমরা। যেভাবে করলে কাজটি আমাদের জন্য সহজ হয়, সেই ধারাটিই আমরা বেছে নিয়ে থাকি। পেশির এই প্রশিক্ষণটা হয়ে যাওয়ার পর সেই ধারাতেই কাজটি করতে থাকার দক্ষতা সৃষ্টি হয়। পরে কাজটি করার সময় মনোযোগ একটু কম হলেও ছন্দপতন হয় না। কাজটি সূক্ষ্ম ধরনের হলেও একই ছন্দে কাজ করাটা কঠিন হয় না।

মাসল মেমোরি তৈরি হয়ে গেলে যেকোনো কাজের গতিও বাড়ে। অনায়াসে, স্বাচ্ছন্দ্যে কাজটা করা সম্ভব হয়। কারণ, কাজটা আপনি সবচেয়ে সহজে কীভাবে করতে পারবেন, তার একটা ধারা তৈরি হয়েই আছে পেশি আর স্নায়ুকোষের নেটওয়ার্কে। এমনকি ওই কাজটি অনেক দিন করা না হলেও নেটওয়ার্কের এ ধারাটা কিন্তু নষ্ট হয় না। দীর্ঘ বিরতির পর নতুন করে শুরু করতে গেলেও মাসল মেমোরির কারণে কাজটিতে পুনরায় দক্ষ হয়ে ওঠাও সহজ হয়।

ধরুন, আপনি পেশি গঠনের জন্য শরীরচর্চা করছেন। প্রথম দিকেই কিন্তু পেশি সুগঠিত হয়ে উঠবে না। বরং ধীরে ধীরে শরীরচর্চার ধাপগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে উঠতে পেশির দৃঢ়তা বাড়বে। এরপর পেশি দৃশ্যমানভাবে সুগঠিত হয়ে উঠতে শুরু করে। দীর্ঘদিন ব্যায়াম করার পর চর্চাটা যদি বাদ পড়ে যায়, তাতেও কিন্তু পেশির দৃঢ়তা বজায় থাকে দীর্ঘদিন, যদিও তখন আর সুগঠিত থাকে না। তবে কিছুদিন পর যখন আবার একইভাবে ব্যায়াম শুরু করা হয়, তখন পেশি গঠনের কাজটা সহজ হয়ে যায়, পেশি সুগঠিত হতে সময়ও লাগে কম।

তাই যে কাজেই আপনি দক্ষতা প্রদর্শন করতে চান, তা করার আগে বারবার অনুশীলন করতেই হবে। নিয়মিত চর্চাই আসলে অনায়াস দক্ষতার পূর্বশর্ত। তাই তারকা খেলোয়াড়দেরও ম্যাচের আগে সঠিকভাবে অনুশীলন করে নিতে হয়, ম্যাচ না থাকলেও নিজেকে রাখতে হয় চর্চার ভেতর। তারকা সংগীতশিল্পীকেও গলা সাধতে হয় নিয়মিত। তবেই মাসল মেমোরির সুফল পান তাঁরা।

ধীরে ধীরে শরীরচর্চার ধাপগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে উঠতে পেশির দৃঢ়তা বাড়বে। মডেল : অর্ণব, ছবি : সংগৃহীত

আপনার প্রশ্ন
চিকিৎসকের পরামর্শ

● আমি একজন পুরুষ, বয়স ২৩ বছর, উচ্চতা ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। আমার ওজন মাত্র ৪০ কেজি। অনেক চেষ্টা করেও ওজন বাড়াতে পারছি না। খাওয়ায় অরুচি, কী করি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

পরামর্শ : আপনার বর্ণনা থেকে শারীরিক কোনো অসংগতি আছে কি না, বুঝতে পারছি না। যদি আপনার উচ্চতা ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি হয়ে থাকে, তাহলে বয়স অনুযায়ী সেটা অনেক কম। এই উচ্চতায় এই ওজন দুশ্চিন্তার কোনো কারণ হতো না। আমি ধরে নিচ্ছি উচ্চতা লিখতে আপনার ভুল হয়েছে, আপনার উচ্চতা যদি ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি হয়ে থাকে, তাহলে ওজন স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক কম। এই উচ্চতা অনুযায়ী, আপনার ওজনের আদর্শমান হতে পারে ৫০ থেকে ৭০ কেজির মধ্যে। এ ক্ষেত্রে ওজন বাড়াতে খাদ্যতালিকা ও খাবার গ্রহণের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। বেশি বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার খেতে পারেন। পর্যাপ্ত মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও শাকসবজির সমন্বয়ে একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। শারীরের চাহিদামাফিক পানি পান করুন। প্রতিদিন নিয়মিত তিন বেলা খাবার গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়েও স্ন্যাকসজাতীয় খাবার খান। এগুলো দ্রুত ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

কায়িক পরিশ্রম ও শারীরিক ব্যায়াম করলে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত এ অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে খাদ্যে অরুচি কমানো সম্ভব। এতে ঘুম ভালো হয়, আর দুশ্চিন্তাও কমে আসে। এরপরও পরিস্থিতির উন্নতি না হলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

পরামর্শ দিয়েছেন—
অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ
মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
চেম্বার : ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক), কলাবাগান, ঢাকা।

কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে 'আনটিল ইউ হিয়ার মি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অতিথিরা। ১০ অক্টোবর ঢাকার প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

সারাহ্ কুক
ব্রিটিশ হাইকমিশনার, বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিবস। এ দিবস মনে করিয়ে দেয় যে মেয়েদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য নেতৃত্ব গঠনে বিনিয়োগ জরুরি। শিক্ষা কন্যাশিশুদের স্বপ্নপূরণ এবং সমাজে তাদের মতামতের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরি করে। শিক্ষা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে। চাহিদামতো চাকরির সুযোগ, কর্মক্ষেত্রে মতামতের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

শিক্ষা কন্যাশিশুদের সমাজে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এটি পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা ও অনুপ্রেরণা জোগায়। কন্যাশিশুদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষায় বিনিয়োগ আমার অগ্রাধিকার তালিকায় প্রথমে থাকবে। কন্যাশিশুর শিক্ষায় বিনিয়োগ যুক্তরাজ্য সরকারেরও প্রথম অগ্রাধিকার। জেন্ডার সমতা এবং বিশ্বব্যাপী কন্যাশিশু ও নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রত্যেক কন্যাশিশুর অন্তত ১২ বছরের মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনের অধিকার রয়েছে। দারিদ্র্য নির্মূল, জেন্ডার সমতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিষয়টি আমাদের কাজের কেন্দ্রে রয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে যুক্তরাজ্য সরকার বিশ্বব্যাপী ১০ মিলিয়ন কন্যাশিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে। কন্যাশিশুদের শিক্ষা নিয়ে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গেও কাজ করছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে কন্যাশিশুরা আমাদের জানিয়েছে। কন্যাশিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও ক্ষমতায়ন করতে পারলে তারাই ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে।

হকোন অ্যারাল্ড গুলব্র্যান্ডসেন
নরওয়ে অ্যাম্বাসেডর, বাংলাদেশ

নরওয়ের দিক থেকে আমরা ছেলে ও মেয়েশিশু উভয়ের জন্য জেন্ডার সমতা ও বর্ধিত সুযোগ নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। গত বছর এ বিষয়ে একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা শুরু করেছি। এ কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের পঞ্চম লক্ষ্যটি বাস্তবায়ন করা। কন্যাশিশুরা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, বয়স, জেন্ডার পরিচয়সহ বিভিন্ন কারণে বৈষম্যের শিকার হতে পারে। এসব বিষয় মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার পাঁচটি লক্ষ্য রয়েছে।

প্রথমত, প্রত্যেক মানুষের তার নিজের দেহ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ক্ষতিকর চর্চা ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থেকে প্রত্যেকের জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। তৃতীয়ত, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে সবার অধিকার রয়েছে। চতুর্থত, প্রত্যেকের জনজীবনে অংশগ্রহণের রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। পঞ্চমত, জলবায়ু, জ্বালানি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রত্যকের বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

সমাজ পরিবর্তনে কাজ করা মানুষদের ওপর সব সময়ই চাপ থাকবে। কিন্তু তাঁদের বলার ও তা নিয়ে কাজ করার অধিকার সব সময়ই থাকতে হবে। সবার জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল জগতে সহিংসতার মতো ক্ষতিকর বিষয়গুলো প্রতিরোধ করতে হবে।

মো. ইউসুফ ফারুক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ

কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতে নিয়ে আসা একটি চ্যালেঞ্জ। আলোচনায় এসেছে, এখনো কিছু অঞ্চলে বাল্যবিবাহের হার ৯০ শতাংশ। এ থেকে বেরিয়ে আসার অনেক পথ আছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

চ্যাটজিপিটির প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা একজন নারী। মাইক্রোসফটে আমার রিপোর্টিং ম্যানেজারও একজন নারী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা 'ডিজি গার্লস' নামের একটি কর্মসূচি চালু করেছি। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। 'প্রযুক্তিতে নারী' (ওমেন ইন টেক) নামেও একটি কর্মসূচি আছে। এ কর্মসূচি নারীদের জন্য বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। তা ছাড়া এগুলো বৈশ্বিক কর্মসূচি।

কেবল স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট থাকলেই এসব কর্মসূচিতে যুক্ত হওয়া যাবে। যেসব নারী ডেভেলপার হতে চান, তাঁদের জন্য 'কোড ফর গার্লস' নামের একটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। নারীদের জন্য আমাদের অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে। যেগুলো প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত।

কবিতা বোস
কান্ট্রি ডিরেক্টর, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

শিশুরা যেন শৈশব থেকেই বৈষম্যহীন পরিবেশে বড় হয়, সে জন্য প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ শুরু থেকেই মাঠপর্যায়ে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের আমরা প্রাধান্য দিই। শিক্ষা কন্যাশিশুর পরিবার, ভবিষ্যৎ, রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য অবদান রাখবে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে নরওয়ে অ্যাম্বাসির সঙ্গে সরাসরি কাজ করছি। দুর্যোগ মোকাবিলা ও প্রযুক্তি খাতে নারীরা আগের তুলনায় অনেক এগিয়েছেন। তবে সামাজিক পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে নারীদের চাকরি করতে দেওয়া হয় না। আবার চাকরিজীবী নারীরা গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের পর পারিবারিক চাপে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।

দুর্যোগ মোকাবিলা ও জলবায়ু পরিবর্তনে নারী নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কাজ করছি। কন্যাশিশুর চোখে দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনকে দেখা ও তাদের প্রজননস্বাস্থ্য নিয়ে আগামী বছরগুলোতে আমরা কাজ করে যাব। আমাদের উদ্যোগগুলো নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করবে।

সানজিদা হোসেন এষা
সহযোগী, ইয়ুথ ফর চেঞ্জ

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নারীরা নানারকম বাধার সম্মুখীন হয়। বেশির ভাগ পরিবার নারীর শিক্ষা ও চাকরির চেয়ে বিয়েকে বেশি গুরুত্ব দেয়। সে জন্য তাঁদের চাকরিক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয়। বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি, আইসিটি ও গবেষণামূলক কাজে নারীদের প্রবেশাধিকার খুবই কম। তাদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। পরিবার থেকেই নারীশিশুর প্রতি বৈষম্যের শুরু হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তি খাতকে পুরুষনির্ভরশীল মনে করে। এ খাতে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে নারীদের নিরুৎসাহিতও করা হয়।

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে ইচ্ছা থাকলেও মেয়েরা অগ্রসর হতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে মোবাইল, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট ইত্যাদি ডিভাইস-সংক্রান্ত সুবিধা ও ভর্তুকিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আইসিটি খাতে নারীদের ভীতির অন্যতম কারণ সাইবার বুলিং ও অনলাইনে অনিরাপত্তা। এ জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। নারীদের জন্য একটি নিরাপদ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে।

তাসনিম আজিজ রিমি
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী

বাংলাদেশের বাংলাদেশের ভোলায় বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি। ভোলার প্রত্যন্ত অঞ্চল চরপাতিলায় বাল্যবিবাহের হার ৯০ শতাংশের বেশি। সমাজে কিছু প্রচলিত রীতিনীতি বাল্য-বিবাহের অন্যতম কারণ। তা ছাড়া নারীশিক্ষায়ও ঘাটতি রয়েছে। আর তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য আয়-রোজগারের পথটি এখনো উন্মুক্ত নয়। এ জন্য বিয়ের মাধ্যমে মেয়েরা স্বাবলম্বী ও নিরাপত্তা পাবেন বলে মনে করা হয়। বাল্যবিবাহ ও অপরিপক্ব গর্ভধারণে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষ ধারণা রাখে না। অসচ্ছল পরিবারগুলো কন্যাসন্তানকে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। গ্রামাঞ্চলে ভুয়া পরিচয়পত্র তৈরি করে বাল্যবিবাহ দেওয়া হয়। দেশে বাল্যবিবাহ রোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলে বাল্যবিবাহ সহজে প্রতিরোধ করা যেত। বাল্যবিবাহ রোধে অসচ্ছল পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। নারীশিক্ষার মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ বন্ধে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক কুসংস্কার দূর করা জরুরি।

আয়েশা খাতুন
শিক্ষার্থী, দ্বাদশ শ্রেণী

আমরা কন্যাশিশুরা পড়াশোনার সময় দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য ও নিরাপত্তার সমস্যায় পড়ি। মাসিক চলাকালে শিক্ষ-প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় না। দারিদ্র্যের কারণেই মূলত বাল্যবিবাহ হয়। মেয়েদের বড়জোর পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করানো হয়। তারপর আর পড়াতে চায় না। কারণ, বিয়ে দিলে অন্য ঘরে চলে যাবে। ফলে খরচ কমবে। একসময় সংসারের দায়িত্ব নেবে বলে ছেলেদের বেশি পড়ানো হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দূরত্বের কারণে কন্যাশিশু ও তার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। শিক্ষকদের দ্বারাও মেয়েরা অনেক সময় যৌন হয়রানির শিকার হয়।

বাল্যবিবাহ ঠেকাতে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও এনজিও সংস্থাগুলো ঝরে পড়া শিশুদের দায়িত্ব নিতে পারে। কারিগরি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা দরকার, যেন তারা নিজেরাই নিজেদের খরচ বহন করতে পারে।

ফাহমিদা হক নিশি
নির্বাহী পরিচালক, ইয়েস বিডি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে একটা বিরূপ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ফলে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বন্যা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট করে তুলছে যে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ফলে নারী ও কন্যাশিশুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্যোগে আক্রান্ত এলাকা ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে যথাযথ স্যানিটেশন থাকে না, যা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

দুর্যোগে অভিভাবকেরা নিরাশ্রয় হয়ে যাওয়ায় কন্যাশিশুদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে চান। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নারী নেতৃত্ব বাড়াতে আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে মেয়েদের স্কুলে ফেরত আনা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগকালে শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ভ্রাম্যমাণ স্কুল তৈরি করা যেতে পারে। সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নেটওয়ার্ক স্থানীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে এ-সংক্রান্ত উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

নিশাত সুলতানা
ডিরেক্টর, ইনফ্লুয়েন্সিং, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্যের বাংলা নির্ধারণ করেছে 'কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ'। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখনো বাল্যবিবাহের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ও বিশ্বে চতুর্থ। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহমুক্ত করতে প্রায় ২১৫ বছর সময় প্রয়োজন।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১১৬ জন কন্যাশিশু হত্যা, ধর্ষণসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষা, মেধা ও যোগ্যতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এ ধারাবাহিকতা অবশ্যই চলমান থাকবে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কন্যাশিশুদের স্বপ্নগুলো পূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একদিন নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের এবারের থিম হলো 'ইউনাইট ফর পিস'। আমরা সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করি। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী সুরক্ষিত না থাকলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

আবার আসছে 'করণ অর্জুন'

২২ নভেম্বর আবার মুক্তি পাচ্ছে শাহরুখ খান ও সালমান খান অভিনীত ব্লকবাস্টার ছবি *করণ অর্জুন*। প্রতিনিধি, মুম্বাই

টুকরো খবর

'রঙিলা কিতাব'-এর ট্রেলার

প্রকাশ্যে এল *রঙিলা কিতাব* সিনেমার ট্রেলার। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে জমকালো এক আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেখানো হলো সিরিজটির প্রথম ঝলক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনম বিশ্বাস, পরীমনি, মনোজ প্রামাণিক, ইমরান মাহমুদুলসহ সিরিজের অন্যান্য অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলী। আগামী ৮ নভেম্বর হইচইতে মুক্তি পাবে কিঙ্কর আহসানের উপন্যাস *রঙিলা কিতাব*-এর ছায়া অবলম্বনে নির্মিত এই সিরিজ। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

রঙিলা কিতাব-এ পরীমনি ও মোস্তাফিজুর নূর ইমরান। ছবি : হইচইয়ের সৌজন্যে

একসঙ্গে ডেপ-ক্রুজ

এর আগে *ব্লো*, *পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান : অন স্ট্রেঞ্জার টাইডস*-এর মতো আলোচিত সিনেমায় একসঙ্গে পর্দা মাতিয়েছেন জনি ডেপ-পেনিলোপ ক্রুজ। নতুন খবর দিলেন এবার জনপ্রিয় দুই তারকা। অ্যাকশন থ্রিলার *ডে ড্রিঙ্কার* সিনেমায় আবার তাঁদের দেখা যাবে। জাহাজে ঘটা রহস্যজনক ঘটনা নিয়ে সিনেমাটি প্রযোজনা করছে লায়নস গেট। আম্বার হার্ডের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এবারই প্রথম বড় কোনো প্রযোজনার সিনেমায় নাম লেখালেন জনি ডেপ। **বিনোদন ডেস্ক**

পেনিলোপ ক্রুজ ও জনি ডেপ।
ছবি : ইনস্টাগ্রাম

চীন বাদ

একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে 'সেরা বিদেশি ছবি' শাখায় চীন থেকে পাঠানো তথ্যচিত্র *দ্য সিংকিং অব দ্য লিসবন মারু*র মনোনয়ন বাতিল করেছে অস্কার কর্তৃপক্ষ। এই শাখায় জমা দেওয়া সিনেমাগুলোর বেশির ভাগ সংলাপ অ-ইংরেজিভাষী হতে হয়। ইংরেজি থাকলেও তার পরিমাণ ৫০ শতাংশের নিচে হতে হবে। কিন্তু এই সিনেমায় ৫০ ভাগের বেশি সংলাপ ইংরেজি হওয়ায় এটি বাতিল হয়েছে। তথ্যচিত্রের পরিচালক লি ফাং, মিং ফান ও লিলি গং। **বিনোদন ডেস্ক**

নেমেসিস ব্যান্ডের সদস্যরা। ছবি : নেমেসিসের সৌজন্যে

আন্তর্জাতিক শিল্পীদের পথে হাঁটছে নেমেসিস

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাত বছর পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে আসছে 'নেমেসিস'। কয়েকটি গান প্রকাশের পর নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যালবামের নাম প্রকাশ করা হবে, এমনটাই জানালেন ব্যান্ডের অন্যতম সদস্য জোহাদ রেজা চৌধুরী। তাঁর ভাষ্যে, গান প্রকাশ করলেও অ্যালবামের নাম কোনটা হবে, সেটা নিয়ে আপাতত কিছু বলতে চাই না। তবে এটা জানিয়ে রাখলাম, যে নামটা রাখা হয়েছে, জানার পর সবাই বুঝবেন, কেন এমন নাম রাখা হয়েছে।

২৫ বছরে নেমেসিস ৩টি অ্যালবাম করেছে। সম্প্রতি চতুর্থ অ্যালবামের দুটি গান প্রকাশ করেছে। প্রথম গানের শিরোনাম 'ঘোর', দ্বিতীয়টি 'ভাঙা আয়না'। নতুন অ্যালবামের গানগুলোর কথা লিখেছেন ও সুর করেছেন ব্যান্ডের ভোকাল ও গিটারিস্ট জোহাদ রেজা চৌধুরী। একটা করে গান প্রকাশ ও অ্যালবামের নাম প্রসঙ্গে জোহাদ বলেন, 'আমাদের এই অ্যালবামে ১০টা গান আছে। প্রকাশিত হয়েছে দুটো। আরও দুই-তিনটি গান প্রকাশের পর নামটা আমরা প্রকাশ্যে আনব। আমরা এখন দেখি, আন্তর্জাতিক শিল্পীরা পুরো অ্যালবাম প্রকাশের আগে অ্যালবামের তিন-চারটা গান প্রকাশ করে। আমরাও সেই একই পথে হাঁটছি।'

নতুন অ্যালবামের গান প্রসঙ্গে জোহাদ বলেন, 'সাউন্ডওয়াইজ আরেকটু নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি ইলেকট্রনিক মিউজিক খুব পছন্দ করি। তাই সেই সাউন্ডগুলো নতুন গানে ইনকরপোরেট করার চেষ্টা করেছি। প্রতিটা গান লিরিকস অনুযায়ী আরও বেশি আপন মনে হয়েছে। কারণ, এসব গানের বেশির ভাগই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বানানো। ২৫ বছর ধরে নেমেসিস আছে, তাই আরেকটু নিরীক্ষাধর্মী কাজ না করলে নিজেদের মধ্যে অনুতাপ থেকে যাবে ভেবেছি।'

চতুর্থ অ্যালবাম প্রকাশ উপলক্ষে দেশে ও বিদেশে নেমেসিসের বেশ কিছু কনসার্টের পরিকল্পনা আছে। সত্যি বলতে কি, গেল কয়েক সপ্তাহেই একাধিক কনসার্টে পারফর্ম করেছে তারা। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময়ও সরব ছিলেন ব্যান্ডের ভোকাল জোহাদ। 'গণজোয়ার' গানটি আন্দোলনকারীদের উদ্দীপ্ত করেছে বলে জানালেন জোহাদ। তবে আন্দোলন-পরবর্তী একাধিক কনসার্টের অভিজ্ঞতা সুখকর না। কয়েকটি কনসার্টে ২০-৩০ জনের দল বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, পণ্ড হয় কনসার্ট। আয়োজক ও অনুষ্ঠানে আসা ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ টেনে জোহাদ বলেন, 'আয়োজকদের জন্য খুব খারাপ লেগেছে , তারা যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল যেন এ রকম কিছু না ঘটে। খারাপ লাগছে তাদের জন্য, যারা টিকিট কেটে শোটি উপভোগ করছিল।' ২৫ বছরের পেশাদার সংগীতজীবনে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি কখনো হয়নি এই ব্যান্ড, এমনটাই জানিয়েছেন জোহাদ।

১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করে 'নেমেসিস'। ২০০৫ সালে আসে তাদের প্রথম একক অ্যালবাম অন্বেষণ। ২০১১ সালে দ্বিতীয় অ্যালবাম তৃতীয় যাত্রা। ২০১৭ সালে গণজোয়ার। আর ২০২৪-এ এসে ৪ নম্বর অ্যালবামের প্রথম দুটি গান প্রকাশিত হয়েছে। মজার বিষয় হলো, প্রথম তিনটি অ্যালবামই প্রকাশিত হয় ছয় বছর পরপর। যদিও এটাকে কাকতালীয়ই বলছে তারা! তৃতীয় যাত্রার জন্য সেই বছরের শ্রেষ্ঠ ব্যান্ড (ক্রিটিক) হিসেবে 'চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড' পায় নেমেসিস। অ্যালবামের 'কবে' গানটি তাদের আলোচনায় নিয়ে আসে। গানটির ভিডিও বেশ সমাদৃত হয়। একই বছর 'চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড'-এর শ্রেষ্ঠ মিউজিক ভিডিওর নমিনেশন পায় এটি। তাদের শ্রোতাপ্রিয় গানের মধ্যে অন্যতম—'বীর', 'নির্বাসন', 'তৃতীয় মাত্রা', 'এগিয়ে যাও', 'গণজোয়ার' প্রভৃতি।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পছন্দের ব্যান্ডগুলোর মধ্যে 'নেমেসিস' অন্যতম। তরুণ শ্রোতাদের হৃদয়ের এত কাছাকাছি কীভাবে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, এমন প্রশ্নে ব্যান্ড সদস্যদের ভাষ্য, 'আমাদের গানের মধ্যে মিথ্যা কিছু নেই। মনে যেটা আসে, সেটাই আমরা মিউজিকে ফুটিয়ে তুলি। তার ওপর কথা বসানো হয়। এই জায়গাটায় হয়তো শ্রোতাদের সঙ্গে মিলে যায়। যার ফলে সবাই পছন্দ করে।'

প্রত্যাশা আর প্রাপ্তি মিলিয়ে ২৫ বছরের ভ্রমণটা কেমন ছিল, এমন প্রশ্নে জোহাদ বলেন, 'এটা এককথায় অবিশ্বাস্য একটা অনুভূতি! এত বছর আমরা একসঙ্গে গান করব, মানুষের এত ভালোবাসা পাব ভাবিনি। শুরুতে ছোট ছোট শোতে বাজাতাম। সেখানে আমাদের গান শুনত কাছের মানুষ আর বন্ধুরা। নিজেদের চেষ্টা আর শ্রোতাদের ভালোবাসায় আমরা আজকের অবস্থানে আসতে পেরেছি। কাজ করতে করতে স্বপ্নটা এখন আরও বিস্তৃত হয়েছে।' কথার একেবারে শেষে বলেন, 'শ্রোতাদের সঙ্গে নেমেসিস ব্যান্ডের সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। যার ফলে গান করতে গিয়ে কোনো চাপ তৈরি হয় না। নিজেদের মাথায় যা-ই আসে তা-ই করি।'

জোহাদ আরও বলেন, 'গান করার পাশাপাশি আমরা শেখার প্রতিও গুরুত্ব দিয়ে আসছি। না শিখলে ভালো গান করা কঠিন। সময় পেলেই সবাই একসঙ্গে বসি! জ্যামিং করি। এর মধ্যে অদ্ভুত একটা ভালো লাগা কাজ করে। শান্তি লাগে!' বর্তমানে নেমেসিসের সদস্য পাঁচ। লাইনআপ হচ্ছে জোহাদ রেজা চৌধুরী (ভোকাল ও গিটার), রাফসান (গিটার), ইফাজ (গিটার), রাতুল (বেজ গিটার) ও জেফ্রি (ড্রামস)।

নাটকে রেহান, সঙ্গে নীহা

টিভি নাটক

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথমবারের মতো টিভি নাটকে অভিনয় করলেন মডেল রেহান। নির্মাতা মিজানুর রহমান আরিয়ানের *যুগল* নাটকে তাঁকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে পাওয়া যাবে। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন তরুণ অভিনেত্রী নাজনীন নীহা। আজ রাত সাড়ে ১০টায় মাছরাঙা টেলিভিশনে নাটকটি প্রচারিত হবে।

এর আগে আলোকচিত্রী রফিকুল ইসলামের *যুগল* ফটোশুটে অংশ নিয়েছিলেন রেহান ও নীহা। ফটোশুটের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেটি দেখেই এই জুটিকে নিয়ে নাটক নির্মাণের পরিকল্পনা করেন আরিয়ান।

নাটকে আহনাফ নামে এক তরুণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রেহান, চরিত্রটি মডেল হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এই চরিত্রের সঙ্গে রেহানের নিজেরও অনেকটা মিল রয়েছে। তবু চরিত্রটি ধারণ করতে সপ্তাহখানেকের বেশি সময় রিহার্সাল করতে হয়েছে।

নির্মাতা আরিয়ান জানান, মাস দুয়েক আগে নাটকটির দৃশ্যধারণ শেষ করেছেন তিনি। এটি একটি সরল প্রেমের গল্প। নাটকের গল্পে দেখা যাবে, দীর্ঘদিন ধরে ফেসবুকে তন্বীকে (নীহা) ফলো করে আহনাফ। হঠাৎ একদিন তন্বীকে আর ফেসবুকে পাওয়া যায় না। মাস তিনেক পর একটি ফটোশুটে গিয়ে নাটকীয়ভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

গতকাল রেহান *প্রথম আলো*কে জানান, কাজটি নিয়ে তিনি ভীষণ আশাবাদী। নিজেকে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি। আরও কয়েকটি ফিকশনে অভিনয়ের কথাবার্তা চলছে।

রেহানের পুরো নাম ফররুখ আহমেদ। ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন ফ্যাশন ব্র্যান্ডের মডেলিং করছেন। *রানওয়ে*তেও তিনি পরিচিত মুখ। বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবেও তাঁকে দেখা গেছে। টাঙ্গাইলের ছেলে রেহান পড়েছেন সেখানকার বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ে। উচ্চমাধ্যমিকের পর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওয়েব সিনেমা *আরারাত*-এর শেষভাগে চমক নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রেহান। ক্লোজআপ কাছে আসার গল্প *ইফতার ডে ওয়ান*-এও তাঁকে দেখা গেছে।

যুগল নাটকের ফটোশুটে রেহান ও নাজনীন নীহা।
ছবি : পরিচালকের সৌজন্যে

নজরুলচর্চাকেন্দ্র বাঁশরীর নাট্যসংগঠন বাঁশরী রেপার্টরি থিয়েটার প্রযোজিত *বনের মেয়ে পাখি* নাটকের দৃশ্য। আজ বুধবার, সন্ধ্যা সাতটায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হবে এ নাটকটি। কাজী নজরুল ইসলামের পালা থেকে এ নাটকের ভাবনা ও পরিকল্পনা খালেকুজ্জামান, নির্দেশনা দিয়েছেন সাজ্জাদ সাজু। ছবি : বাঁশরীর সৌজন্যে

মার্সেলের নতুন ৮ গান

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আটটি নতুন গানের কাজ শেষ করেছেন তরুণ গায়ক ও সংগীত পরিচালক শাহরিয়ার আলম মার্সেল। ওয়েব ফিল্ম, টেলিভিশন ও ইউটিউবের নাটকে গানগুলো ব্যবহৃত হবে। মার্সেল বলেন, তিন প্ল্যাটফর্মের জন্য আমার সুর ও সংগীতায়োজনে আটটি নতুন গান করেছি। শিগগিরই গানগুলো প্রকাশ পাবে। সুর ও সংগীতায়োজনের পাশাপাশি পাঁচটি গানে কণ্ঠও দিয়েছি।'

শাহরিয়ার আলম মার্সেল

> ফুটবল সবার জন্য, শুধু রিয়াল মাদ্রিদের জন্য নয়। ওরা সবকিছুকে নিজেদের সম্পদ মনে **করে।**

সের্হিও আগুয়েরো
ভিনিসিয়ুস ব্যালন ডি'অর না জেতায় রিয়াল মাদ্রিদের অনুষ্ঠান বর্জনের **প্রতিক্রিয়ায়** ম্যানচেস্টার সিটির কিংবদন্তি আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার

কার দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ

নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

স্বপ্না নেই, কৃষ্ণা থেকেও যেন নেই। শামসুন্নাহারকে নিয়ে অনিশ্চয়তা। ফাইনালে কি তাহলে বাংলাদেশের আক্রমণভাগ একটু দুর্বল হচ্ছে?

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

গত সাফের ফাইনালটা বাংলাদেশকে পার করে নিয়েছিলেন দুই ফরোয়ার্ড। ১৭ মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়র ১-০ করেন। ৪২ মিনিটে কৃষ্ণা রানী সরকারের গোলে ২-০। ৭০ মিনিটে নেপালের আনিতা ২-১ করলেও ৭৭ মিনিটে কৃষ্ণার দ্বিতীয় গোলের পর স্বাগতিকেরা আর ম্যাচে ফেরার রাস্তা খুঁজে পায়নি।

সেই কৃষ্ণা এবার দলে থাকলেও ফাইনালে একাদশে থাকবেন বলে মনে হয় না। এমনকি ভুটানের বিপক্ষে সেমিতে সুযোগ পাননি বদলি হিসেবেও। বাংলাদেশের ৭-১ গোলের উৎসবে অতিরিক্ত তালিকার ৫ জনকে পরখ করলেও কৃষ্ণা ছিলেন ব্রাত্য, হয়তো পাকিস্তান ও ভারতের বিপক্ষে বদলি হিসেবে সুযোগ পেয়েও তেমন কিছু করতে না পারায়। পাকিস্তান ম্যাচে ৬৯ মিনিটে কৃষ্ণা বদলি নামেন সাবিনার জায়গায়। ভারতের বিপক্ষে ৮১ মিনিটে নামেন তহুরা খাতুনের বদলি হিসেবে। তিন ম্যাচে ৩০ মিনিট সুযোগ পাওয়া কৃষ্ণাকে আজ বদলি কোচ পিটার বাটলার ভাববেন কি না, সংশয় আছে।

ভারতের বিপক্ষে পাওয়া চোটের কারণে শামসুন্নাহার জুনিয়রকে সেমিফাইনালে মাঠেই নামানো হয়নি। তাঁর জায়গায় আসেন গত জুলাইয়ে ভুটানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক দিয়ে জাতীয় দলের জার্সিতে শুরু করা সাগরিকা। শামসুন্নাহার জুনিয়রের আজ ফাইনালে খেলা নিয়েও কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে। আজ ম্যাচের আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ। শামসুন্নাহার না খেললে সাগরিকাই আসবেন একাদশে, তেমনটাই জানিয়েছেন পিটার বাটলার।

ফাইনালের আগের দিন আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনে ট্রফিতে হাত রাখলেন দুই অধিনায়ক—নেপালের অঞ্জিলা তুম্বাপো সুব্বা ও বাংলাদেশের সাবিনা খাতুন। কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ফাইনাল শেষে কার হাতে উঠবে এই ট্রফি? ছবি : বাফুফে

বাংলাদেশের আক্রমণভাগে এবার অন্যতম বড় ভরসা বাঁ দিকের উইংয়ে খেলা ঋতুপর্ণা চাকমা। যেমন তাঁর পায়ের কাজ, তেমন মাপা ক্রস। এই সাফে ভুটানের বিপক্ষে একটি ছাড়া তাঁর আর গোল হয়তো নেই। তবে গোল করাতেই নাকি ঋতুপর্ণার বেশি ভালো লাগে। ডান দিকের উইংয়ে আজ শামসুন্নাহার না থাকলে কিছুটা ভুগতে হতে পারে বাংলাদেশ, সাগরিকা নিজের প্রথম সাফ ফাইনাল খেলার ভার কতটা নিতে পারবেন, সেটিও প্রশ্ন। গতবার স্ট্রাইকার হিসেবে খেলা সিরাত জাহান স্বপ্না এবার নেই। ফুটবলই ছেড়ে তিনি এখন ঘর-সংসারী হয়েছেন।

বাংলাদেশ-নেপাল

নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের একমাত্র জয়টি সর্বশেষ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে।

স্বপ্না নেই, কৃষ্ণা থেকেও যেন নেই। শামসুন্নাহারকে নিয়ে অনিশ্চয়তা। ফাইনালে কি তাহলে আক্রমণভাগ একটু দুর্বল হচ্ছে? অধিনায়ক সাবিনা খাতুন অবশ্য কে আছেন, কে নেই, এসব ভাবতেই চান না। এখন পর্যন্ত মেয়েরা যা খেলেছেন, তাতে নিজের সন্তুষ্টি জানিয়ে সাবিনা বলেছেন, 'আমি আমার মেয়েদের নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। যে-ই খেলুক, সেরাটা দেবে। তহুরা দারুণ খেলছে। অন্যরাও ভালো করছে। আমি মনে করি, আমাদের দলে যে কেউ গোল করতে পারে।'

স্বপ্না না থাকায় সপ্তম নারী সাফে বাংলাদেশের গোলের দায়িত্বটা নিয়েছেন তহুরা খাতুন। পাকিস্তান ম্যাচে গোল পাননি। ভারতের বিপক্ষে জোড়া গোল আর ভুটানের বিপক্ষে করেছেন হ্যাটট্রিক। গত সাফে তহুরা জুনিয়র ছিলেন, সিনিয়রদের ভিড়ে তেমন সুযোগও পাননি। তবে এবার একাদশে এসে নিজের কাজটা করছেন দারুণভাবে। আজ ফাইনালে তাই তহুরার দিকেই বেশি তাকিয়ে থাকবে বাংলাদেশ।

অধিনায়ক সাবিনা খাতুন গত সাফে ৮ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। এবার ভুটানের বিপক্ষে পাওয়া দুটি গোলই ফাইনালের আগপর্যন্ত তাঁর প্রাপ্তি। স্ট্রাইকারের নিচে খেলা সাবিনা পুরো দলকেই নেতৃত্ব দেন মাঠে। সেটা দিতে পেরেই খুশি তিনি, 'নিজের ব্যক্তিগত অর্জন নিয়ে ভাবছি না। তবে অবশ্যই চেষ্টা থাকবে ফাইনালে গোল করতে।'

গত সাফ ফাইনাল জেতার পর মেয়েরা ছাদখোলা বাসে মতিঝিল থেকে বাফুফে ভবন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এবার কী পাবেন? প্রশ্নটা কাল মেয়েরাই করেছেন বাফুফের নবনির্বাচিত চার সদস্যকে। যাঁরা কাঠমান্ডু এসে কাল অনুশীলন মাঠে গেছেন মেয়েদের উজ্জীবিত করতে। ফাইনালের ঠিক আগে এসে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া টিপু সুলতানকে ডিফেন্ডার মাসুরা পারভীনের অনুরোধ, 'স্যার, একটা ঘোষণা দেন।' তবে 'স্যারে'রা কোনো ঘোষণা দেননি। বাফুফে সদস্য ও সাবেক ফুটবলার ইকবাল হোসেন শুধু বলেছেন, 'তোমাদের সব চাওয়া পূরণ হবে। আগে তোমরা ফাইনালটা জিত।'

মেয়েরা তো জিততে মরিয়া হয়েই আছেন।

ট্রিস্টান স্টাবস ও টনি ডি জর্জি, দুই দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান দিনভর ভুগিয়েছেন বাংলাদেশের বোলারদের, দুজনই পেয়েছেন সেঞ্চুরি। গতকাল চট্টগ্রামে। ছবি : শামসুল হক

দুই সেঞ্চুরির দিনে অসহায় বোলাররা

চট্টগ্রাম টেস্ট

তারেক মাহমুদ, *চট্টগ্রাম থেকে*

জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের উইকেট মানে ব্যাটিং-স্বর্গ। টেস্টের প্রথম দিনে প্রচণ্ড রোদ সাগরপারের মাঠে ছড়িয়েছে ৩৬ ডিগ্রির গা-পোড়ানো তাপমাত্রা। প্রতিপক্ষের নাম দক্ষিণ আফ্রিকা, টসে জিতে তারা আবার নিয়েছে ব্যাটিং। বাংলাদেশ টেস্টটা খেলছে চার বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়ে।

প্রথম তিন তথ্যে চমক নেই। চট্টগ্রামের উইকেটের চরিত্র ক্রিকেট অনুসারীমাত্রেরই জানা। চট্টগ্রামে প্রচণ্ড গরম পড়ছে কয়েক দিন ধরে এবং টেস্টের পাঁচ দিনে আবহাওয়ায় হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

এসবেরই যোগফল আলোকস্বল্পতায় ৯ ওভার কম হওয়ার পরও প্রথম দিন শেষে ২ উইকেটে ৩০৭ রান। দিনের শেষ ওভারটা অবশ্য বাংলাদেশ করেছে নতুন বলে। আজ সকালে যদি বলটাকে ঝলসে তোলা যায়, এটাই এখন আশা।

বিস্ময়কর হলো, ইতিহাস ও বর্তমান—দুটিই প্রতিকূলে রেখে বাংলাদেশ টেস্টটা খেলছে মাত্র চার বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়ে। দুই পেসার হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার সঙ্গে দুই স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান মিরাজ। প্রচণ্ড গরম আর ব্যাটিং উইকেটে হাতে যথেষ্ট বোলার না রাখাটা ঠিক হলো কি না, প্রথম দিন শেষে নিশ্চয়ই ড্রেসিংরুমে বাড়তি চিন্তার খোরাক হয়েছে প্রশ্নটা।

দিন শেষের সংবাদ সম্মেলনে কোচ ফিল সিমন্স অবশ্য বলেছেন, সবকিছু বিবেচনায় রেখেই নাকি তাঁরা একাদশ ঠিক করেছিলেন। সে যা-ই হোক, নাজমুল হোসেনের বোলিং-ভান্ডারে যে যথেষ্ট অস্ত্র নেই, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ইনিংসের ৫৪তম ওভারেই তৃতীয় স্পিনার হিসেবে মুমিনুলকে আনতে বাধ্য হওয়ায়। এ রকম কন্ডিশনে দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যানদের ভুলের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কী! তা দক্ষিণ আফ্রিকা ভুল করলও। কিন্তু সারা দিনে করা তাদের চারটি ভুলের মধ্যে বাংলাদেশের ফিল্ডাররা মাত্র একটিরই সুযোগ নিতে পারলেন।

বোলারদের হতাশার দিনে বড় জুটির দিকে এগোচ্ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার এইডেন মার্করাম ও টনি ডি জর্জি। ৩৩ রান করার পর হঠাৎই তাইজুলের হাওয়ায় ওড়ানো এক বলে ডাউন দ্য উইকেটে এসে খেলতে গিয়ে মিড অনে মুমিনুলের হাতে ক্যাচ তুলে দেন মার্করাম। ততক্ষণে ওপেনিং জুটিতে হয়ে গেছে ৬৯ রানে।

এর আগে প্রথম সুযোগটা দিয়েছিলেন জর্জি। কিন্তু হাসানের বল তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে চলে যায় খুলনায় জাতীয় লিগের ম্যাচ থেকে উড়ে এসে অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা উইকেটকিপার মাহিদুল ইসলামের পাশ দিয়ে। ব্যক্তিগত ২৫ রানে তাইজুলের টার্নে পরাস্ত ট্রিস্টান স্টাবসকে স্টাম্পিং করার সুযোগও হাতছাড়া করেন তিনি। ৪১তম ওভারে জর্জি আরেকবার বেঁচে যান। এবারও হাসানের বলে। প্রথম স্লিপে সাদমানের ঠিক সামনেই পড়ে জর্জির ব্যাট ছুঁয়ে যাওয়া বলটা।

যে দুই ব্যাটসম্যানকে বাংলাদেশ এই তিন সুযোগ দিল, দুজনই নতুন জীবন উদ্‌যাপন করেছেন টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরি করে। ১০৬ রান করে শেষ সেশনে তাইজুলের কিছুটা নিচু হয়ে আসা এক বলে স্টাবস বোল্ড হয়ে গেলেও জর্জি দিন শেষে ১৪১ রান করে এখন আরও বড় কিছুর অপেক্ষায়।

দুই সেঞ্চুরিয়ান কোনো শটই খেলতে বাকি রাখেননি। স্পিনারদের বল টার্ন করলেও ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্তিতে ফেলার মতো অতটা নয়। এই সুযোগে সুইপ-রিভার্স সুইপগুলো খুব স্বচ্ছন্দে খেলেছেন জর্জি ও স্টাবস। সুযোগ পেলে আক্রমণাত্মকও হয়েছেন। জর্জির ইনিংসেই যেমন ১০ বাউন্ডারির সঙ্গে ৩ ছক্কা। ৬ বাউন্ডারির সঙ্গে ৩ ছক্কা স্টাবসেরও। এমনকি জর্জির সঙ্গে ১৮ রানে অপরাজিত ডেভিড বেডিংহামেরও ২৫ বলের ইনিংসে দুই ছক্কা মারা হয়ে গেছে।

দিন শেষে স্টাবস যদিও বলেছেন, বল নরম হয়ে আসায় সারা দিনে মধ্যাহ্নবিরতির পরই কেবল ব্যাটিং করতে একটু সমস্যা হচ্ছিল, দ্বিতীয় সেশনে কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেট পড়েনি একটিও। ততক্ষণে জর্জি পৌঁছে যান তিন অঙ্কে, ৬৫ রানে খেলছিলেন স্টাবস। দুজনের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে তখনই দক্ষিণ আফ্রিকার রান ২০৫। শেষ সেশনে স্টাবসের উইকেটটি হারিয়ে তারা যোগ করেছে আরও ১০২ রান।

স্কোরকার্ড

টস : দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস

	রান	বল	৪	৬
মার্করাম ক মুমিনুল ব তাইজুল	৩৩	৫৫	২	০
ডি জর্জি ব্যাটিং	১৪১	২১১	১০	৩
স্টাবস ব তাইজুল	১০৬	১৯৮	৬	৩
বেডিংহাম ব্যাটিং	১৮	২৫	০	২
অতিরিক্ত (বা ৫, লেবা ১, নো ৩)	৯			

মোট (৮১ ওভারে, ২ উইকেটে) **৩০৭**

উইকেট পতন : ১-৬৯ (মার্করাম, ১৭.১ ওভার), ২-২৭০ (স্টাবস, ৭৩.৪)।

বোলিং : হাসান ১৩-০-৪৭-০, রানা ১৩-২-৩৪-০ (নো ৩), তাইজুল ৩০-২-১১০-২, মিরাজ ২১-১-৯৫-০, মুমিনুল ৪-০-১৫-০।

আইতানা বোনমাতি (বাঁয়ে) এই ট্রফিতে আগেও চুমু খেয়েছেন এভাবে, রদ্রি এবারই প্রথম। প্যারিসের থিয়েটার দু শাতলেতে গত পরশু ব্যালন ডি'অরের মঞ্চে ট্রফি হাতে নারী ও পুরুষ বিভাগের বিজয়ী। ছবি : এএফপি

২০২৪ ব্যালন ডি'অর

কার হাতে কোন ট্রফি

ব্যালন ডি'অর (পুরুষ)
রদ্রি (স্পেন, ম্যানচেস্টার সিটি)

ব্যালন ডি'অর (নারী)
আইতানা বোনমাতি (স্পেন, বার্সেলোনা)

ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি : ছেলেদের বর্ষসেরা কোচ
কার্লো আনচেলত্তি (রিয়াল মাদ্রিদ)

ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি : মেয়েদের বর্ষসেরা কোচ
এমা হেইস (চেলসি, যুক্তরাষ্ট্র)

গার্ড মুলার ট্রফি : সর্বোচ্চ গোলদাতা
কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স, পিএসজি)
হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড, বায়ার্ন)

লেভ ইয়াশিন ট্রফি : বর্ষসেরা গোলকিপার
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা, আর্জেন্টিনা)

রেমন্ড কোপা ট্রফি : বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়
লামিনে ইয়ামাল (স্পেন, বার্সেলোনা)

সক্রেটিস পুরস্কার : দাতব্য কাজ
হেনি হেরমোসো (স্পেন, তাইগ্রেস)

ছেলেদের বর্ষসেরা ক্লাব
রিয়াল মাদ্রিদ

মেয়েদের বর্ষসেরা ক্লাব
বার্সেলোনা

- ম্যানচেস্টার সিটির ইতিহাসে প্রথম ও স্পেনের ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতলেন রদ্রি। এর আগে ১৯৬০ সালে জিতেছিলেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ।
- প্রথম ফুটবলার হিসেবে দুইবার সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার লেভ ইয়াশিন ট্রফি জিতেছেন আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ।
- এই প্রথমবার ব্যালন ডি'অর জয়ী পুরুষ ও নারী দুজনই একই দেশের—স্পেন। সেরা তরুণ খেলোয়াড় স্পেনের। ছেলে ও মেয়েদের বর্ষসেরা দুই ক্লাবও স্পেনের।
- এ নিয়ে টানা চতুর্থবার মেয়েদের ব্যালন ডি'অর জিতলেন বার্সেলোনা ও স্পেনের কোনো খেলোয়াড়।

ভিনি নয়, রদ্রি

ব্যালন ডি'অর

মেহেদী হাসান, *ঢাকা*

পরশু সন্ধ্যা পর্যন্তও কথা ছিল, ব্যক্তিগত ফ্লাইটে প্যারিসে যাবেন ভিনিসিয়ুস। ৫০ জন নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের একটি বহরও যাবে। মাদ্রিদ থেকে বিমান উড়াল দেওয়ার কথা ছিল স্থানীয় সময় বেলা তিনটায়। সেই বিমান যেমন আর ওড়েনি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওঠা ঝড়ও এখনো থামেনি। ব্যালন ডি'অরের রাতটা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যার পর থেকে যে থ্রিলারে পরিণত হবে, তা কে জানত!

ব্যালন ডি'অরের আয়োজক 'ফ্রান্স ফুটবল'-এর দাবি, এবার শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর নাম গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আমজনতার চোখে মাসখানেক আগে থেকেই ভিনির হাতে ব্যালন ডি'অর। থিয়েটার দু শাতলেতে রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান তারকাকে বর্ষসেরার ট্রফিটি নিতে দেখা যেন শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। কিন্তু রাত নেমে আসতে আসতে স্পেন থেকে খবর আসে, ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানে যাচ্ছে না রিয়াল। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানিয়ে দেয়, ভিনির ব্যালন ডি'অর জয়ের সম্ভাবনা নেই বুঝেই রিয়ালের এই সিদ্ধান্ত।

তখনই একটি বিষয় মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল—রিয়াল যেহেতু যাচ্ছে না, তার মানে ভিনি নয়, ট্রফিটি পেতে যাচ্ছেন রদ্রি! অন্য অর্থে বললে, এমন কেউ, যিনি ভিনির মতো 'পিপলস চয়েস' নন। তারকাখ্যাতিতেও হয়তো পিছিয়ে। এমনকি একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত যাঁর নেই! কিন্তু পর্দার আড়ালে নীরবে-নিভৃতে নিজের কাজটা করে যাচ্ছেন মৌসুমের পর মৌসুম।

মঞ্চে লাইবেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট, মিলান কিংবদন্তি ও ১৯৯৫ ব্যালন ডি'অরজয়ী জর্জ উইয়াহ রদ্রির নাম ঘোষণা করার আগেই অনুষ্ঠান বয়কটের সিদ্ধান্ত এএফপিকে জানিয়ে দিয়েছিল রিয়াল। ছেলেদের বর্ষসেরা ক্লাব ও বর্ষসেরা কোচের (কার্লো আনচেলত্তি) পুরস্কারটি নিতে তাই ক্লাবটির কাউকে দেখা গেল না। তবু কি আলোর অভাব ছিল এতটুকু! রদ্রি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই তাঁকে ক্রাচ দুটো এগিয়ে দেন রুবেন দিয়াস। এসিএল চোটের পর ওই ক্রাচই তাঁর সঙ্গী। আরও একজন ছিলেন। প্রেমিকা লরা ইগলেসিয়াস। মঞ্চে ব্যালন ডি'অর উঁচিয়ে রদ্রি জানালেন, লরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আট বছর পূর্তিও আজই। প্রেমিকাকে সামনে রেখে গোটা পৃথিবীর কাছ থেকে সেরার স্বীকৃতিটুকু আদায়ের পর 'অভিমান' করে না আসা অতিথিকেও স্মরণ করেছেন রদ্রি। টিএনটি স্পোর্টসকে বলেছেন, 'বলতেই হবে, ভিনিসিয়ুস গ্রেট খেলোয়াড়। গত মৌসুমসহ কয়েক বছর ধরেই সে তা দেখিয়েছে। এর বেশি বলতে পারছি না।' কিন্তু নিজের অর্জন নিয়ে তো বলতে পারেন? শুনুন তাঁর মুখেই, 'ফুটবল জিতেছে এই অর্থে (ফরোয়ার্ড ছাড়া) অন্য পজিশনের খেলোয়াড়েরা তেমন একটা স্বীকৃতি পান না...এটা ফুটবলকে অক্সিজেন দেবে। তরুণরা যারা মেসি-রোনালদোর বাইরে অন্য কিছু হতে চায়।'

রদ্রির এই স্বীকৃতি কি শুধুই গত মৌসুমে স্পেনের হয়ে ইউরো ও সিটির হয়ে লিগ জয়ের জন্য? ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে গোটা মৌসুমে মাত্র এক ম্যাচ বাদে সব খেলায় অপরাজিত থাকার জন্য? সম্ভবত না। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে হয়ে যাওয়া ভোটে সাংবাদিকেরা শুধু এটুকু বিবেচনা করেননি। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডের মতো 'গ্ল্যামারহীন' পজিশনেও রদ্রি-রোমান্টিসিজম আর কত দিন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব!

ওদিকে স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর ভিনি এক্সে লিখেছেন, 'এটা জিততে ১০ গুণ ভালো খেলতে হলে খেলব। তারা তো (আমাকে পুরস্কারটি দিতে) প্রস্তুতই নয়।' ব্রাজিলের ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ভিনিকে সান্ত্বনাসূচক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'তুমি বিশাল একজন এবং এর মধ্যেই ফুটবলে ইতিহাস গড়েছ। আর সেটা শুধু মাঠে তোমার অনবদ্য সামর্থ্যের জন্যই নয়, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত লড়াইয়ের জন্যও।' ভিনির রিয়াল সতীর্থদের কেউ কেউ বলছেন, তিনি রাজনীতির শিকার। কেউ আবার বলছেন, ট্রফি লাগবে না, তিনি এমনিতেই সেরা।

তা ভিনির ট্রফি না লাগুক, রদ্রির খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ, থিয়েরি অঁরির ভাষায়, 'লোকে মিডফিল্ডারদের অবদান ভুলে যায়।' এবারের ব্যালন ডি'অরে তাই ফুটবল একটি জায়গায় অন্তত দায়মুক্ত হলো।

ছোট পর্দায় আজ

চট্টগ্রাম টেস্ট-২য় দিন	*গাজী টিভি, টি স্পোর্টস*
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা	সকাল ১০টা
মেয়েদের সাফ ফাইনাল	*কান্তিপুর ম্যাক্স ইউটিউব*
বাংলাদেশ-নেপাল	সন্ধ্যা ৬-৪৫ মি.
ইন্ডিয়ান সুপার লিগ	*স্পোর্টস ১৮-১*
হায়দরাবাদ-মোহনবাগান	রাত ৮টা
ডাচ এরেডিভিজি	*রাত ১১টা*
ফেইনুর্ড-আয়াক্স	ইউরোস্পোর্ট

ডায়াবেটিস ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে

গোলটেবিল বৈঠক

দেশে ডায়াবেটিসের রোগী কোটির ওপর, দ্রুত সেই সংখ্যা বাড়ছে। চাপ বাড়ছে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

দেশে ডায়াবেটিসের প্রকোপ ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে। যাঁরা আক্রান্ত, তাঁদের অনেকে জানেনই না যে রোগটা তাঁদের আছে। যাঁরা জানেন, তাঁরা সবাই চিকিৎসা নিচ্ছেন না। রোগের চাপ পড়ছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামাজিক আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে 'ডায়াবেটিস ও এর জটিলতা প্রতিরোধে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এসব কথা বলেন। ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হেলথকেয়ারের সহযোগিতায় *প্রথম আলো* এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। কিডনি, চোখ, হৃদ্‌যন্ত্রে ডায়াবেটিসের প্রভাব নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কথা বলেন। গর্ভকালীন ডায়াবেটিস নিয়েও আলোচনা হয়।

ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞরা বলেন, শজনেপাতা বা মেথি খেলে ডায়াবেটিস ভালো হয় না। রক্তে শর্করা পরিমাপের যেসব গ্লুকোমিটার বাজারে আছে, তার অনেকগুলোই মানসম্মত নয়। এই দুটি ক্ষেত্রে মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বারডেম একাডেমির পরিচালক অধ্যাপক ফারুক পাঠান বাংলাদেশের ডায়াবেটিস পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের সূত্র উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, দেশে ডায়াবেটিস রোগী ১ কোটি ৩০ লাখ। রোগী বেশি থাকা শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮ নম্বরে। রোগী বাড়ছে। ২০৪৫ সালে রোগীর সংখ্যা বেড়ে হবে ২ কোটি ২০ লাখ। অবস্থান পাল্টে সপ্তম স্থানে উঠবে বাংলাদেশ।

ডায়াবেটিস-বিশেষজ্ঞ ফারুক পাঠান বলেন, ডায়াবেটিক সমিতির জরিপে দেখা গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ২৫ শতাংশের ডায়াবেটিস। রোগীর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। তাঁদের মধ্যে ৮০ লাখ চিকিৎসা নেন, বাকিরা চিকিৎসা নেন না। সিংহভাগ জানেনই না যে তাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ডাক্তারের কাছে ৬০ শতাংশ ডায়াবেটিস রোগী আসেন নানা জটিলতা নিয়ে।

কাদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি, তার একটি লম্বা তালিকা দেন বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। যাঁরা কায়িক পরিশ্রম কম করেন, অস্বাস্থ্যকর খাবারে অভ্যস্ত, উচ্চ রক্তচাপ আছে, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি—এসব মানুষের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি। ঘাড়ের চামড়া বা বগল কালো, অনেক মুটিয়ে গেছেন, এইচআইভি আক্রান্ত—এসব ব্যক্তির ঝুঁকি বেশি দেখা গেছে। তিনি বলেন, বয়স ৩০ হলেই রক্তের শর্করা পরীক্ষা করা উচিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের

'ডায়াবেটিস ও এর জটিলতা প্রতিরোধে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

- শজনেপাতা বা মেথি খেলে ডায়াবেটিস ভালো হয় না।
- বয়স ৩০ হলেই রক্তের শর্করা পরীক্ষা করা উচিত।
- ডায়াবেটিস থাকা মানুষের হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক ও কিডনি রোগের ঝুঁকি বেশি।
- ডায়াবেটিস থেকে দূরে থাকতে ভোজন, ভ্রমণ ও ওজন—এ তিনটি শব্দ মাথায় রাখতে হবে।

সহযোগী অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শাহজাদা সেলিম বলেন, ডায়াবেটিস থাকা মানুষের হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক ও কিডনি রোগের ঝুঁকি বেশি। ডায়াবেটিস অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। ডায়াবেটিস প্রজননক্ষমতাও হ্রাস করে দেয়। এটি স্নায়ুরোগেরও কারণ। এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের জীবনমান কমে যায়। ভালো থাকতে হলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে।

ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনার ওপর কথা বলেন গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের অধ্যাপক তানজিনা হোসেন। তিনি বলেন, চারটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে—জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে, চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ সেবন করতে হবে, ইনসুলিন নিতে হবে এবং স্বাস্থ্যশিক্ষায় জোর দিতে হবে। তিনি বলেন, রোগীকে শিখতে হবে, রোগীকেই নিজের রক্তের গ্লুকোজ মাপা জানতে হবে।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে ১০টি পন্থার কথা বলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন। এর মধ্যে আছে খাবার, সময়মতো পরিমাণ অনুযায়ী খাওয়া, খাবারে প্রয়োজনীয় ক্যালরি থাকা, পর্যাপ্ত ঘুম, মানসিক চাপ দূরে রাখা, ধূমপানসহ এ ধরনের অভ্যাস না থাকা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর খাবার না দেওয়া, ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় অভ্যস্ত করা, দিনে স্ক্রিনটাইম এক থেকে দুই ঘণ্টার বেশি না হওয়া এবং ডায়াবেটিস পরিমাপ করা।

ডায়াবেটিস রোগীর হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বেশি বলে মন্তব্য করেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের অধ্যাপক সাবিনা হাশেম। তিনি বলেন, হৃদ্‌যন্ত্রের রক্তনালিতে সমস্যা দেখা দেয়, রক্তনালিতে চর্বি জমে। অনেক সময় রক্তনালি বন্ধ হয়ে যায়, স্ট্রোক করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর পরামর্শ দেন এই বিশেষজ্ঞ।

'ডায়াবেটিস যার আছে, তার শত্রুর দরকার হয় না' এমন মন্তব্য করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের নেফ্রোলজি বিভাগের প্রধান মো. নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ডায়াবেটিস রোগীদের প্রায় ৫০ শতাংশের রক্তচাপ দেখা যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের কিডনি রোগ দেখা দেয়। দেশে প্রায় দুই কোটি লোক কিডনি রোগে ভুগছেন। কিডনি একবার নষ্ট হলে আর ঠিক করা যায় না।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস কেন হয়, হলে কী হয়—তা নিয়ে বৈঠকে কথা বলেন শিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক শেখ জিন্নাত আরা নাসরিন। তিনি বলেন, গর্ভাবস্থায় গর্ভফুল থেকে নিঃসরিত রাসায়নিকের কারণে কারও কারও ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে যায়, এটাই গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের প্রধান কারণ। এ ক্ষেত্রে কিছু ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন, গর্ভাবস্থায় শরীরচর্চা অনুচিত। এটা ঠিক নয়।

ডায়াবেটিস রোগীদের চোখের সমস্যা হয়, বিশেষ সমস্যা হয় রেটিনায়। এ বিষয়ে কথা বলেন বিএসএমএমইউর চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তারিক রেজা আলী। তিনি বলেন, দেশে চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ আছেন দেড় হাজারের মতো, তাঁদের মধ্যে রেটিনা-বিশেষজ্ঞ ১০০ জনের মতো। তিনি বলেন, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের তিন মাস পরপর চোখ পরীক্ষা করা উচিত। কমিউনিটি ক্লিনিকে চোখ পরীক্ষার যন্ত্র রাখার পরামর্শ দেন এই চক্ষুবিশেষজ্ঞ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে অধ্যাপক ফারুক পাঠান বলেন, ডায়াবেটিস থেকে দূরে থাকতে ভোজন, ভ্রমণ ও ওজন—এ তিনটি শব্দ মাথায় রাখতে হবে।

গোলটেবিল বৈঠক সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী।

দুদক চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনারের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশে ক্ষমতার পালাবদলের আড়াই মাস পর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনার পদত্যাগ করেছেন। তাঁদের নিয়োগ হয়েছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে।

দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং কমিশনার (তদন্ত) মো. জহুরুল হক ও কমিশনার (অনুসন্ধান) মোছা. আছিয়া খাতুন কী কারণে পদত্যাগ করেছেন, সে বিষয়ে তাঁরা কিছু জানাননি। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে দুদক কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের শুধু বলেছেন, তিনি পদত্যাগ করেছেন।

গত ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দুদককে ঢেলে সাজানোর দাবি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর যে ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে, তার মধ্যে দুর্নীতি দমনের বিষয়টিও রয়েছে। তবে কমিশন হলেও দুদকের শীর্ষ পদে এত দিন পরিবর্তন আসেনি।

কাগজে-কলমে স্বাধীন হলেও গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের সবুজসংকেত ছাড়া দুদককে তৎপর হতে দেখা যায়নি। উল্টো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের উদ্দেশ্যে দুদককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হতো, এমন অভিযোগ রয়েছে।

দুদক আইন অনুযায়ী, চেয়ারম্যান ও দুজন কমিশনারের সমন্বয়ে দুদক কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। গতকাল পদত্যাগ করা দুদক কমিশনকে মেয়াদ পূরণ করার দেড় বছর আগেই বিদায় নিতে হলো। সদ্য বিদায়ী দুদক চেয়ারম্যান মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ একসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ছিলেন। ২০২১ সালের ৩ মার্চ তাঁকে দুদক চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি। দুদকের অন্য দুই কমিশনারের মধ্যে মো. জহুরুল হক সাবেক জেলা জজ। তিনি বিটিআরসির চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। আরেক কমিশনার আছিয়া খাতুন সাবেক সচিব।

দুদকের চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি ও কমিশনাররা হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির সমান মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

দুদক আইন অনুযায়ী, চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা রাষ্ট্রপতি বরাবর এক মাসের লিখিত নোটিশ দিয়ে পদত্যাগ করতে পারেন। তবে মঈনুউদ্দীন কমিশন সেই নোটিশ দিয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

গতকাল বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচার দুদক কার্যালয়ে সংস্কার কমিশনের সঙ্গে দুদক চেয়ারম্যান, দুই কমিশনার ও কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা হওয়ার কথা ছিল। এর আগেই চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনার পদত্যাগ করেন।

দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান গতকাল সন্ধ্যায় মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, এত দিন দুদকের শীর্ষ পদে নিয়োগ হতো রাজনৈতিক বিবেচনায়। যে কারণে দুদকের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। দলীয় বিবেচনার বাইরে গিয়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও সর্বজন গৃহীত ব্যক্তিদের দুদকের নেতৃত্বে আনতে হবে, যাঁরা সৎসাহস নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে পারেন।

উদ্ভিদ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটেছে শিরীষ। ছবি : লেখক

কোমল পাপড়ির সুগন্ধি শিরীষ

মোকারম হোসেন, *প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক*

সাধারণভাবে অনেকেই শিরীষ বলতে কড়ইগাছকে বুঝে থাকেন। অথচ প্রতিটি কড়ইগাছের আলাদা পরিচয় আছে। উদাহরণ হিসেবে সাদাকড়ই, শীলকড়ই, চট্টগ্রামকড়ই বা মটরকড়ই ইত্যাদি নাম বলা যেতে পারে। এই তালিকায় গগনশিরীষের নামও যুক্ত করা যায়। এদের মধ্যে রেইনট্রি বা মেঘশিরীষ আঞ্চলিকভাবে রেন্ডিকড়ই নামে পরিচিত।

অন্যান্য শিরীষের তুলনায় দেশে মেঘশিরীষই সংখ্যায় বেশি। এত সব শিরীষের ভিড়ে একটি গাছ শুধুই শিরীষ হিসেবে পরিচিত। এই শিরীষ মূলত সুগন্ধি ফুলের জন্য বিখ্যাত। প্রস্ফুটন মৌসুমে ফুলটির তীব্র গন্ধ অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে। গাছটি প্রায় সারা দেশে দেখা যায়। ঢাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো স্বল্প সংখ্যক উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে এই শিরীষ অন্যতম। অযত্নে বেড়ে ওঠা এই গাছ ঢাকায় একসময় সংখ্যায় অনেক ছিল। এখন কমেছে।

নিসর্গী ও বিজ্ঞান লেখক দ্বিজেন শর্মা তাঁর *শ্যামলী নিসর্গ* গ্রন্থে লিখেছেন, 'শিরীষ ফুলের সৌন্দর্য সম্পর্কে এদেশীয় কবিকুলের সচেতনতা সুপ্রাচীন।' কালিদাস শিরীষকে চারু কর্ণের অলংকার বলে মেঘদূতে (চারুকর্ণে শিরীষং) উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণব কবি রাধামোহনের কাছে শিরীষ কোমলতার প্রতীক, তাই লিখেছেন, 'শিরীষ কুসুম জিনি কোমল পদতল।' আর রবীন্দ্রনাথ তো প্রশংসায় অসম্ভব উচ্ছ্বসিত না হলে ফাল্গুনেই শিরীষের প্রস্ফুটনে এত ঐশ্বর্য খুঁজে পেতেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে/ কী উচ্ছ্বাসে/ ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।'

চৈত্রের শেষ ভাগে দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে শিরীষফুল ফুটতে শুরু করে। গ্রীষ্ম ছাড়িয়ে শরতের প্রায় শেষ ভাগেও কোনো কোনো গাছে ফুল থাকে। শীতে পাতা ঝরিয়ে উদোম হয়ে থাকা গাছে চওড়া ও লম্বাটে শিমের মতো ফলগুলো ঝুলতে থাকে। তখন মৃদু বাতাসে ঝনঝন শব্দ তোলে ফলগুলো।

পরিণত শিরীষ (Albizia lebbeck) মাঝারি আকারের বৃক্ষ। কাণ্ড সরল, উন্নত, গোলাকৃতি, দীর্ঘ, পাঁশুটে কিংবা সাদা এবং প্রায় মসৃণ। শীর্ষ ছত্রাকৃতি এবং সঘন পত্রবিন্যাসে ছায়ানিবিড়। পাতা দ্বিপক্ষল এবং আলোসংবেদী, তাই সন্ধ্যায় বুজে যায়। মঞ্জরির আকৃতি মেঘশিরীষের মতো হলেও আয়তনে বড়, রঙেও আলাদা। ফুলের সৌন্দর্য মূলত প্রস্ফুটিত পরাগ-কেশরেই দৃশ্যমান এবং সরু পাপড়ির কোমলতা পালকের সঙ্গে তুলনীয়। শিরীষ-মঞ্জরি হালকা হলুদ এবং পরাগকেশরের আগা সবুজ।

এ গাছের ছাল, পাতা, ফুল, বীজ ও কাঠের সারাংশ ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। শরৎকালে ছাল, বসন্তে পাতা, বর্ষায় ফুল এবং বসন্তের প্রথম দিকে ওষুধের জন্য বীজ সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশ জাতীয় আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারি ১৯৯২-এ ৭টি ওষুধ তৈরিতে শিরীষের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। পাতার রস পরিমাপমতো খেলে এবং চোখে দিলে রাতকানা রোগ সেরে যায়। বীজচূর্ণ মিছরি, গরম দুধসহ সেবনে শারীরিক সক্ষমতা বাড়ে। চোখ ওঠা রোগে বীজের অঞ্জন ও পাতার রস বেশ উপকারী। ফুল বেটে পুড়ে যাওয়া স্থানে প্রলেপ দিলে ভালো হয়। বিষাক্ত কীট বা ইঁদুরের কামড়ে ক্ষতস্থানে ছাল বেটে লাগালে এবং ছালের রস পান করলে উপশম হয়। ছালচূর্ণ দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত ও মাড়ি শক্ত হয়। শিরীষের শিকড় অরেচক, ছাল বিবিধ চর্মরোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার্য। শিরীষ কাঠ দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী। শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও চীনেও গাছটি জন্মে।

শিক্ষার্থীদের ৫ ঘণ্টার সড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি

রাজধানীর সাত কলেজ

দাবি আদায়ে আজ সকাল ৯টা থেকে আবারও সড়ক অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর সাত কলেজের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবারও পাঁচ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন এসব কলেজের শিক্ষার্থীরা। দুপুরে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করলে মিরপুর সড়কসহ আশপাশের সড়কগুলোয় দীর্ঘ যানজট দেখা দেয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন বহু মানুষ।

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সেখানে ছিলেন। দাবি আদায়ে আজ বুধবার সকাল ৯টা থেকে আবারও সড়ক অবরোধের ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার্থীরা ওই মোড় থেকে সরে যান।

গতকালের কর্মসূচি শেষে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মুখপাত্র আবদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর কমিশন' গঠন করতে হবে। সেই কমিশন না করা পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, গত শনিবার তাঁরা তিন দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে দাবি মানা না হলে কঠোর কর্মসূচি হুঁশিয়ারির ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই সময়সীমা গত সোমবার পার হয়। তাই দাবি আদায়ে গতকাল তাঁরা আবারও সড়কে নামেন।

শিক্ষার্থীদের সড়কে অবস্থানের কারণে দুর্ভোগে পড়েন পথচলতি সাধারণ মানুষ। স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে হাসপাতালে এক স্বজনকে দেখতে যাচ্ছিলেন এমদাদ হোসেন। দীর্ঘসময় যানজটে আটকা থেকে সন্তানকে কোলে নিয়ে হাঁটা শুরু করেন। বেলা দেড়টার দিকে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, আন্দোলনকারীরা নিজেদের যেকোনো দাবি আদায়ে হুটহাট সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় নেমে পড়েন। এতে সাধারণ মানুষের যে অমানবিক ভোগান্তি হয়, সেটা দেখার যেন কেউ নেই।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ করার কারণে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। গতকাল দুপুরে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে। ছবি : সাজিদ হোসেন

ডেঙ্গুতে আরও ৬ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২৮৬ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে চলতি মাসেই মৃত্যু হয়েছে ১২৩ জনের।

গতকাল মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে দুজন, চট্টগ্রাম বিভাগে দুজন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে একজন ও বরিশাল বিভাগে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ৩১২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩২২ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ঢাকা বিভাগে ২৪৬, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৯, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৮১, খুলনা বিভাগে ১৬৯, বরিশাল বিভাগে ১১৮, রাজশাহী বিভাগে ৪০, ময়মনসিংহ বিভাগে ২৮, রংপুর বিভাগে ১৭ ও সিলেট বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ২ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৯ অক্টোবর, ২০২৪
১৩ কার্তিক, ১৪৩১
২৫ রবিউস সানি, ১৪৪৬

☑ বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লে. মতিউর রহমানের পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উত্তর: নরসিংদী। (জন্ম: ২৯ অক্টোবর, ১৯৪১)

☑ 'পারিব না এ কথাটি' কবিতার রচয়িতা কে?

উত্তর: কালীপ্রসন্ন ঘোষ। (মৃত্যু: ২৯ অক্টোবার, ১৯১০)

☑ বিমসটেকের পরবর্তী চেয়ারম্যান হবে কোন দেশ?

উত্তর: বাংলাদেশ।

☑ IMF-এর তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের GDP প্রবৃদ্ধির হার কত হবে?

উত্তর: ৪.৫ শতাংশ।

☑ জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের নাম কী?

উত্তর: ফলকার তুর্ক।

☑ বিশ্ব স্ট্রোক দিবস কবে?

উত্তর: ২৯ অক্টোবর।

☑ বাংলাদেশ কোন দেশে ১ম বারের মতো বাস রপ্তানি করে?

উত্তর: ভুটান। (রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান: ইফাদ অটোস লিমিটেড)

☑ রাশিয়ায় BRICS-র ১৬তম শীর্ষ সম্মেলনে কতটি দেশ অংশগ্রহণ করে?

উত্তর: ৩৬।

বাংলাদেশ

১৯৪১	শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।
১৯১০	বাঙালি সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯২৩	ঐতিহাসিক ওসমানী সাম্রাজ্যের (১২৯৯ - ১৯২৩) বিলুপ্তি ঘটিয়ে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে 'তুরস্ক' রাষ্ট্রের পত্তন ঘটান।

সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

জন্ম/জন্মস্থান	২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩; ঝিনাইদহ জেলার খালিশপুর গ্রামে।
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
শহিদ হন	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১। [ধলই, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।]
যুদ্ধের সেক্টর	৪নং সেক্টর (মৌলভীবাজার)
গেজেট নং	০২
সমাহিত	মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান, ঢাকা।

- তিনি বীরশ্রেষ্ঠদের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

ব্যালন ডি'অর ২০২৪

মেয়েদের ব্যালন ডি'অর

আইতানা বোনমাতি (স্পেন, বার্সেলোনা)

- মেন্স ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি (ছেলেদের বর্ষসেরা কোচ)
  কার্লো আনচেলত্তি (রিয়াল মাদ্রিদ)
- উইমেন্স ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি (মেয়েদের বর্ষসেরা কোচ)
  এমা হেইস (চেলসি, যুক্তরাষ্ট্র)
- গার্ড মুলার ট্রফি (সর্বোচ্চ গোলদাতা)
  কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স, পিএসজি)
  হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড, বায়ার্ন)
- লেভ ইয়াশিন ট্রফি (বর্ষসেরা গোলকিপার)
  এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা, আর্জেন্টিনা)

ছেলেদের ব্যালন ডি'অর

রদ্রি (স্পেন, ম্যানচেস্টার সিটি)

- রেমন্ড কোপা ট্রফি (বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়)
  লামিনে ইয়ামাল (স্পেন, বার্সেলোনা)
- সক্রেটিস পুরস্কার (দাতব্য কাজ)
  হেনি হেরমোসো (স্পেন, তাইগ্রেস)
- ছেলেদের বর্ষসেরা ক্লাব
  রিয়াল মাদ্রিদ
- মেয়েদের বর্ষসেরা ক্লাব
  বার্সেলোনা

তৃতীয় দিনের ভাইভায় যেসব প্রশ্ন

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন

ইংলিশ লিটারেচারের সনেটের ফাদার কে ও আমি কোনো সনেট পছন্দ করি কিনা জানতে চেয়েছে

মো. হারুনুর রশিদ
চুয়াডাঙ্গা

জিরান্ড, ইনফিনিটিভ টু ও প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর উদাহরণ দিতে বলেছে

নওরিন ইসলাম নিপা
যশোর

পার্টস অব স্পিস সম্পর্কে ও আমার জেলার বিখ্যাত এক ব্যক্তির নাম জানতে চেয়েছিলো

সবুজ মণ্ডল
খুলনা

■ সাবিহা সুমি, আমাদের বার্তা

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ভাইভার প্রথম ধাপে গতকাল মঙ্গলবার ছিলো তৃতীয় দিন। এদিন যারা ভাইভা দিয়েছেন, তারা দৈনিক আমাদের বার্তাকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। পিরোজপুর জেলা থেকে ভাইভায় অংশ নিতে আসেন তাহেরা আক্তার। তিনি বলেন, আমার বিষয় বিএড অনার্স। আমার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। শিক্ষকরা অনেক বেশি বন্ধুসুলভ। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কোন জেলা থেকে এসেছি এবং কোন বিষয়ে অনার্স করেছি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর একটা উদাহরণ দিতে বলেছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেছেন, ক্লাসে ১০০ শিক্ষার্থী কীভাবে ম্যানেজ করবেন।

চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা মো. হারুনুর রশিদ বলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আমি পড়াশোনা কন্টিনিউ করেছি কিনা। ইংরেজি লিটারেচার থেকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। ইংলিশ লিটারেচারের সনেটের ফাদার কে ও আমি কোনো সনেট পছন্দ করি কিনা।

যশোর থেকে আসা নওরিন ইসলাম নিপা বলেন, ইন্টারভিউ সব মিলিয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু একটু নার্ভাস ছিলাম। কারণ জানা প্রশ্নগুলো হঠাৎ করে মনে আসছিল না। প্রথমত আমার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ও আমি কোথায় পড়াশোনা করি কোন বিষয়ে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। আমি যখন বললাম, পদার্থবিজ্ঞানে পড়ি। তখন জিজ্ঞাসা করলো, নিউটনের থার্ড ল' সম্পর্কে ইংলিশে কিছু বলতে। গ্রামার থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলো- জিরান্ডের একটি উদাহরণ, ইনফিনিটিভ টু এর উদাহরণ ও প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর একটা উদাহরণ দিতে বলেছেন।

যশোর থেকে আসা আরেক প্রার্থী মো. সবুজ হোসেন বলেন, এটা আমার প্রথম ভাইভা ছিল। ভাইভাতে যাবার আগে আমি অনেক টেনশনে ছিলাম। আমি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পড়াশোনা পড়েছি। ভাইবার অভিজ্ঞতা অনেক ভাল ছিলো। প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দুইটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে। দুইটা প্রশ্নের উত্তরই আমি পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের, তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো জিরান্ড এবং পার্টিসিপলের পার্থক্য। ভাইভাতে আমি ২ মিনিট ছিলাম।

খুলনা জেলা থেকে আসা সবুজ মণ্ডল বলেন, বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ের ভাইভা ছিল। আমাকে ইংলিশ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- পার্টস অব স্পিস সম্পর্কে। আমার জেলার বিখ্যাত এক ব্যক্তির নাম জানতে চেয়েছিলো। ভাইভাতে আমি ২-৩ মিনিট ছিলাম।

তৃতীয় দিনে মোট দশটি বোর্ডে দুই ব্যাচে ভাইভায় অংশ নেন প্রার্থীরা। প্রথম ব্যাচের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় ও দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা বেলা সাড়ে ১১টায় শুরু হয়। গতকাল স্কুল-২ পর্যায়ের ২০১০৬১৯১৫ থেকে ২০১১১২৮১৮ রোল নম্বরধারীদের

>> ২-এর পাতায় দেখুন